ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 17 June, 2024 ■ আগরতলা ১৭ জুন ২০২৪ ইং ■ ২ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মেঘালয়ে জাতীয় সড়কে দফায় দফায় ধস যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ত্রিপুরা, আটক বহু গাড়ি

শিলচর (অসম), ১৬ জুন (হি.স.) ।। মেঘালয়ের পূর্ব জয়ন্তিয়াপাহাড় জেলার সোনাপুরের বুক চিরে ধাবিত গুয়াহাটি-বরাক উপত্যকা ৬ নম্বর (পুরাতন ৪৪ নম্বর) জাতীয় সড়কের বিভিন্ন স্থানে গত পাঁচদিন ধরে দফায় দফায় ধস নামায় ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকার তিন জেলা, প্রতিবেশী ত্রিপুরা, মণিপুর এবং মিজোরাম। জাতীয় সড়কের ওপর পাহাড় থেকে জল-মিশ্রিত কাদামাটির ধস পড়ায় হাজার হাজার ভারী পণ্যবাহী লরি এবং যাত্রীবাহী ছোট ও বড় গাড়ি রাস্তার দু পাশে আটকে পড়েছে। তবে সৌভাগ্যবলে ভয়াবহ এই বিপর্যয়ে প্রাণহানীর কোনও খবর এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এদিকে মেঘালয়ের পাহাড়ি জাতীয় সড়কে ফি-বছর ভয়ংকর ভূমিধস সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হস্তক্ষেপ দাবি করে তাঁর কাছে বরাক উপত্যকার বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে একাধিক স্মারকপত্র পাঠানো হয়েছে। প্রতিকূল আবহাওয়া ও লাগাতার বৃষ্টিপাতের ফলে ৬ নম্বর জাতীয় সড়কে মেঘালয়ের পাহাড়ি রাস্তার নানা স্থানে ধস পড়ে যান চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। যার ফলে শিলচর-গুয়াহাটি সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। সড়কপথে ধস পড়ার পাশাপাশি লামডিং-বদরপুর রেলপথেও একই কারণে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। গতকাল সারারাত ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের নানা স্থানে নতুন করে ধস পড়েছে। মেঘালয়ের সোনাপুরের পর লুমসুলুম এবং রাতাছড়ায় ভয়ংকর ধস নামায় জাতীয় সড়কে যান চলাচল নাগাড়ে পাঁচদিন ধরে স্তব্ধ। সড়কের উভয়দিকে দীর্ঘ ২৫ থেকে ৩০ কিলোমিটার ব্যাপী দীর্ঘ লাইনে আটকে পড়েছে হাজারো গাড়ি। কখন যে রাস্তা খুলবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। পাহাড়ি জাতীয় সড়কের এক জায়গায় ধস সারাই করতে না-করতেই অপর স্থানে ফের পাহাড় থেকে কাদা-জল ও বড় বড় পাথর নেমে আসায় বিঘ্নিত হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। কেবল তা-ই নয়, বড় বড় ফাটল ধরছে ওই এলাকার জাতীয় সড়কে। পাহাড়ি জল প্রবাহের তীব্রতায় বহু অংশে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বঙ্গে বিপ্লবের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল

মাহেশ্বরী ভবনে ঘরছাড়া বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করার আগেই শহরে বোমাতঙ্ক

কলকাতা, ১৬ জুন।। ঘরছাড়া বিজেপি কর্মীদের 'নিরাপদ আশ্রয়ের' ব্যবস্থা করা হয়েছে কলকাতায় মাহেশ্বরী ভবনে। রবিবার সন্ধ্যায় শহরে পা রেখেই মাহেশ্বরী ভবনে পৌঁছে গিয়েছেন নাড্ডার তৈরি করা বিজেপি চার সদস্যের প্রতিনিধি দল। কিন্তু তার আগেই গোটা শহর জুড়ে তৈরি হয়েছে বোমাতঙ্ক। বিজেপির চার সদস্যের প্রতিনিধি দল সেখানে পৌছানোর আগেই রাস্তার ডিভাইডারে সুতলি প্যাঁচানো বোমার আকারের কিছু একটা লক্ষ্য করা যায়। তারপরেই সেখানে বোমাতঙ্ক দেখা দেয়। এক প্রকার সরগরম হয়ে ওঠে গোটা শহর। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কলকাতা পুলিশ। খবর দেওয়া হয় বম্ব স্কোয়াডেও। নিয়ে আসা হয় স্নিফার ডগ। আনা হয় বম্ব ডিটেক্টরও। শেষ পর্যন্ত বম্ব স্কোয়াডের টিম সন্দেহজনক ওই বস্তুটিকে উদ্ধার করে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যান। যদিও ওই বস্তুটি আদৌ বোমা ছিল কি না, সে বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়। আরও কোথায় কোনও সন্দেহজনক বস্তু পড়ে রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে স্নিফার ডগ নিয়ে তল্লাশিও চলে। এদিকে এর কিছুক্ষণের মধ্যেই ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব-সহ চার সদস্যের সেই টিম রাত ৮টা নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছান। তাঁদের অভ্যর্থনা জানান বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। সেখান থেকে তাঁরা সোজা চলে যান মাহেশ্বরী ভবনে যেখানে ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ আনা আশ্রিতদের রাখা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ খতিয়ে দেখতেই এই কমিটি তৈরি করেছেন কেন্দ্রীয় শাসক দল বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নড্ডা। কমিটিতে রয়েছেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব দেব, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বর্তমান সাংসদ রবিশঙ্কর প্রসাদ, উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন ডিজিপি তথা বর্তমানে রাজ্যসভার সাংসদ ব্রিজলাল এবং মধ্যপ্রদেশের রাজ্যসভা সাংসদ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পালাবার পথে আটক প্রেমিক যুগল

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৬ জুন।। ৮ বছরের বড় এবং ৩ সন্তানের মাকে নিতে এসে চুরাইবাড়িতে আটক আসামের যুবক। আটককৃত যুবকের নাম জরীফ উদ্দিন শেখ(২৪)।

আট বছরের ছোট প্রেমিকের হাত ধরে পালিয়ে যাওয়ার পথে চুরাইবাড়ি পুলিশের হাতে আটক প্রেমিক যুগল। তিন সন্তানের জননীর সঙ্গে প্রেম করে পালিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় চুরাইবাড়ি পুলিশের হাতে আটক প্রেমিক-প্রেমিকা।

বিবরণে প্রকাশ, ত্রিপুরা রাজ্যের ধলাই জেলার ছাওমনু গ্রামের বাসিন্দা টুক্কবী চাকমা (৩২)(স্বামী তুগালক্য চাকমা) এর সঙ্গে অসমের ধুবরী জেলার গোলকগঞ্জ গ্রামের রেহান আলীর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে রক্তদান জন আন্দোলনের রূপ নিয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন ।। স্বেচ্ছায় রক্তদান এখন রাজ্যে জন আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। ত্রিপুরার মানুষ, বিভিন্ন সংগঠন, ক্লাব, প্রতিষ্ঠান রাজ্য সরকারের আহবানে উৎসবের মেজাজে রক্তদানে এগিয়ে আসছে। রাজ্যব্যাপী রক্তদানের প্রতি এক সুন্দর মানসিকতা গড়ে উঠছে। আজ ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আরও বলেন, রক্তদান হচ্ছে একটি মহৎ দান। রাজ্য প্রশাসনিক পরিকাঠামোর মূল অঙ্গ হিসেবে প্রতিনিয়ত কাজ করেন টিসিএস অফিসারগণ। রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে টিসিএস অফিসারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী টিসিএস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের মেগা রক্তদান শিবিরের উদ্যোগকে সাধুবাদ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৯০ উর্ধ বৃদ্ধা মাকে বাড়ি থেকে বের করে দিল পুত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। ফের এক সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্র উঠে এলো রাজ্য থেকে। ৯০ বছর বয়সী বৃদ্ধ মাকে বাড়ি থেকে বের করে দিল দুই পুত্র। ঘটনাটি ঘটেছে আগরতলা শহরের জিবি ভাল্লুকিয়া লুঙ্গা এলাকায়।

বৃদ্ধার নাম জ্যোৎস্না মালাকার। এলাকার বাসিন্দা রঞ্জিত মালাকার এবং মণীন্দ্র মালাকার দুই পুত্র বেশ কয়েকদিন আগেই বৃদ্ধ মাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে বলে এলাকাবাসীর সূত্রে জানা গেছে।। তারপর থেকে দরজায় দরজায় একটু ঠাইয়ের জন্য কড়া নাড়ছেন বৃদ্ধ মা। শেষ পর্যন্ত এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিলেও রোগাক্রান্ত হয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলাবাসীকে ১০ দিনের মধ্যে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারের তথ্য জানাতে হবে ঃ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন ।। অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারের তথ্য গোপন না রেখে তা জানানোর জন্য আগরতলাবাসীকে ১০ দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। অন্যথায় বিদ্যুৎ আইনে জরিমানা এবং বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন করার নিদান দিয়েছেন তিনি। আজ সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যুৎ মন্ত্রী সমগ্র আগরতলা পুর নিগম এলাকার বৈধ গ্রাহকদের সুনাগরিক হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন এবং অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারের তথ্য জানানোর পরামর্শ দিয়েছেন।

এদিন বিদ্যুৎমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে লোডশেডিং না থাকলেও মাঝে মাঝে পাওয়ার কাট হয়ে থাকে। বিদ্যুৎমন্ত্রী জানান, এবছর অত্যধিক গরমের কারণে ভোক্তারা ফ্রিজ ও এসি''র ব্যবহার বেশী করেছেন। কিন্তু এসি''র ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে গ্রাহকরা বিদ্যুৎ দপ্তরকে এই বিষয়ে অবহিত করছেন না। ফলে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ লোডের কারনে ট্রান্সফরমার বা বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি নষ্ট হয়ে পাওয়ার কাট হচ্ছে। তাই বিদ্যুতের বৈধ গ্রাহকদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে, তারা আগামী ১০ দিনের মধ্যে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে অনুমোদন নেন। অন্যথায় ইন্ডিয়ান ইলেকট্রিসিটি অ্যাক্ট, ২০০৩-এর ১৬৩ ও ১২৬ নং ধারা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বামীর বাইক থেকে ছিটকে পড়ে মৃত্যু স্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৬ জুন।। বাইক থেকে ছিটকে পড়ে মৃত্যু হল গৃহবধূর। মৃত গৃহবধূর নাম রাখি সাহা (২৪)। বাড়ি বিলোনিয়া মহকুমার রাজনগর থানার অন্তর্গত দুর্গাপুর এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, স্বামী আশিস রায়ের সঙ্গে ডাক্তার দেখানোর উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন ওই মহিলা। ডাক্তার দেখানো শেষ হলে স্ত্রীকে নিয়ে পুনরায় বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার পথে হঠাৎই বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যান ওই গৃহবধূ। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা ফেটে যায়। তার স্বামী তাকে উদ্ধার করে বড় পাথারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখান থেকে তাকে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হলে পুনরায় জিবিপি হাসপাতালে তাকে রেফার করা হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। শনিবার গভীর রাতে মৃত্যু হয় ওই মহিলার। ওই গৃহবধুর অকাল প্রয়াণে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তার পরিবার-পরিজনেরা।

ভয়াবহ অগ্নিকান্ড, ভস্মীভূত চিড়ার ফ্যাক্টরি, ক্ষতি প্রায় ৮০ লাখ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন ।। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই কাঠালতলী ইন্ডাস্ট্রিজ এলাকার চিড়া ফ্যাক্টরি। জানা গেছে রাজধানী আগরতলা সংলগ্ন কাঠালতলী ইন্ডাস্ট্রিজ এলাকার চিড়ার ফ্যাক্টরিতে শনিবার রাত আনুমানিক সাড়ে এগারোটা নাগাদ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই ফ্যাক্টরির মালিক ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করতে পেরে চিৎকার শুরু করলে আশেপাশের ফ্যাক্টরির লোকজন ছুটে এসে খবর দেয় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের।

খবর পেয়ে বাধারঘাট, আগরতলা, আনন্দনগর, মহারাজগঞ্জ বাজার সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে অগ্নি নির্বাপক ইঞ্জিন ঘটনাস্থলের দ্রুত ছুটে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজে হাত লাগায়। অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা রবিবার সকাল ৯ টা পর্যন্ত চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে ফ্যাক্টরির ভেতরে থাকা চিড়া এবং ধান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে শনিবার রাতেই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে আমতলী থানার পুলিশ।

রবিবার সকাল থেকেই এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকদের দৌড়ঝাঁপ লক্ষ্য করা গেছে। ফ্যাক্টরির মালিকসহ অন্যান্যরা জানিয়েছেন ফ্যাক্টরির পাশ দিয়ে গ্যাসের পাইপ লাইন গেছে। সেই গ্যাসলাইন থেকেই এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত বলে ধারণা করছেন প্রত্যেকে। তবে এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ৮০ লক্ষাধিক টাকার মত হবে বলে জানা গেছে। ফ্যাক্টরির তরফ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে সাহায্যের আর্জিও জানানো হয়েছে।

কাশ্মীরের জন্য 'জিরো টেরর প্ল্যান' তৈরি করার নির্দেশ অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন (হি.স.) ।। কাশ্মীরের জন্য 'জিরো টেরর প্ল্যান' তৈরি করতে নির্দেশ দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার কাশ্মীরে সন্ত্রাসদমন নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন শাহ। টানা ছয় ঘণ্টা ধরে চলে এই বৈঠক। সেখানে কাশ্মীর নিয়ে বেশ কিছু নির্দেশিকা দেন তিনি। বিকেলে বৈঠক শেষে জানা যায়, কাশ্মীরের জন্য 'জিরো টেরর প্ল্যান' তৈরি করতে নির্দেশ দিয়েছেন শাহ।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, এরিয়া ডমিনেশন এবং জিরো টেরর প্ল্যানের মাধ্যমে যেভাবে কাশ্মীরে সাফল্য মিলেছে, জম্মুর জন্যও সেভাবেই কাজ করতে হবে। শাহ আরও বলেছেন, 'সমস্ত নিরাপত্তারক্ষা সংস্থাগুলোকে এক মিশন ভেবে কাজ করতে হবে যেন দ্রুত সমস্যার মোকাবিলা করা যায়। প্রত্যেক সংস্থার কাজের মধ্যে যেন সামঞ্জস্য থাকে।' তাঁর কথায়, 'কাশ্মীরের হামলার ঘটনাকে এখন ছায়াযুদ্ধ বলা যেতে পারে। আগের মতো ষড়যন্ত্র করে আক্রমণ করতে পারে না জঙ্গি সংগঠনগুলো। তবে সন্ত্রাসবাদকে সমূলে উৎখাত করাই মোদী সরকারের লক্ষ্য।'

এদিকে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সহযোগিতা মন্ত্রী অমিত শাহ আজ নয়াদিল্লিতে জম্মু ও কাশ্মীরের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে একটি উচ্চ-পর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠকের সভাপতিত্ব করেছেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা, সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ পান্ডে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব, গোয়েন্দা ব্যুরোর পরিচালক, সেনাপ্রধান (মনোনীত) লেফটেন্যান্ট ব্যুরো সহ উর্ধতন সেনা আধিকারিকরা, জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী, ঋঙঞ্চচ-এর মহাপরিচালক, মুখ্য সচিব, জম্মু ও কাশ্মীরের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ২৪৫ ▫ ১৭ জুন ২০২৪ ইং▫ ২ আষাঢ় ▫ সোমবার ▫১৪৩১ বঙ্গাব্দ

আজ মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের ত্যাগের উৎসব বকরি ইদ

বকরি ইদ মূলত ত্যাগের প্রতীক। এবছর ভারতে ইদ-অল-আদাহ পালিত হইবে ১৭ জুন, সোমবার।

ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের নানা উৎসবের মধ্যে, একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎসব হইল ইদ-অল-আদাহ। এই ইদকে কোরবানির বা বকরি ইদ নামেও পরিচিত। এই উৎসব মূলত ত্যাগের প্রতীক।ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কাছে দুটি উৎসব খুবই বড় এবং জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে পালন করা হয়। একটি হইল ঈদ উল ফিতর অর্থাৎ খুশির ঈদ, আরেকটি হইল ঈদুল আযহা অর্থাৎ বকরি ঈদ। এই ঈদের আরেকটি নাম হইল কুরবানি ঈদ। আর এই ঈদ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম নাম দিয়া চেনা হয়।বিভিন্ন দেশে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা এই উৎসবে মাতিয়া ওঠেন। সবাই নতুন জামা কাপড় পরাধান করিয়া খোলা জায়গায় একসঙ্গে নামাজ পড়িয়া থাকেন। তারপর সবাই সবাইকে কোলাকুলি করিয়া ঈদের শুভেচ্ছা জানায়। বিশ্বজুড়িয়া অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হয় এই বকরি ঈদের উৎসব।এই ঈদের দিন শুরু হয় ঈদের নামাজের জন্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া নতুন কাপড় পরিধান করা এবং সমস্ত মুসলমান ছেলেদের জন্য এই ঈদের দুই রাকাত নামাজ আদায় করা ওয়াজিব অথবা বাধ্যতামূলক এবং মহিলাদের জন্য এই নামাজ সুন্নত বলিয়া মনে করা হয়।বাঙালি মুসলমানরা নামাজের পরে পুরো পরিবার একত্রিত হইয়া সকালবেলা মিষ্টি জাতীয় খাবার দিয়া সকলের সাথে আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। যেটাকে তাহারা সকালের নাস্তা হিসাবে মনে করেন। এরপরে কুরবানির জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়।কুরবানি শেষে কুরবানির প্রথা অনুযায়ী কুরবানির মাংস গরীব এবং আত্মীয় প্রতিবেশীদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেয়। এই দিনে প্রত্যেক মুসলমান অন্যদের বাড়িতে বেড়াইতে যায়, আনন্দ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া নেয়।এই ঈদের দিনে মানুষ হযরত ইব্রাহিমের ত্যাগের কথা স্মরণ করেন। যিনি সত্যের জন্য নিজের সবকিছু ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। এমনকি নিজের সবথেকে প্রিয় পুত্রকেও আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী দিতে তিনি পিছুপা হননি। ত্যাগের অন্যতম প্রতীক এই কুরবানির ঈদ।বিশ্বের সমস্ত মুসলমান ব্যক্তিগণ ঈদ-উল-আযহার নামাজ মসজিদে অথবা খোলা মাঠে অথবা ঈদগাহ নামক স্থানে আদায় করিয়া থাকেন। ঈদ এর নামাজ জিলহজ ১০ তারিখের সূর্য উদয়ের পর থেকে জোহর নামাজের সময় হওয়ার আগ পর্যন্ত এই যে মধ্যবর্তী সময়টা রহিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে যেকোনো সময় আদায় করা হইয়া থাকে।কোন কারণবশত যদি এই নামাজ আদায় করা না হয়, তাহা হইলে ঈদুল আযহার নামাজ পরের দিন জোহরের নামাজ এর আগে পর্যন্ত ওই সময়ের মধ্যে আদায় করা যাইতে পারে। ঈদের নামাজের আগে মুসল্লিরা জোরে জোরে তাকবীর উচ্চারণ করিয়া থাকেন।ঈদের নামাজ দুই রাকাত, এটি ওয়াজিব নামাজ। তা জামায়াতের সঙ্গে ছয়টি অতিরিক্ত তাকবীরের সঙ্গে পড়িতে হয়।

ইউরো: ২৩ সেকেন্ডে আলবেনিয়ার গোল, জিতল ইতালি

জার্মানি, ১৬ জুন (হি. স.): বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের ম্যাচ শুরুর ২৩ সেকেন্ডের মধ্যে গোল দিল আলবেনিয়া! ইউরো শুরুর দ্বিতীয় দিনেই অঘটন ঘটবে এমন একটা ইঙ্গিত যেন শুরুতেই দেখা দিচ্ছিল। কিন্তু কোন অঘটন ঘটল না।শুরুতেই সেই সম্ভাবনা আবার মিলিয়ে গেল। শুরুর ধাক্কা সামলে দাপটের সঙ্গেই ইউরোর প্রথম ম্যাচ জিতে নিল গত বারের চ্যাম্পিয়ন ইতালি।

শনিবার ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের গ্রুপ বি”’’র খেলায় আলবেনিয়ার বিপক্ষে ২-১ গোলে জিতেছে ইতালি।

ম্যাচের ২৩ সেকন্ডে করা নেদিম বাইরামির গোলটি ইউরোর ইতিহাসে দ্রুততম গোল। ইতালির ফুলব্যাক ফেদেরিকো ডি মার্কো থ্রোইনের ভুলে গোল করে বসেন আলবেনিয়ার বাইরেমি। এর আগে ২০০৪ ইউরোতে গ্রিসের বিপক্ষে ৬৭ সেকেন্ডে গোল করে দ্রুততম গোলের রেকর্ড করেছিলেন রাশিয়ার দিমিত্রি কিরিচেনকো।

শুরুতে গোল খেলেও অবশ্য দমে যায়নি বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। পরিকল্পিত ফুটবল খেলে ম্যাচ নিজেদের অনুকূলে নিয়ে যায় লুসিয়ানো স্প্যালেত্তির শিষ্যরা।

ম্যাচের ১১মিনিটেই সমতায় ফেরে ইতালি। আজ্জুরিদের সমতা এনে দেন আলেসান্দ্রো বাস্তোনি। এর পাঁচ মিনিট পরেই দ্বিতীয় গোলে পেয়ে যায় ইতালি। এবার গোল করেন নিকোলা বারেল্লা।এরপর ম্যাচে প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও ইতালি আর গোল পায়নি। ২-১এ ম্যাচ জিতেই ইউরোপ অভিযান শুরু করল।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ: নামিবিয়াকে হারিয়ে সুপার এইটের দিকে এগিয়ে গেল ইংল্যান্ড

অ্যান্টিগুয়া, ১৬ জুন (হি.স.): বৃষ্টির জন্য প্রথম ম্যাচে পয়েন্ট হারিয়ে বিপদে পড়ে গিয়েছিল ইংল্যান্ড। সুতরাং সুপার এইটে জায়গা পেতে হলে নামিবিয়ার বিপক্ষে জিততেই হতো ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের। কিন্তু বৃষ্টির কারণে ম্যাচ হওয়া নিয়ে দেখা দিয়েছিল শঙ্কা। শেষ পর্যন্ত আড়াই ঘণ্টা পর কার্টেল ওভারের ম্যাচ শুরু হলেও মাঝপথে আবার নামে বৃষ্টি। শেষ পর্যন্ত বৃষ্টিকে হার মানিয়ে জয় তুলে নিয়ে সুপার এইটে যাওয়ার সম্ভাবনা টিকিয়ে রাখল ইংল্যান্ড।

শনিবার রাতে বৃষ্টির কারণে ১০ ওভারে নেমে আসা ম্যাচে। আর এই ম্যাচে নামিবিয়াকে ডিএলএস মেথডে ৪১ রানে হারিয়েছে ইংল্যান্ড। আর এই জয়ে ইংল্যান্ড সুপার এইটে ওঠার সম্ভাবনা টিকিয়ে রাখল। শেষ ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে স্কটল্যান্ড কোনো পয়েন্ট না পেলেই সুপার এইটে উঠে যাবে জস বাটলারের দল। সুতরাং অস্ট্রেলিয়ার স্কটল্যান্ড ম্যাচের দিকে ইংল্যান্ডের লক্ষ্য থাকবে।

বৃষ্টিতে ভারত-কানাডা ম্যাচ ড্র

ফ্লোরিডা, ১৬ জুন (হি.স.):এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বৃষ্টির কারণে ৪টি ম্যাচ বাতিল হল। সবশেষ ভারত-কানাডা ম্যাচ। তবে আরো একটা ম্যাচ ইংল্যান্ড ও নামিবিয়া বৃষ্টির জন্য বাতিল হওয়ার অপেক্ষায়।

ফ্লোরিডার সেন্ট্রাল ব্রোওয়ার্ড মাঠ ভিজে আম্পায়াররা ম্যাচটি বাতিল করে দেন। এদিন টসও হয়নি।

তবে ভারত-কানাডার ম্যাচ বাতিল হওয়ায় জন্য ক্ষতি হয়নি ভারতের। টিম ইন্ডিয়া আগেই সুপার এইটের টিকিট কেটে ফেলেছে আর কানাডা এই ম্যাচের আগেই টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিয়েছে। যে কারণে ম্যাচটি দু”’’দলের কাছে ছিল শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতার।

ইউরো কাপ: ক্রোয়েশিয়াকে উড়িয়ে স্পেনের শুভসূচনা

জার্মানি, ১৬ জুন (হি.স.): ক্লাব ফুটবলে লুকা মদ্রিচ অনেক সাফল্য পেয়েছেন।কিন্তু বিশ্বকাপ, ইউরো কাপ জেতা হয়ে ওঠেনি তার। আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানানোর আগে তাই এই কিংবদন্তির ইচ্ছাটা ছিল ইউরো শিরোপা জেতার। কিন্তু লুকা মদ্রিচের সেই ইচ্ছাটা শুরুতেই আঘাত খেল। নিজেদের প্রথম ম্যাচে স্পেনের কাছে হেরে গেল ক্রোয়েশিয়া। গ্রুপ অব ডেথে বড় হার দিয়ে আসর শুরু করল ক্রোয়েশিয়া।

মানব বিবর্তন এর ইতিহাস

মামুন ইসলাম

মানব বিবর্তন বা মানুষের উৎপত্তি বলতে বিবর্তন তার মাধ্যমে অন্যান্য হোমিনিড এবং বনমানুষ থেকে একটি আলাদা প্রজাতি হিসেবে হোমো স্যাপিয়েন্স দের উদ্ভবকে বোঝানো হয়। এই বিষয়টি নিয়ে অধ্যয়ন করতে হলে বিজ্ঞানের অনেক শাখার সাহায্য নিতে হয় যেমনঃ নৃবিজ্ঞান, প্রাইমেটবিজ্ঞান, জীবাশ্মবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব এবং জিনতত্ত্ব।মানুষ বা হিউম্যান শব্দটি দ্বারা এখানে প্রকৃতপক্ষে কেবল হোমো গণের অন্তর্ভুক্ত প্রাণীদেরকে বোঝানো হচ্ছে, যদিও মানব বিবর্তন গবেষণা করতে গিয়ে অস্ট্রালোপিথেকাস গণের অনেক প্রজাতি নিয়ে অধ্যয়ন করতে হয় স্বভাবত সেগুলোর আলোচনাও এই বিষয়ের অধীনেই হয়। আনুমানিক ২৩ লক্ষ থেকে ২৪ লক্ষ বছর পূর্বে আফ্রিকাতে হোমো গণটি অস্ট্রালোপিথেকাস গণ থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল। হোমো গণে অনেক প্রজাতিরই উদ্ভব ঘটেছিল যদিও একমাত্র মানুষ ছাড়া তাদের সবাই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এ ধরণের বিলুপ্ত মানব প্রজাতিগুলোর মধ্যে রয়েছে হোমো ইরেক্টাস যারা এশিয়ায় বাস করতো এবং হোমো নিয়ানডার্টালেনসিস যারা ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে ছড়িয়ে ছিল। আর্কায়িক হোমো স্যাপিয়েন্স দের উদ্ভব ঘটেছিল আনুমানিক ৪০০, ০০০ থেকে ২৫০,০০০ পূর্বের সময়কালের মধ্যে। আর্কায়িক বলতে হোমো স্যাপিয়েন্সদের প্রাচীনতম সদস্যদের বোঝানো হয় যারা প্রজাতিগত দিক দিয়ে এক হলেও আধুনিক মানুষের চেয়ে কিছু ক্ষেত্রে পৃথক ছিল।

দেহের অভ্যন্তরীন গড়নের দিক থেকে সম্পূর্ণ আধুনিক মানুষের উদ্ভব নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বর্তমানে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য অনুকল্প হচ্ছে আউট অফ আফ্রিকা বা আফ্রিকা থেকে বহির্গমন অনুকল্প যার সারকথা হচ্ছে আমরা আফ্রিকাতে উদ্ভূত হওয়ার পর আনুমানিক ৫০,০০০-১০০,০০০ বছর পূর্বে বিভিন্ন মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতির সময়টাতেই এশিয়া থেকে হোমো ইরেক্টাস এবং ইউরোপ থেকে নিয়ানডার্টালরা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এ বিষয়ে আরেকটি ভিন্ন অনুকল্প হচ্ছে আনুমানিক ২৫ লক্ষ বছর পূর্বে ইরেক্ট বা এরগ্যাস্টরা আফ্রিকা থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল তাদের উত্তরপুরুষ হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পৃথক পৃথক ভাবেই আমাদের মানব জাতির উৎপত্তি ঘটেছে তবে ভৌগলিকভাবে পৃথক সেসব হোমো দের মধ্যে অন্তঃপ্রজনন সম্ভব ছিল। প্রতিনিয়তই মানব বিবর্তন সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য জানা যায়।

বিবর্তন বিশ্লেষন

বিবর্তন হচ্ছে একটি জীববৈজ্ঞানিক ধারণা যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে জীবের গাঠনিক এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ক্রমপরিবর্তনকে বুঝায়। কোন জীবের বংশধরদের মাঝে যে জিনরাশি ছড়িয়ে পড়ে তারাই বংশপ্রবাহে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে। জিনের পরিব্যক্তির মাধ্যমে জীবের নির্দিষ্ট কোন বংশধরে নতুন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হতে পারে বা পুরনো বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটতে পারে। যদিও একটি প্রজন্মে জীবের বৈশিষ্ট্যের যে পরিবর্তন সাধিত হয় তা খুবই সামান্য। কিন্তু কালক্রমে জীবগোষ্ঠীতে সেই পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য হয়ে দেখা দেয় এবং এমনকি একসময় তা নতুন প্রজাতির উদ্ভবেরও কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যকার দৃশ্যমান বিভিন্ন অঙ্গসাংস্থানিক এবং জিনগত সাদৃশ্যগুলো একটা ধারণা দেয় যে আমাদের পরিচিত সকল প্রজাতির প্রাণীই এক ধারাক্রমিক পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে ধীরে ধীরে উৎপত্তি লাভ করেছে।বিবর্তনের ভিত্তি হচ্ছে বংশপরম্পরায় জিনের সঞ্চারণ। যা একটি জীবের বংশগতভাবে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর জন্য দায়ী তা-ই জিন। এই জিনগুলোর বিভিন্নতার কারণে একটি জীবগোষ্ঠীর বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে বংশগত বৈশিষ্ট্যে পার্থক্য বা প্রকরণ সৃষ্টি হয়।

বিবর্তন মূলত দুটি বিপরীত নিয়ামকের ফলঃ একটি প্রক্রিয়ায় ক্রমাগতভাবে নতুন প্রকরণ সৃষ্টি হয় আর অন্যটির প্রভাবে এই প্রকরণগুলোর কোন কোনটির সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং কোন কোনটির সংখ্যা হ্রাস পায়। নতুন প্রকরণ উৎপন্ন হয় দুটি প্রধান উপায়েঃ ১। জিনগত মিউটেশন বা পরিব্যপ্তির মাধ্যমে এবং ২। বিভিন্ন জীবগোষ্ঠী বা প্রজাতির মধ্যে জিনের স্থানান্তরের মাধ্যমে। জিনেটিক রিকম্বিনেশনের মাধ্যমেও নতুন বৈশিষ্ট্যসূচক জিন তৈরি হয় যা জীবগোষ্ঠীর মধ্যকার প্রকরণ বৃদ্ধির অন্যতম কারন।দুটি প্রধান করণকৌশল নির্ধারণ করে কোন একটি ভ্যারিয়্যান্টের সংখ্যা বাড়বে কি কমবে। একটি হচ্ছে প্রাকৃতিক নির্বাচন যে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে একদিকে একটি জীবগোষ্ঠীর অস্তিত্বের অনুকূল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সদস্য বা ভ্যারিয়্যান্টের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও কালক্রমে তা ওই জীবগোষ্ঠীর সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয় এবং অন্যদিকে ক্ষতিকর বা কম সুবিধাদায়ক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ভ্যারিয়্যান্টদের সংখ্যা হ্রাস করে ফলে সেই ভ্যারিয়্যান্টগুলো ধীরে ধীরে বিরল হয়ে যায়। তার কারণ হচ্ছে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাপেক্ষে সুবিধাজনক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সদস্যগুলো অধিককাল বেঁচে থাকে এবং অধিক সংখ্যক সন্তান জন্ম দিতে পারে। ফলে বংশপরম্পরায় সেই বৈশিষ্ট্যগুলো বংশগতভাবে পরবর্তী প্রজন্মগুলোতে বেশি পরিমাণে সঞ্চারিত হয়। প্রজন্মান্তরে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ছোট ছোট দৈব পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক বৈশিষ্ট্যগুলো ক্রমান্বয়ে জীবগোষ্ঠীতে প্রকট হয়ে দেখা দেয় এবং এভাবে সেই জীবগোষ্ঠী তার পরিবেশের সাথে অভিযোজিত হয়। বিবর্তনের আরেকটি প্রধান করণকৌশল হচ্ছে জিনেটিক ড্রিফট; যে স্বাধীন পদ্ধতিতে গোষ্ঠীস্থিত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতির হার দৈবাৎ পরিবর্তিত হয়।

বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সময় প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে বিবর্তন সংঘটিত হয়। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বিবর্তনকে ব্যাখ্যাকারী তত্ত্বগুলোকে তারা যাচাই করে দেখেছেন যে সেগুলোর উন্নয়ন সাধন করেছেন এবং এখনও করে যাচ্ছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানের গবেষণা শুরু হয়েছিল যখন ফসিল রেকর্ড আর প্রাণীবৈচিত্র্যের ভিত্তিতে অধিকাংশ বিজ্ঞানীই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে সময়ের সাথে সাথে জীব প্রজাতি ক্রমশ পরিবর্তিত হয়েছে। তবে বিবর্তন সংঘটিত হওয়ার প্রক্রিয়াটি অস্পষ্ট বা বলতে গেলে অজানাই রয়ে যায় যতদিন না চার্লস ডারউইন এবং আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস পৃথক পৃথকভাবে তাদের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব উপস্থাপন করলেন। ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী বই On The Origin Of Species এর মাধ্যমে ডারউইন যখন প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব প্রচার করলেন তখনই তা বৈজ্ঞানিক মহলে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পায় এবং সর্বসাধারণ কর্তৃক সমাদৃত হয়। তারও অনেক পরে ১৯৩০সালের দিকে ডারউইনীয় প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের সাথে মেন্ডেলীয় বংশগতিবিদ্যার মেলবন্ধনে প্রতিষ্ঠিত হয় বিবর্তনের আধুনিক সংশ্লেষণী তত্ত্ব যা প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং মেন্ডেলীয় জেনেটিক্সের সাহায্যে সমন্বিতভাবে বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করে। সেই শক্তিশালী এবং ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম তত্ত্বটি আজ আধুনিক জীববিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় মূলতত্ত্বে পরিণত হয়েছে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই পৃথিবীতে প্রাণিবৈচিত্র্যের একমাত্র বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যারূপে। সে জন্যই জীববিজ্ঞানী এবং বংশগতিবিদ কলম্বিয়া এবং রকফেলার ইউনিভার্সিটি ও ক্যালিফোর্নিয়া ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজির অধ্যাপক থিওডসিয়াস ডবঝানস্কি উল্লেখ করেছেন যে, যেমন বনমানুষ প্রাচীন বিশ্বের মানবাকৃতি স্তন্যপায়ী আরও সুনির্দিষ্টভাবে একটি লেজহীন বনমানুষ যারা জীববিজ্ঞানের সুপারপরিবারের হোমানোইডেয়া অধিগোত্রের অন্তর্গত। এরা আফ্রিকা এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার স্থায়ী বাসিন্দা। বনমানুষরা সবচেয়ে বড় আকারের স্তন্যপায়ী এবং ওরাং ওটাং যা সর্বৃহত বৃক্ষবাসী প্রাণী। হোমিনয়ডরা ঐতিহ্যগতভাবে বন অধিষ্ঠাতা যদিও শিম্পাঞ্জীদের সমতলভূমিতে দেখা যায় এবং তাছাড়াও তাদের অঙ্গসংস্থানবিদ্যা থেকে অনুমান করা হচ্ছে যে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া অস্ট্রেলোপিথেকাসরাও সম্ভবত সমভূমি অধিবাসীরা ছিল। মানুষকে প্রায় সব স্থলজ বাসস্থান বসবাস করতে দেখা যায়।হোমানোইডেয়া প্রজাতি বাসকারীর দুই পরিবারের রয়েছেঃ হ্যলোবাটিডায় গোত্রের ৪টি গণ এবং ১৬টি দীর্ঘ বাহু বানর বিশেষ প্রজাতি রয়েছে। তাদেরকে সাধারণত অপরিণত বনমানুষ হিসাবে উল্লেখ করা হয়।হোমিনিডেই ওরাং ওটাং, গরিলা, শিম্পাঞ্জী, বোনোবো এবং মানবের গঠিত। অথবা, হোমিনিডেই পরিবার সমষ্টিগতভাবে বড় বনমানুষ হিসাবে বর্ণনা করা হয়।ওরাং ওটাং গোত্রের দুইটি অদ্যাপি প্রজাতি, গরিলা গোত্রের দুইটি প্রজাতি এবং মানব গোত্রের একটি একক হোমো স্যাপিয়েন্স অদ্যাপি প্রজাতি রয়েছে। ওরাং ওটাং একজাতীয় লেজবিহীন বানরবিশেষ। তাদের শরীরে লাল কিংবা বাদামী বর্ণের লোম থাকে। পৃথিবীতে মাত্র দুই প্রজাতির ওরাং ওটাং দেখা যায়। দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার বনাঞ্চলে তাদের আবাসস্থল। বর্তমানে খুব কমসংখ্যক ওরাং ওটাং রয়েছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে বনাঞ্চল উজাড় হয়ে যাওয়াই তার প্রধান কারণ। সিঙ্গাপুর চিড়িয়াখানায় ওরাং ওটাংকে প্রদর্শনীর জন্য রাখা হয়েছে।ওরাং-ওটাং নামটি দুটি মালয় শব্দ ওরাং এর অর্থ ব্যক্তি এবং হুটান এর অর্থ বন শব্দ থেকে এসেছে যার সম্পূর্ণ অর্থ দাঁড়ায় বনের ব্যক্তি বা বনের মানুষ বা বনমানুষ। এরা যেমন লম্বা তেমন শক্তিশালীও। এরা খুব দ্রুত এবং নিখুঁতভাবে গাছে চড়তে পারে। তবে সুমাত্রা এলাকার ওরাং ওটাংগুলো বোর্নিয়ার ওরাং ওটাংয়ের তুলনায় আকারে ছোট এবং লোম অধিক ঘন। ব্যাপক সংখ্যায় বন নিধনের প্রেক্ষাপটে তাদের সংখ্যা দ্রুত কমে যাচ্ছে এবং বিপন্ন প্রজাতির তালিকার দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে।

গরিলা হচ্ছে প্রাইমেটদের মধ্যে আকৃতিতে বৃহত্তম।এরা প্রাইমেট পরিবারের এক ধরণের তৃণভোজী মাটিতে বসবাসরত প্রাণী। এদের বাস আফ্রিকা মহাদেশের জঙ্গলে।গরিলাদেরকে দুইটি প্রজাতিতে ভাগ করা হয়। মানুষের সাথে গরিলার ডিএনএ-এর প্রায় ৯৭-৯৮ু মিল রয়েছে। শিম্পাঞ্জিদের পরে এরাই মানুষের নিকটতম সমগোত্রীয় প্রাণী।গরিলারা নিরক্ষীয় বা উপনিরক্ষীয় বনাঞ্চলে বাস করে। পাহাড়ী গরিলা আফ্রিকার আলবার্টাইন রিফ পর্বতে বাস করে, সমুদ্রসমতল হতে যে এলাকার উচ্চতা প্রায় ২২২৫ হতে ৪২৬৭ মিটার। সমতলের গরিলারা ঘন জঙ্গলে বাস করে।

যেসব ঘটনা সিপাহিদের এত বড় বিদ্রোহের দিকে ঠেলে দিয়েছিল

সৌমিত্র শুভ্র

১৮৫৭ সালের ২৯শে মার্চের বিকেল, ব্রিটিশ ভারতের দেশীয় সেনাদের প্রশিক্ষণ চলছিল ব্যারাকপুরের সেনানিবাসে।

প্রশিক্ষণে ব্যবহার করা হচ্ছিল ‘বিতর্কিত’ এনফিল্ড রাইফেল।

একজন সিপাহি প্রশিক্ষণের সময় চর্বিযুক্ত কার্তুজ ব্যবহারে অস্বীকৃতি জানান। তাকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করলে বিক্ষুব্ধ হয়ে ইংরেজ অফিসারকেই গুলি করে বসেন।

সেই সিপাহির নাম মঙ্গল পাণ্ডে। লেফটেন্যান্ট বফকে গুলি করার সময় সৈনিকদের কেউ কেউ তাকে আটকানোর চেষ্টা করলেও বাকিরা মঙ্গল পাণ্ডের পক্ষ নেন। পাঠ্যপুস্তক, ইতিহাসের বই আর চলচ্চিত্রের কল্যাণে এই গল্পটা প্রায় সবারই জানা। এই ঘটনার দেড় মাসের মধ্যে সিপাহি বিদ্রোহ শুরু হয়। ১০ই মে ব্রিটিশ ভারতের আরেক অংশে, মিরাটে চূড়ান্ত বিদ্রোহের আগে আরও অনেক গল্পের বিস্তার ঘটতে থাকে। তারই একটির বিবরণ পাওয়া যায় সেই সময়ের ব্রিটিশ লেখক জর্জ ডডের লেখায়। কলকাতার কাছাকাছি দমদমে একটি অস্ত্রাগারের ঘটনা এটি।

দ্বিতীয় বেঙ্গল গ্রেনেডিয়ার্সের একজন নিম্ন বর্ণের হিন্দু কর্মচারী, একজন উচ্চ বর্ণের সেপাইয়ের কাছে লোটা (পানির পাত্র) চান। নিম্নবর্ণের হিন্দুর স্পর্শে লোটা ‘অশুদ্ধ’ হয়ে যাবে এমন “শঙ্কায়” আপত্তি জানান ব্রাহ্মণ সিপাহি।

এই প্রত্যাখ্যানে ক্ষুব্ধ হয়ে অপরজন জবাব মন্তব্য করেন, বর্ণ নিয়ে গর্ব করার কিছু নেই।

“কয়েকদিন সবুর করো, সাহেবরা যে শুয়োর ও গরুর চর্বি দিয়ে টোটা তৈরি করছে, তা যখন দাঁত দিয়ে কাটতে হবে, তখন দেখব তোমাদের জাত কোথায় থাকে?”

সেই লোটাপ্রার্থীর মুখের সংলাপটি বাঙালি লেখক প্রমোদ সেনগুপ্ত তার ‘ভারতীয় মহাবিদ্রোহ’ বইয়ে এভাবেই উদ্ধৃত করেছেন।

মি. সেনগুপ্ত জানাচ্ছেন, “এই রূঢ় বাক্য এক ব্যারাক থেকে আর এক ব্যারাকে, এক স্থান থেকে আর এক স্থানে, দেখতে দেখতে সমস্ত দেশময় ছড়িয়ে পড়ল।” বিবিসি বাংলার খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল অনুসরণ করুন। ঘটনাগুলোর বয়ানে মনে হতে পারে চর্বি মিশ্রিত টোটাই বুঝি সিপাহি বিদ্রোহের মূল কারণ।

কিন্তু এর পেছনে আরো অনেকগুলো কারণ এসে জমা হয়েছিল। যা সিপাহি তো বটেই সাধারণ মানুষের মনেও ক্ষোভ-হতাশার উদ্রেক করে।

ইতিহাসবিদ অধ্যাপক রমেশ চন্দ্র মজুমদার (আর. সি. মজুমদার) ভারতীয়দের ব্রিটিশ বিরোধিতায় ধর্মীয় উদ্বেগকে স্থান দিয়েছেন তৃতীয় কারণ হিসেবে। প্রথমত রাজনৈতিক কারণই মুখ্য বলে মনে করেন তিনি। এরপরের কারণটি অর্থনৈতিক। আর চতুর্থ কারণ হিসেবে মি. মজুমদার উল্লেখ করেছেন ভিনদেশিদের বিরোধিতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সহজাত আদিম প্রবৃত্তিকে। কার্তুজে গরু-শূকরের চর্বি: গুজব নাকি সত্যি? ইতিহাসবিদদের অনেকেই কার্তুজের বিষয়টির সঙ্গে গুজব শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক রতন লাল চক্রবর্তী তার “সিপাহি যুদ্ধ ও বাংলাদেশ” বইয়ে লিখেছেন, “দমদম, আম্বেলা ও শিয়ালকোটে ‘এনফিল্ড’ রাইফেলের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ সময় গুজব রটে যে চর্বি মাখানো কার্তুজের মধ্যে গরু ও শুকরের চর্বি রয়েছে।” বাংলাদেশে প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যবইয়েও সেই সময়ে চর্বি সংক্রান্ত গুজবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ের ব্রিটিশ শাসন অধ্যায়ে সিপাহি বিদ্রোহের কয়েকটি কারণের অন্যতম- কামান ও বন্দুকের কার্তুজ পিচ্ছিল করার জন্য গরুর এবং শূকরের চর্বি ব্যবহারের গুজব নিয়ে ধর্মীয় অশান্তি তৈরি। ব্রিটিশ ভারতের একজন সেনা কর্মকর্তা স্যার জন উইলিয়াম কায়ে সিপাহি বিদ্রোহ নিয়ে লিখেছেন ‘আ হিস্ট্রি অফ দ্য সেপয় ওয়ার ইন ইন্ডিয়া’। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন, শূকরের চর্বি সরবরাহ করা না হলেও গরুর চর্বি যে ব্যবহার করা হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। “কী ধরনের চর্বি ব্যবহার করা হচ্ছে, তা নিয়ে অর্ডন্যান্স ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে কোনো তথ্যও জানানো হয়নি।” স্যার জন উইলিয়াম লিখেছেন, “ছাগল বা ভেড়ার চর্বি ব্যবহার করলে ধর্মনাশের অভিযোগটা এড়ানো যেত। কিন্তু, অস্ত্র কারখানার কর্তাব্যক্তিরা ইংল্যান্ড থেকে পাঠানো ফর্মুলা অনুসরণকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল।” ‘ফলে, সিপাহিগণ এই কার্তুজের প্রবর্তনকে পরিকল্পিতভাবে হিন্দু মুসলমান উভয়ের ধর্ম নষ্ট করার প্রয়াস বলে মনে করে, লিখেছেন অধ্যাপক চক্রবর্তী। তবে সেবারই প্রথম কার্তুজের ব্যবহার নিয়ে অসন্তোষ দেখা দেয় তা নয়।

সমসাময়িক সাংবাদিক ও লেখক জর্জ ডড লেখা বইটির নাম “দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য ইন্ডিয়ান রিভোল্ট অ্যান্ড অফ দ্য এক্সপেডিশনসটু পারসিয়া, চায়না অ্যান্ড জাপান”। এ বইয়ে জর্জ ডড জানাচ্ছেন, ১৮৫৩ সালের নথি বলছে ভারতে নিযুক্ত কমান্ডার ইন চিফ, বেঙ্গল আর্মির অ্যাডজুটেন্ট জেনারেলকে একটি চিঠি লিখেছিলেন।

চিঠির বিষয়বস্তু ছিল কার্তুজ ব্যবহারের সঙ্গে দেশীয় সৈনিকদের সংস্কারের সংঘাত নিয়ে যেন গভর্নর জেনারেলকে অবহিত করা হয়। এক পর্যায়ে, চর্বির বদলে অন্য যে কোনো গ্রিজ ব্যবহার করা যাবে এবং মুখের বদলে হাত দিয়ে ছিড়েও টোটা ব্যবহার করা যাবে এমন নির্দেশনা দেয়া হয়। তাতে, উল্টো সন্দেহ ঘনীভূত হয় সিপাহিদের মধ্যে। বিদ্রোহের দিনপঞ্জি ১৮৫৭ সালের ১০মে দিনটি ছিল রোববার। “ভারতীয় মহাবিদ্রোহ” বইয়ে বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশের জেলা মিরাটের সেদিনের একটি দৃশ্যকল্প এঁকেছেন প্রমোদ সেনগুপ্ত। চতুর্দিকে মিরাটের জনসাধারণের মধ্যে খুব উত্তেজনা; সর্বত্রই বন্দীদের কথাই আলোচনা হচ্ছিল। বাজারে কিম্বা রাস্তায় কোনো সিপাহিকে দেখলেই তারা তাদের জিজ্ঞাসা করছিল- তারা ফিরিঙ্গীদের স্পর্ধা ও অপমানের প্রতিশোধ নেবে কি না।’ যে অপমানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটি ঠিক আগের দিনের ঘটনা। জন উইলিয়াম কায়েসহ অন্যান্যদের বইয়েও ঘটনাটির বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

৮৫ জন দেশি সিপাহিকে চর্বি মেশানো কার্তুজ ব্যবহার করতে রাজি না হওয়ায় বন্দী করার পর বিচারে সাজা দেয়া হয় আটই মে। নয় তারিখে তাদের ইউনিফর্ম খুলে পায়ে লোহার বেড়ি পরিয়ে ‘শহরের মধ্য দিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে মার্চ করিয়ে মিরাট জেলে নিয়ে যাওয়া হয়’।

বাকি দিনটা নিরুত্তাপেই পার হয়েছিল বলে জানাচ্ছেন ইতিহাসবিদরা। কিন্তু, পরদিন সন্ধ্যায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। সূর্যাস্তকালে ইংরেজরা রবিবারের প্রার্থনার জন্য যখন গির্জায় এসে জড়ো হতে লাগল, এমন সময় হঠাৎ বন্দুকের গুলির আওয়াজে তারা চমকে উঠল,’ লিখেছেন মি. সেনগুপ্ত।

এই আওয়াজের মুহূর্ত থেকেই শুরু হলো ১৮৫৭’র সশস্ত্র ভারতীয় জাতীয় বিদ্রোহ।’ সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে সৈনিকরা চলে যান মিরাট জেলে। দুইদিন আগে বিচারে দণ্ডপ্রাপ্ত ৮৫ জনসহ বন্দি প্রায় চার হাজার কয়েদিকে মুক্ত করে দেন তারা।

এরপর তারা দিল্লির দিকে অগ্রসর হন। মিরাট থেকে দিল্লির দূরত্ব ৪০ মাইলের মতো। সিপাহিরা সেখানে অবস্থানরত বাহাদুর শাহ জাফরকে পুনরায় সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন। অধ্যাপক রতন লাল চক্রবর্তী সেই সময়ের সেনা কর্মকর্তা ও লেখক জর্জ ব্রুস ম্যালেসনের একটি পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন। ম্যালেসন ভারতের তিনজন প্রধান চরিত্রকে যুদ্ধের নেতা হিসেবে শনাক্ত করেন যারা ছিলেন রাজ্য ও অধিকারচ্যুত রাজন্যবর্গ। এরা হলেন পেশোয়ার দত্তকপুত্র মারাঠা নেতা নানা সাহেব, মুসলমানদের ধর্মীয় নেতা মৌলভি আহমেদউল্লাহও ঝাঁসির রানি লক্ষ্মী বাঈ এমন দেশি “রাজন্যবর্গের” নেতৃত্বাধীন এলাকাসহ ভারতের বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহে সিপাহিদের পাশাপাশি কোনো কোনো জায়গায় সাধারণ মানুষ এমনকি কৃষকেরাও অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল, যদিও বিদ্রোহে তাদের এই অবদান অনেকেই ভুলে গেছে বলে অভিমত ইতিহাসবিদদের।

উদাহরণ হিসেবে, মিরাট জেলারই বিজরৌল নামের একটি গ্রামের শাহ মাল নামে এক জমিদারের কথা বলা যায়। সেই সময়ের ঘটনাবলী নিয়ে কাজ করা গবেষক সুনায়না কুমার বিবিসিতে এক প্রবন্ধে লেখেন, 'প্রায় ৮৪টি গ্রামের হাজার হাজার কৃষককে মাঠ ছেড়ে হাতে অস্ত্র তুলে নিতে সাহস জুগিয়েছিলেন শাহ মাল।’

স্বাধীনতা সংগ্রাম নাকি নিছকই বিদ্রোহ? ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের প্রকৃতি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। এটি ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ নাকি নিছকই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির “অব্যবস্থাপনা”র বিরুদ্ধে সমাজ ও সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ের ক্ষোভের সম্মিলিত বহিঃপ্রকাশ তা নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে প্রচুর যুক্তি ও তর্ক-বিতর্ক রয়েছে। দার্শনিক কার্ল মার্কস ও ফ্রেডেরিক এঙ্গেলসব্রিটিশ ভারতের ১৮৫৭ থেকে ১৮৫৯ সময়কালকে কেন্দ্র করে নিউ ইয়র্ক ডেইলি, ট্রিবিউনসহ বিভিন্ন পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। সেগুলোতে তারা উল্লেখ করেন, সিপাহি বিদ্রোহ ‘দ্য ফার্স ইন্ডিয়ান ওয়্যার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স’ বা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ।

আরেকজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী লেখক বিনায়ক সাভারকারও একে স্বাধীনতা যুদ্ধ বলেই অভিহিত করেছেন। ইতিহাসবিদ রতন চক্রবর্তী লিখেছেন, ‘সাভারকার যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, গ্রিজডকার্তুজের প্রচলন এই যুদ্ধের কারণ হলে কেন নানা সাহেব, ঝাঁসির রানি, দিল্লির সম্রাট ও রোহিলাখন্ডের খান বাহাদুর এই যুদ্ধে যোগদান করবেন?’ যদিও, ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার (আর সি মজুমদার) এবং আরো অনেক ইতিহাসবিদ এটিকে নির্মোহভাবে বিদ্রোহ হিসেবেই দেখতে চান। ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ছিল। কিন্তু, রাজনৈতিক লক্ষ্যের ব্যাপারটিকে অতটা গুরুত্ববহ হিসেবে দেখেন না তারা।

“হ্যাঁ, তারা মুক্ত হতে চেয়েছে। মুঘলদের কাছে তাদের শাসন ফেরত দিতে চেয়েছে। কিন্তু ইন্ডিয়া স্বাধীন হবে, নিজস্ব রাজত্ব হবে, এমন কোনো পরিকল্পনা তাদের ছিল না,” বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন বাংলাদেশি ইতিহাসবিদ অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন। “স্বতঃস্ফূর্তভাবে শুরু হয়ে ক্ষোভটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শেষ হয়েছে,” যোগ করেন তিনি। ঢাকা-চট্টগ্রামের পরিস্থিতি কেমন ছিল? বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডের এলাকাগুলোতে সিপাহি বিদ্রোহের ছাপ অপেক্ষাকৃত কম পড়েছিল বলে সেপয় মিউটিনি অ্যান্ড রিভল্ট অফ ১৮৫৭ বইয়ে মন্তব্য করেছেন ইতিহাসবিদ অধ্যাপক আর সি মজুমদার।

ঢাকা ও চট্টগ্রামের দুটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া, বাংলা কার্যত আক্রান্ত হয়নি।’ অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন বিবিসি বাংলাকে বলেন, ব্যারাকপুর থেকে যদিও শুরু হয়, বিদ্রোহের মূল কেন্দ্র ছিল উত্তর ভারত।’ খবরাখবর বিভিন্ন এসে পৌঁছালেও মূল কেন্দ্র থেকে দূরে হওয়ায় পূর্ববঙ্গের সাথে এগুলোর কোনো যোগ ছিল না, বলেন অধ্যাপক মামুন। তবে, বাংলাপিডিয়ায় অধ্যাপক রতন লাল চক্রবর্তী লিখেছেন, ‘চট্টগ্রাম ও ঢাকার প্রতিরোধ এবং সিলেট, যশোর, রংপুর, পাবনা ও দিনাজপুরের খণ্ডযুদ্ধসমূহ বাংলাদেশকে সর্তক ও উত্তেজনাকর করে তুলেছিল।’

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

পণ্য লোডিংঙে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ১৬.৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ১৬ জুন, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার গ্রাহকদের পরিষেবা দিতে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের ব্যবহারকারীদের কাছে সময়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত করতে একনিষ্ঠভাবে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করছে। সেজন্যই পণ্য লোডিঙের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ক্রমাগতভাবে অগ্রগতি লাভ করেছে। ২০২৪-এর মে মাসে বিভিন্ন পণ্যের ১.০৩৪ মিলিয়ন টন লোডিং পঞ্জীয়ন করা হয়েছে। যার ফলে বিগত বর্ষের একই সময়ের তুলনায় এই বৃদ্ধি ১৬.৮৩ শতাংশ। ২০২৪-এর মে মাসে কিছু অন্যান্য সামগ্রীর লোডিঙের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বর্ষের একই সময়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নথিভুক্ত করা হয়েছে। ওই মাসে, খাদ্য শস্যের লোডিঙের ক্ষেত্রে ৫৭.৭ শতাংশ, সিমেন্ট লোডিঙের ক্ষেত্রে ১২২.২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী বর্ষের একই সময়ের তুলনায় কনটেনার লোডিঙের ক্ষেত্রে ৩৩.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি পিওএল লোডিং ৬৯.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত অর্থ বর্ষের একই সময়ের তুলনায় কাঠ ও ব্যালাস্টের মতো বিভিন্ন সামগ্রী লোডিঙের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৬৬.৭ এবং ৩৮.৮ শতাংশ বৃদ্ধি নথিভুক্ত করা হয়েছিল।বর্তমান অর্থবর্ষের গত দুই মাসে অর্থাৎ এপ্রিল ও মে মাসে সিমেন্ট লোডিং ১৪ শতাংশ, খাদ্য শস্য লোডিং ৪১.৫ শতাংশ, সার লোডিং ২৯.২ শতাংশ, পিওএল লোডিং ৫৬.৩ শতাংশ এবং কনটেনার লোডিং ৩৩.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। অবশেষে, বছরের পর বছর ধরে পণ্য লোডিং বৃদ্ধি পাওয়াটা অঞ্চলটির বর্ধিত অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ইঙ্গিত বহন করে। পণ্য লোডিঙে অগ্রগতির ফলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণের পণ্য রাজস্ব সৃষ্টি হয়েছে।

লখনউয়ে কারখানায় আগুন, হতাহতের খবর নেই

লখনউ, ১৬ জুন (হি. স.) : প্রায়ই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অগ্নিকাণ্ডের খবর সামনে আসছে। রবিবার দুপুরে উত্তর প্রদেশের লখনউয়ের বাজার খালা থানা এলাকার কাছে একটি লোহার কারখানায় ভয়াবহ আগুন লাগে। জানা যাচ্ছে, সেই সময় কয়েকজন কর্মী কারখানাতে কাজ করছিলেন, তাঁরা আগুন দেখে আতঙ্কে বাইরে বেরিয়ে আসেন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকল বাহিনী। যদিও হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে আগুন কীভাবে লাগল সেই বিষয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি।

স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে সুপার এইটে গেল অস্ট্রেলিয়া, সঙ্গে ইংল্যান্ডও

কলকাতা, ১৬ জুন (হি.স.): সমীকরণটা এরকমই ছিল। স্কটল্যান্ডকে হারাতে পারলেই অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ইংল্যান্ডও সুপার এইটে যাবে। সেটাই হল। অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ জিতে ইংল্যান্ডকে সঙ্গে নিয়ে অস্ট্রেলিয়াও সুপার এইটে গেল। স্কটিশদের ৫ উইকেটে হারাল তারা। এ নিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে টানা ৭ ম্যাচে জিতল অস্ট্রেলিয়া। হেরে বাদ পড়ল স্কটল্যান্ড।

বি' গ্রুপে সব ম্যাচ শেষে অজিদের পয়েন্ট ৮। ইংল্যান্ডের ৫, ৫ পয়েন্ট স্কটল্যান্ডেরও। তবে এই দু''''দলের সুপার এইট নির্ধারক হলো নেট রানরেট। ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা ৩.৬১১, স্কটল্যান্ডের নেট রানরেট দুইয়েরও কম।

প্রতিকূল আবহাওয়ায় সিকিমে থমকে গেল পর্যটকদের উদ্ধারকার্য্য

গ্যাংটক ১৬ জুন (হি. স.) : ক্রমাগত প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত সিকিম। গত তিনদিন ধরেই ভয়াবহ পরিস্থিতি এই পাহাড়ি রাজ্যের। এখনও ফুঁসছে তিস্তা নদী। নামেনি জলস্তর। শনিবার রাত থেকে পাহাড়ি রাস্তায় নতুন করে একের পর এক ধসের খবর মিলেছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক সহ সিকিমের একাধিক জায়গায়। সিকিম সহ দার্জিলিং, কালিম্পং, ডুয়ার্স অঞ্চলে বৃষ্টি কমার নামই নেই। গত ২৪ ঘণ্টায় সিকিমে ১৯৪ মিমি বৃষ্টি হয়েছে। ফলে থমকে রয়েছে উদ্ধারকাজ।

রবিবার সকাল থেকে আকাশের মুখ ভার। অবিরাম বৃষ্টি হয়ে চলেছে সিকিমে। পরিস্থিতি এতটাই উদ্বেগজনক যে, সাময়িক ভাবে বন্ধ করে দিতে হয়েছে সিকিমের 'লাইফলাইন' হিসাবে পরিচিত ১০ নম্বর জাতীয় সড়কও। লাগাতার বর্ষণ ও ধসের কারণে এখনও আটকে রয়েছে সিকিমে ঘুরতে আসা প্রায় ১২০০ পর্যটক। আটকে পড়া পর্যটকদের নাজেহাল অবস্থা কাটার কোনও দিশা দেখা যাচ্ছে না। সড়কপথ ধস ও চলাচলের রাস্তা ধসে যাওয়ার কারণে হেলিকপ্টারে পর্যটকদের উদ্ধার করার কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু রবিবার খারাপ আবহাওয়ার কারণে পর্যটকদের নিরাপদ জায়গায় তুলে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া থমকে গিয়েছে। বিকল্প হিসাবে যে সড়কপথে পর্যটকদের নামিয়ে আনার কথা ভাবা হয়েছিল, তা আপাতত হচ্ছে না। ফলে, আরও বেশি করে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন আটকে থাকা পর্যটকরা। আবহাওয়া অনুকুলে না আসা পর্যন্ত কোনওভাবেই কপ্টারে উদ্ধারকার্য চালানো সম্ভব হবে না বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর। পর্যটকরা মূলত আটকে আছেন উত্তর সিকিমের লাচুং, চুংথাম, জঙ্গুতে। রবিবারও আবহাওয়া প্রতিকূল থাকার কারণে আকাশপথে উদ্ধার করা সম্ভব না হওয়ায় এখন অপেক্ষা সোমবারের। সোমবার বৃষ্টি কমলে এবং পরিস্থিতির একটু উন্নতি হলে নতুন করে উদ্ধারকাজ আরম্ভ করা হবে।

অস্ত্রোপচারের পর শারীরিকভাবে স্থিতিশীল রয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ জুন (হি. স.) : অস্ত্রোপচারের পর শারীরিকভাবে স্থিতিশীল রয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার সকালে কলকাতায় বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর ছোট অস্ত্রোপচার হয়েছে। তবে তাঁর কী ধরনের অস্ত্রোপচার হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। হাসপাতালের তরফে বুলেটিনে প্রকাশ করে অভিষেকের শারীরিক অবস্থার কথা জানানো হয়। পরে বিকেল নাগাদ তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। হেঁটে গিয়েই গাড়িতে ওঠেন তিনি।

গত বুধবার এক্স হ্যান্ডেলে অভিষেক জানিয়েছিলেন, গত বছর এই সময় 'নবজোয়ার যাত্রা' করেছিলেন তিনি। এবার চিকিৎসার জন্য সংগঠন থেকে 'ছোট বিরতি' নিচ্ছেন। এর আগে অভিষেকের চোখে কয়েকবার অস্ত্রোপচার হয়েছে। ২০১৬ সালের অক্টোবরে মুর্শিদাবাদে এক দলীয় কর্মীসভা থেকে ফেরার সময় পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছিলেন অভিষেক। সিঙ্গুরের কাছে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়িতে আচমকা ধাক্কা মেরে উলটে যায় তাঁর গাড়ি। দুমড়ে যাওয়া গাড়ি থেকে অভিষেককে উদ্ধার করা হয়েছিল অচৈতন্য অবস্থায়। সেই দুর্ঘটনাতে সাংসদের বাঁ চোখের নীচে অরবিটাল বোন ভেঙে যায়। এরপর থেকে তিনি দীর্ঘদিন ওই চোখ নিয়ে সমস্যায় ভুগছিলেন। চিকিৎসার কারণে তাঁকে একাধিক বার দুবাইও যেতে হয়েছিল।

জগন্নাথ রিক্রিয়েশন ফোরামের উদ্যোগে আয়োজিত গঙ্গা পূজার সূচনা করেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। নিজস্ব ছবি।

মুম্বাই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব-২০২৪ (এমআইএফএফ)-এ প্রথম 'ডকুমেন্টারি ফিল্ম বাজার' এর উদ্বোধন

মুম্বাই, ১৬ জুন : অষ্টাদশ মুম্বাই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে (এমআইএফএফ) প্রথবারের মত সূচনা হল 'ডকুমেন্টারি ফিল্ম বাজারের'ঊ যা দক্ষিণ এশিয়ার নন-ফিচার সিনেমার প্রধান মঞ্চ এমআইএফএফ-এর এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইলঊ

ডকুমেন্টারি ফিল্ম বাজারের লক্ষ্য মূলত চলচ্চিত্রের নির্মাতা, ক্রেতা, অর্থলগ্নিকারী, সহযোগী সবার জন্য এক মঞ্চের সুযোগ দিয়ে ডকুমেন্টারি চলচ্চির্তরে শিল্পের প্রসার ঘটানোঊ এই উদ্ভাবনী উদ্যোগটি ১৬ থেকে ১৮ জুন ২০২৪ পর্যন্ত এনএফডিসি চত্ত্বরে হচ্ছেঊ যে উদ্যোগ বিশ্বের ১০টি দেশ থেকে ২৭টি ভাষায় ২০০ টির বেশি প্রজেক্টকে আকৃষ্ট করতে পেরেছেঊ

ডকুমেন্টারি ফিল্ম বাজারের উদ্বোধন করেছেন চলচ্চিত্র প্রযোজক শ্রীমতি অপূর্বা বক্সিঊ উপস্থিত ছিলেন এমআইএফএফ উৎসবের ডিরেক্টর তথা এনএফডিসি'র ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী পৃথুল কুমার, পিআইবি'র (পশ্চিম জোন) এডিজি শ্রীমতি স্মিতা বৎসশর্মা সহ অন্যরাঊ

উদীয়মান চলচ্চিত্র নির্মাতাদের উদ্দেশ্যে শ্রীমতী অপূর্ব বকশী বাজারের সুযোগগুলি কাজে লাগানোর আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'আসুন আমরা এখানে থাকাকালীন নতুন ধারণা, সম্ভাবনা এবং সহযোগিতা খুঁজে বের করি, মতবিনিময় করি এবং অন্বেষণ করিঊ"

ডকুমেন্টারি ফিল্ম বাজারে মূলত তিনটি বিষয় থাকছে:

সহ-প্রযোজনা বাজারঃ ১৬টি প্রকল্প সমন্বিত এই বিভাগটি চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সম্ভাব্য সহযোগী, প্রযোজক, সহ-প্রযোজক এবং বিশ্বজুড়ে অর্থায়নকারীদের সাথে সংযুক্ত করে।

ওয়ার্ক-ইন-প্রগ্রেস (ডব্লিউআইপি) ল্যাবঃ এই বিভাগে ছয়টি বিষয় আছেঊ এই পরীক্ষাগারটিতে চলচ্চিত্রগুলিকে পরিমার্জন করে আরও ভালো করার জন্য পেশাদারদের কাছ থেকে অমূল্য মন্তব্য এবং পরামর্শ পাওয়ার সুযোগ তৈরি করবে।

ভিউইং রুমঃ যা মূলত প্রতিনিধি ও দর্শকদের সামনে ১০৬টি সম্পূর্ণ তথ্যচিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র এবং অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র উপস্থাপিত করার স্থানঊ যার মাধ্যমে আসবে বিতরণের চুক্তি এবং অর্থায়নের সুযোগঊ

এগুলো ছাড়াও ডকুমেন্টারি ফিল্ম বাজার 'উন্মুক্ত ক্রেতা-বিক্রেতার আলোচনা'র সুযোগ প্রদান করেঊ প্রতিষ্ঠিত পেশাদার এবং উদীয়মান প্রতিভার মধ্যে সহযোগিতাকে উৎসাহিত করে এই ডকুমেন্টারি ফিল্ম বাজার একটি আলোচনা ও মত বিনিময়ের কেন্দ্র হতে চায়।

চলচ্চিত্র নির্মাতাদের বক্তব্য তুলে ধরতে এবং আকর্ষণীয় গল্পগুলিকে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের সামনে নিয়ে আসতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ডকুমেন্টারি ফিল্ম বাজার। এখানে অংশগ্রহণকারীরা বাজারের বর্তমান প্রবণতা, বাজারের চাহিদা, বিতরণ কৌশল এবং দর্শকদের পছন্দ সম্পর্কে মূল্যবান জ্ঞান অর্জন করবে এবং শিল্প বিশেষজ্ঞরা এখানে প্রকল্পগুলিকে সম্পূর্ণ সম্ভাবনা অর্জনে সহায়তা করার জন্য পরামর্শ ও মন্তব্য জানাবেনঊ ডকুমেন্টারি ফিল্ম বাজার-এর চত্বরে মহারাষ্ট্র ফিল্ম, স্টেজ এন্ড কালচারেল অর্গান্যাইজেশন কর্পোরেশন লিমিটেড, সিনেডাবস, আইডিপিএ সহ বিভিন্ন সংস্থার স্টল আছেঊ পর্যন্ত মন্ত্রকের পক্ষ থেকে শ্রীলংকা, বেলারুশ, ইরান, আর্জেন্টিনার মত দেশগুলোর জন্যও স্টলের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছেঊ

শনিবার উদ্বোধন হলো স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র, তথ্যচিত্র এবং অ্যানিমেশন ফিল্মে সজ্জিত ১৮তম মুম্বাই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (এমআইএফএফ) এরঊ এই উৎসব নিয়ে তথ্য-সম্প্রচার মন্ত্রকের সচিব শ্রী সঞ্জয় জাজু সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, চলচ্চিত্রের প্রচার প্রসারই শুধুমাত্র এই উৎসবের উদ্দেশ্য নয়, বরঞ্চ বর্তমান সময় ও আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করা এবং নীতি-নির্ধারকদের এইসব ক্ষেত্রে সমাধানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াও এক উদ্দেশ্যঊ

সঞ্জয় জাজু বর্তমানে তথ্যচিত্র ও স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রের ক্রমবর্ধমান বাজারের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, "বিশ্বব্যাপী ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাজার আছে তথ্যচিত্রেরঊ যার একাধারে তথ্য জ্ঞাপন, অনুপ্রেরণা প্রদান ও আত্মসমীক্ষার পাশাপাশি বিনোদনের ক্ষমতা রয়েছেঊ এর পাশাপাশি আছে ভিএফএক্স বিভাগ, যেখানে আছে অ্যানিমেশনওঊ এটি একটি বড় মাপের শিল্প, যার অর্থনৈতিক ক্ষেত্র আমাদের দেশের ভেতরেও আছেঊ আমরা আনন্দিত যে, এই বিভাগটি এইবার মুম্বাই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের অঙ্গঊ"

ভিএফএক্স শিল্প এবং অ্যানিমেশনের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে হয়ে চলা অগ্রগতির উল্লেখ করে তিনি বলেন, ছোটা ভীম, চাচা চৌধুরীর মত ভারতীয় চরিত্রগুলো বিশ্বজুড়ে এখন পরিচিত হয়ে উঠেছেঊ যা প্রমাণ করে যে, ভারতীয় গল্প-কাহিনিগুলো বিশ্বকে অনুরণিত করার ক্ষমতা রাখেঊ তাই এসবের উদ্দেশ্য হচ্ছে, দেশের মধ্যেই অ্যানিমেশনের ক্ষেত্রে বৌদ্ধিক সম্পদের সৃষ্টি করা, যা অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারেঊ আমাদের অনেক নির্মাতার কাছে যা কল্পনাকে উদ্ভাসিত করার এক সুযোগঊ

সঞ্জয় জাজু জানিয়েছেন, এমআইএফএফ আগামী এক সপ্তাহ ধরে ৫৯টি দেশের ৬১টি ভাষায় ৩১৪টি চলচ্চিত্র প্রদর্শন করবেঊ যার মধ্যে ৮টি আছে বিশ্ব প্রিমিয়ার, ৫টি আন্তর্জাতিক প্রিমিয়ার, ১৮টি এশিয়া প্রিমিয়ার এবং ২১ টি ভারতীয় প্রিমিয়ারেরঊ উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শ্রীলংকা তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরবে, আর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হবে আর্জেন্টিনার সাংস্কৃতিক প্রতিভাঊ এমআইআইএফ শুধুমাত্র ভারতের নয়, বিশ্বের সমস্ত প্রান্তের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সামনে এক সুযোগ এনে দিচ্ছে বলে উল্লেখ করে তথ্য-সম্প্রচার সচিব বলেছেন, এই বছরের উৎসবটি স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য তাদের বিভিন্ন সৃষ্টির জন্য ক্রেতা, স্পনসর এবং সহযোগীদের খুঁজে বের করার এক 'ডক ফিল্ম বাজারে'র সূচনা করছে। এমআইআইএফ প্রথমবারের মত ড্যানিয়েল ভলকার পরিচালিত মিডফেস্ট ফিল্ম 'দ্য কমান্ডেন্ট'স শ্যাডো' বাছাই করেছে, যা উৎসবে এক অন্য মাত্রা এনে দিয়েছেঊ এই উৎসবে সবার সংযুক্তির ও অন্তর্ভুক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এনজিও 'স্বয়ম'-এর সহযোগিতায় দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিদেরও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছেঊ

তাছাড়া প্রথমবারের মত এবার মুম্বাই, কলকাতা, চেন্নাই, পুনে ও দিল্লি এই পাঁচটি শহরে একইসঙ্গে ছবির প্রদর্শন হবে এবং রেড কার্পেট অনুষ্ঠানও হবেঊ যার ফলে বিশ্বমানের চলচ্চিত্রগুলোর জাদু দেশজুড়ে চলচ্চিত্রপ্রেমীদের কাছে পৌঁছানো যাবেঊ

ভবিষ্যতের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের উৎসাহিত করার জন্য মন্ত্রকের প্রচেষ্টার বিশদ বিবরণ দিয়ে তথ্য-সম্প্রচার মন্ত্রকের সচিব বলেন, এফটিআইআই, এসআরএফটিআই এবং আইআইএমসি'র মতো শীর্ষস্থানীয় চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলির ছাত্রছাত্রীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে এ বছর গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদেরকে এই উৎসবে সংযুক্ত করার এবং বিখ্যাতদের কাছ থেকে শেখার সুযোগ পাবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এফটিআইআই'র ছাত্রছাত্রীদের স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র 'সানফ্লাওয়ার্স ওয়াজ দ্য ফার্স ওয়ানস টু নো' প্রদর্শিত হবে, যা এই বছরের ৭৭তম কান চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার জিতেছেঊ

সঞ্জয় জাজু বলেন, "আমরা এক বিশাল, বৈচিত্র্যময়, বহু ভাষার দেশঊ আর সব ভাষাতেই শিল্পের স্রষ্টারা আছেনঊ সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে এমন অনেক সিনেমা নির্মাতা আছেন, যাঁরা কোনও সিনেমা স্কুলে যান নিঊ কিন্তু তাদের বিশাল নেটওয়ার্ক রয়েছে এবং তারা যে বিষয়বস্তু তৈরি করেন, তা অনেক প্রতিশ্রুতির দাবি রাখেঊ এই ধরনের মানুষদের সুযোগ দিতে, স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের প্রচারের জন্য সরকারের অনেক প্রকল্প রয়েছেঊ

সাংবাদিক সম্মেলনে এনএফডিসি'র ম্যানেজিং ডিরেক্টর পৃথুল কুমার ১৮তম মুম্বাই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেনঊ

করিমগঞ্জে পৃথক দুই অভিযানে প্রায় নয় কোটি টাকার ইয়াবা ও হেরোইন উদ্ধার, ধৃত চার

করিমগঞ্জ (অসম), ১৬ জুন (হি.স.) : করিমগঞ্জের পৃথক দুই স্থানে পুলিশ ও বিএসএফ প্রায় নয় কোটি টাকার মাদক ইয়াবা ট্যাবলেট এবং হেরোইন উদ্ধার করেছে।

এর সঙ্গে মোট চারজনকে আটক করেছে পুলিশ।

শনিবার রাতে প্রথম অভিযান চলানো হয়েছিল রামকৃষ্ণনগর থানাধীন ছড়ারপার-পেঁচায়ালা এলাকা এবং দ্বিতীয় অভিযান চালানো হয় করিমগঞ্জ জেলা সদরের সরিষা অঞ্চলে।

নির্ভরযোগ্য গোপন তথ্যের ভিত্তিতে বিএসএফ-এর স্পেশাল ব্রাঞ্চ রামকৃষ্ণনগর থানার পুলিশ নিয়ে ছড়ারপার-পেঁচায়ালা এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানে একটি অটো রিকশা থেকে দুই ব্যক্তির হেফাজত থেকে ৩০ হাজারটি নিষিদ্ধ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়।

এর সঙ্গে আটক করা হয় জনৈক আতিকুর রহমান এবং সাহারুল ইসলাম নামের দুই মাদক পাচারকারীকে। উদ্ধারকৃত ইয়াবা ট্যাবলেটগুলির কালোবাজারে মূল্য কমপক্ষে ৬ কোটি টাকা হবে। এদিকে গতকাল রাতেই করিমগঞ্জ সদর পুলিশের একটি দল শহরের সরিষা এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় তিন কোটি টাকার হেরোইন সহ দুই পাচারকারীকে হাতেনাতে পাকড়াও করেছে।

ধৃতদের নাম ঠিকানা এ খবর লেখা পর্যন্ত জানা যায়নি।

চরতোর্ষা ডাইভারশনের উপর দিয়ে বইছে জল, বন্ধ যাতায়াত

ফালাকাটা, ১৬ জুন (হি. স.) : টানা বৃষ্টির জেরে ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার নির্মীয়মাণ মহাসড়কের চরতোর্ষা ডাইভারশনের উপর দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে। এর ফলে সড়ক পথে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেল। রবিবার সকাল ৯টা নাগাদ চরতোর্ষা নদীর জল বেড়ে যায়। তারপর থেকেই ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার সড়ক পথে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এজন্য চরম ভোগান্তিতে পড়েন হাজার হাজার মানুষ।২০১৭ সালের বন্যায় ফালাকাটার চরতোর্ষা নদীর উপরে থাকা কাঠের সেতুটি ভেঙে যায়। তারপর এই রাস্তায় চার লেনের ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর বা মহাসড়ক হবে বলে পুনরায় কাঠের সেতু তৈরি হয়নি। তবে গত পাঁচ বছরে মহাসড়কের কাজ সেভাবে এগোয়নি। চরতোর্ষা নদীর উপর দুটি পিলার তৈরি ছাড়া পাকা সেতুর কাজও থমকে। তাই জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়েছে

Notice inviting quotation

Sealed quotations are invited by the undersigned for a Vehicle (Maruti Omni Van). Detailed are given in the college website: www.rtmbishalgarh.ac.in

Reference No.	Items
No.F.2(29)-RTM/BLG/2012/113	Vehicle (Maruti Omni Van)

ICA/c/279/24

(Dr. Ruma Saha)
Principal-in-Charge
Rabindranath Thakur Mahavidyalaya
Bishalgarh, Sepahijala.

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

গরম লাগলে কী খাবেন ?

বিশুদ্ধ ঠান্ডা জল। শুদ্ধ বলতে আলট্রাভায়োলেট রে ও রির্ভাস অসমোসিস পদ্ধতিতে ও ফিল্টার করা জল। এরকম যন্ত্র এখন বাড়িতে, অফিসে, হাসপাতালে। যন্ত্র নেই এমন জায়গায় এক বোতল শুদ্ধ জল সঙ্গে নিন। রাস্তাঘাটে তেষ্টা পেলে ওই জল। না থাকলে ডাবের জল। পনেরো কুড়ি মিনিট করে টগবগ করে ফোটানো জল ঠান্ডা করে। সাধারণ ফিল্টার ব্যবহার করলে ফিল্টার বেড নিয়মিত পরিষ্কার করতে ভুলেও ভুলবেন না.

রাস্তাঘাটের ঘন্টি বাজানো আখমাড়াই কলের মবিলেমেশা আখের রস নাই বা খেলেন। ভুলেও খাবেন না রাস্তাঘাটের নিম্বুপানি, মনকাড়া হলুদ সবুজ শরবত। ফলের রস খেলে গ্লাসটা ভালোভাবে ধোঁয়া কি না দেখে নিন।জলই ভোগান্তির দূত। যেখানে সেখানে জল খেয়ে জীবাণু বা ভাইরাস শরীরে ঢুকলে যখন তখন পেটে মোচড়। নুন চিনির জলে কাজ না হলে শিরায় স্যালাইন। গাদ্যগুচ্ছের ওষুধ। আটকে দিন। সাবধানে জলপান করুন। অবাধ জলপান যত্রতত্র নয়।

হোটেল রেঁস্তোরায় খাবার যথাসম্ভব এড়িয়ে চলুন। ভুলেও খাবেন না। মাঠি ওড়া বা মাছি বসা খাবার। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে ভালো করে না ধোঁয়া থালা বাটিতে নোংরা হাতে পরিবেশন করা খাবার। যেমন ডাল, ভাত, সুক্তো, সব্জী, ডিম, মাছের ঝোল। ডিম খেলে পেট গরম হয় না। খিঁচুড়িতেও না। বেশি তেল মশলা দেওয়া খাবার থেকে একটু দূরে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ। গোলবাড়ির রেঁস্তোরার বাইরে দাঁড়িয়ে লা-জবাব গন্ধ নিন আমার মতো। ভেতরে নাই বা ঢুকলেন।

দুধ, ছানা, টাটকা ফল, মিষ্টি, বিউলির ডাল, জ্যান্ত মাছের ঝোল, উচ্চে বেগুন, পটল, ভেন্ডি, গাজর খান। সেদ্ধ বেশি খান। ডালনা কম। খান ঘরে পাতা টক দই। সম্ভব না হলে আমূলের মাখনগোলা দুধ থেকে তৈরি দই বা ইয়োগার্ট। নিরামিষ খেলে দিনে চারশো গ্রাম পর্যন্ত দই খেতে পারেন। পুষ্টি আর হজম, লাভ দুদিকে। বিফলে মূল্য ফেরত চাইতে ভুলবেন না।

চা খান, কফি কম। টাটকা খাবার খান, বাসি বা টকে যাওয়া খাবার নৈব নৈব চ! এবেলার খাবার খান, বাসি বা টকে যাওয়া খাবার নৈব নৈব চ! খাবার ফ্রিজ থেকে বের করে ঘরের তাপমাত্রায় এনে ভালো করে ফুটিয়ে তবেই খান।

এবেলার বেঁচে যাওয়া ভাত ওবেলা আরো দুটি চালের সঙ্গে ফুটিয়ে ভুলেও খাবেন না। এতে ব্যাসিলাল সেরিয়াস জীবাণুর সংক্রমণ ঘটে। স্যালাইন টানতে ছুটতে হতে পারে। গরম তেতে পুড়ে এসে ছায়ায় না জিরিয়ে ঠান্ডা জল খাবেন না। ভুলেও কাঠফাটা রোদ্দুরে হিমশীতল জল বা নরম পানীয় নয়। ফ্রিজের জল ঢকঢক করে খাবার অভ্যেস আছে আপনার? অনুগ্রহ করে অভ্যাসটা এবার ছাড়ুন। ছাড়ুন ভাজাপোড়া, রাস্তার কাটা ফল বনস্পতি মেশানো দই খাওয়া। জল দেওয়া ভাত বা পান্তা ভাত খান লেবু লংকা সহ। মুখে দিলে গরম উধাও। আহা রে কি পুষ্টি! তীব্র দহন জ্বালা। পুরো জ্বলে পুড়ে খাক। প্রকৃতির অগ্নিবাণে এখন আমাদের ভাজা ভাজা অবস্থা। কালবৈশাখীর জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে থাকলে সান স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মৃতের তালিকায় আরো অনেক নাম যুক্ত হয়ে যেতে পারে। তাই চাচা আপন প্রাণ বাঁচা পন্থা অবলম্বন করে নিজেদের সুরক্ষার ব্যবস্থা নিজেদেরই করা উচিত।

সর্দি কাশির ধাত না থাকলে এই তীব্র অসহ্য গরমে শরীরকে ঠান্ডা রাখার জন্য দিনে দুবার ভালোভাবে স্নান করা দরকার। শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে বেশ জমিয়ে স্নান করতে হবে। মাথার ওপর জল পড়লে শরীরের হিট রেগুলেটিং সেন্টার ঠিকঠাক থাকবে। ঠিকভাবে কাজ করতে পারবে। এর ফলে হজমের গন্ডগোল হতেই পারে। এবং এই গন্ডগোলের হাত ধরেই এসে পড়ে আরো অন্যান্য উপসর্গ। যাদের হার্টের সমস্যা রয়েছে তারা এই হজম সংক্রান্ত সমস্যার জাতাকালে পড়ে আরো কষ্ট পান। ব্লাড প্রেশার , কোলেস্টেরল ও সুগার আরো বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মেটাবলিজমগুলো চেঞ্জ হয়ে যায়। তাই এইসময় শরীরকে যেনতেন প্রকারেণ ঠান্ডা রাখতে হবে। যারা অনিদ্রার রোগী তারা ঘুমোতে যাওয়ার আগে ভালোভাবে হাত, পা, মুখ ঘাড়েও গলায় ঠান্ডা জল বুলিয়ে নিতে পারে।

এবার হাঁটতে হবে পিছন দিকে ! মিলবে স্বাস্থ্যকর লাভ

শিরোনাম পড়ে চমকে উঠলেন তো? আমরা আজকাল দৌড়ঝাঁপের জীবনে নিজেদের সুস্থ রাখতে রীতিমতো হাঁপিয়ে উঠি। কিন্তু তার মধ্যেও যে টুকু আমরা পারি চেষ্টা করি স্বাস্থ্য ধরে রাখার। এর জন্যে শরীরচর্চার কোনো বিকল্প নেই যে তা আমরা সবাই জানি। রোজ সকালবেলা নিয়ম করে দুইবেলা হাঁটা এই শরীরচর্চার মধ্যেই পড়ে। কিন্তু হাঁটা মানে আজ অবধি কেউই আমরা পেছন দিকে মুখ করে হাঁটিনি কখনো। এই নতুন হাঁটার ধরণ আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু এই হাঁটার মধ্যে বিশেষ্যত্ব কী রয়েছে যে বিজ্ঞানীরা এর প্রতি জোর দিচ্ছেন? জানতে হলে পড়ুন নিচে।

মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখতেই এই বিশেষ হাঁটা। প্রতিদিন নিয়ম করে যে কোনো কাজ করতে হলে একটা সময়ের পর একঘেঁয়েমি আসতে বাধ্য। তাই সেখানে একটু স্বাস্থ্যকর পরিবর্তন আসলে ক্ষতি কী? এই কারণেই দৈনন্দিন ব্যায়াম অভ্যাসের রুটিনে বদল আনার কথা বলেছেন গবেষকরা। এই বদল আনতে পারেন পেছন দিকে হাঁটার মধ্যে দিয়ে।

আরো পোস্ট- আলো জ্বালিয়ে ঘুমান রাতেজানুন কতটা খারাপ অভ্যেস আমরা যেমন সামনের দিকে মাথা সোজা করে হাঁটি ঠিক সেই রকম ভাবেই আমাদের পিছনের দিকে মুখ করে হাঁটতে হবে। হাঁটার সময় সাবধান থাকবেন যেন কোনো কিছুর সঙ্গে ধাক্কা লাগার ভয় না থাকে। আস্তে আস্তে হাঁটবেন প্রথমে। এরপর ধাতস্থ হয়ে গেলে স্পিড বাড়িয়ে

দেবেন। সকালে বা বিকেলে মর্নিং বা ইভিনিং ওয়াকের মতো করেই ২০ মিনিট হাঁটবেন। সাধারণ শরীরচর্চার মতোই ফল পাবেন এতে। কী কী লাভ হয় এর দ্বারা?

মানসিক দিক দিয়ে চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি করে। কোন রকমের মানসিক দুশ্চিন্তা বা অবসাদ থাকলে তা থেকে শান্তি পাওয়া যায়। আবার হজমশক্তি বাড়িয়ে দেয়। মাংসপেশী সবল হয়। যারা অনিদ্রার সমস্যায় ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে সেই সমস্যা দূর হয়ে যায় এইভাবে হাঁটলে। ফলে ঘুমের সমস্যাও মীমাংসিত হয়ে যায়। সারাদিনের কাজের জন্যে মনের ও শারীরিক জোর পাওয়া যায়। আবার নতুন কিছু করার ইচ্ছে আরও বাড়ে।

ব্যায়ামের রুটিন ভাগ করে নিন, চাপ বাড়বে না

লক ডাউন পরবর্তী সময়ে এসে আমরা সবাই বুঝে গেছি যে নিজেকে মানসিক ও শারীরিকভাবে ফিট রাখা কতটা দরকার। তার সঙ্গে ওয়ার্ক ফ্রম হোম কালচারে পড়ে এটাও বুঝেছি যে বাড়ি ও অফিস একসঙ্গে সামলানো চাট্টিখানি কথা একেবারেই নয়।

সারাদিন চেয়ারে বসে একটানা কাজ করলে ওজন বাড়া তো সাধারণ ঘটনা। এছাড়াও ফলস্বরূপ শরীরে বাসা বাঁধতে পারে নানা রোগ। তার চেয়েও বড়ো একটি তথ্য সামনে এসেছে। সেই কথা হচ্ছে যে সাম্প্রতিক কিছু সমীক্ষা থেকে যে ফল পাওয়া গিয়েছে তাতে জানা গিয়েছে যে দিনে একবার মাত্র ব্যায়াম করা এবং সারাদিন চেয়ারে কাজ করে বসে কাটালে তেমন কোনো শারীরিক বা মানসিক লাভ হয় না। শরীরকে সারাদিন ধরে সুস্থ রাখতে আমরা যেমন সারাদিন ধরে খাদ্য গ্রহণ করি তেমন সারাদিন বসে বসে থেকে শুধু একটা সময়ে ব্যায়াম করলে কোনো লাভ হবে না। তাই নতুন গবেষণা বলছে যে কাজের সময় ভাগ করার মতোই আপনাকে নিজের ওয়ার্কআউটের সময়ও ভাগ করে নিতে হবে। আরো পোস্ট-চাকরি থাকবে কিনা বুঝতে পারছেন নাকী করবেন অনেক মহিলা বা পুরুষ যাদেরকে সংসারটাও সামলাতে হচ্ছে তারা কাজের ফাঁকে ফাঁকে গিয়ে ঘর পরিষ্কার, কাপড় কাঁচা, রান্না করা এমন কাজও করছেন। এতেও শরীরের ব্যায়াম হচ্ছে। এর পরে যদি কাজ থেকে ৪৫ মিনিটের একটা ব্রেক নিয়ে ভালোমতো পুরোপুরি ঘাম ঝরানোর শরীরচর্চা করা যায় তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু এটা আপনি তখন করতে পারবেন যখন আপনি কাজ থেকে ব্রেক বা অবসর নিতে পারবেন। সবক্ষেত্রে সেটা সবসময় করা যায় না। সেক্ষেত্রে কী করবেন? চেষ্টা করুন প্রতি এক ঘণ্টা কাজ করার পর তিন মিনিটের ব্রেক নিতে। এই তিন মিনিটের মধ্যে এক মিনিট আপনি কোনও ইনটেন্স ব্যায়াম করে নিন। যেমন একবারও না থেমে পাঁচটি বারপিস, তার পরে আবার দশটি জাম্পিং জ্যাক, সেই সঙ্গে দশটি স্কোয়াট, আবার কখনও সিঁড়িতে উপর-নিচ করে এলেন ১০ বার। এভাবে নিজে সাজিয়ে নিন যে আপনি কতক্ষণ ব্রেক নিতে পারবেন। সারাদিনে যেন অন্তত ৩০ মিনিট ব্যায়াম করতে পারেন সেই রুটিন আপনাকে বানাতে হবে।

পায়ের ব্যায়ামে এই ভুলগুলি করছেন না তো

আজকাল আমরা দৌঁড়াদৌড়ির মধ্যে থেকে নিজেদের নানা দায়িত্ব সামলাতে ভুলে যাই। কিন্তু দিনের শেষে নিজেদের মানসিক ও শারীরিক বিশ্রাম ও শান্তির জন্যে নিজেদেরকেই ভাবতে হবে। তাই নিজেদের সুস্থতায় আপনারা রোজ একটু হলেও করুন শরীরচর্চা বা ব্যায়াম। শরীরচর্চা বলতেই অনেকে ভাবেন জিমের কথা। কিন্তু জিম না করেও নিয়মিত রাখা যায় নিজেদের পেশী শক্ত ও সুস্থ। এর প্রমাণ জিমপ্রেমীরা পেয়েছেন লক ডাউনে। তারা বাড়িতেই করেছেন এই সময়টায় জিম। কিন্তু আপনারা যারা বাড়িতে শরীরচর্চা করেন জিমের মতো, তারা অনেকেই ঠিক মতো জিমের নিয়ম মেনে ব্যায়াম করতে পারেন না। তারা জানেন না সেই নিয়মগুলি। ১. পায়ের মাসলগুলো যেহেতু আকারে বড়ো হয় তাই ব্যায়াম করতে গেলেই ব্যথা হবে মাসেলে। কিন্তু এতে ভয় পাওয়ার মতো কিছু নেই। ব্যায়াম করার আগে একটু ওয়ার্ম আপ বা স্ট্রেচ করে নিন। হাঁটুগুলিকে নজরে রেখে যাবতীয় ব্যায়াম করবেন। নি-গার্ড পরে নিতে পারেন। আরো পোস্ট- স্নানের জলে মেশান এই কয়েকটি জিনিস, ত্বকে ফিরবে জেল্লা

২. ব্যায়ামের উপযোগী জুতো পরা উচিত ব্যায়াম করার সময়। এতে আপনাদের পা সুরক্ষিত থাকবে। জুতোর সঙ্গে সুতির মোজা পরাটাও খুব জরুরি এটা অনেকেই জানেন না। তবে এতে নাকি পায়ের নিরাপত্তা বজায় থাকে। জিমের জন্যে উপযুক্ত জুতো আপনার নেই? আপনি খুঁজছেন? চিন্তা করবেন না। আপনাদের জন্যে রইলো একটি লিংক। এখানে ক্লিক করে আপনারা পছন্দের ব্যায়ামের জুতোটি বেছে নিতে পারেন।

৩. স্কোয়াট আর লাঞ্জেস জিমের এই দুটি ব্যায়াম পায়ের জন্যে খুব ভালো ব্যায়াম। ইনস্ট্রাক্টর ছাড়া প্রথম প্রথম একা একা ব্যায়াম করবেন না। অনলাইন ক্লাস করলেও ট্রেনার নিয়ে নেবেন। তিনি আপনাকে যাবতীয় খুঁটিনাটি বুঝিয়ে দেবেন। বিশেষ করে যারা বয়স্ক তাদেরকে বুঝেশুনে করা উচিত ব্যায়াম। পায়ের ব্যায়াম করার আগে ও পরে স্ট্রেচিং করা উচিত সবসময়। প্রতিদিন এমন ব্যায়াম করবেন না। বিশ্রাম দিন পায়ের পেশিগুলিকে। আবার ব্যায়াম করবেন না সেদিন ৩০ মিনিট মতো হাঁটাচলা করতে পারেন আপনি। এতেও সচল থাকবে পেশী।

স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর

বন্ধুদের সঙ্গে কাটানো চমৎকার একটি সন্ধ্যার কথা মনে করুন তো। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস বা অফিস শেষে সবাই মিলে কোনো এক ফাস্টফুডের দোকানে ঢুকে একগাদা খাবার অর্ডার দেওয়া, তারপর হুল্লোড় করে খেয়ে-দেয়ে জম্পেশ আড্ডার পর ঘরে ফেরা। আর এভাবেই রাতটা পার করা। এভাবে সন্ধ্যা কাটিয়ে মনের ক্লান্তি তাড়ান যতটাই জুতসই, ঠিক ততটাই কিন্তু ক্ষতিকর আপনার স্বাস্থ্য ও নিরবিচ্ছিন্ন ঘুমের জন্য। তাহলে উপায় কী? বন্ধুদের আড্ডা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া? নাকি আড্ডায় গিয়ে কিছু খাব না, বলে ক্ষুধা পেটে মুখে গোমরা করে বসে থাকা? এসবের কোনো কিছুরই আসলে প্রয়োজন নেই। আড্ডায় যাবেন। খাবারও খাবেন, বন্ধুদের সঙ্গও দেবেন।

শুধু কয়েকটি খাবার এড়িয়ে চলুন। আর খেতেই যদি হয় তবে একবাটি সালাদ খেয়ে এরপর খান বন্ধুদের অর্ডার দেওয়া খাবারের সামান্য অংশ। পাস্তা ঃ এক প্লেট পাস্তায়, এক প্লেট ভাতের থেকেও বেশি ক্যালরি থাকে। পাস্তা আসলে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার। এই খাবারের সঙ্গে যখন চিজ বা অলিভওয়েল মেশানো হয় তখন এর ক্যালরিগুণ বেড়ে যায় দ্বিগুণ। তাই সন্ধের পর পাস্তা যদি খেতেই হয় তবে সালাদ বা সুপ খেয়ে এরপর ছয়জন মিলে খান এক বাটি পাস্তা। পিজা ঃ এই সময়ের অন্যতম জনপ্রিয় খাবার। চিইজি জুসি, পিজার একটি কামড় মনকে ঝটপট চাঙা করে দেয়। আবার এই এক টুকরা চিইজি পিজাই পারে শরীরকে খুব তাড়াতাড়ি নির্জীব করে দিতে। পিজার গ্লাইসেমিক ইনডেক্স খুব বেশি অর্থাৎ সামান্য পিজাও আমাদের শরীরে খুব তাড়াতাড়ি শোষিত হয়ে রক্তে চিনির পরিমাণ অনেকটা বাড়িয়ে দেয়।

যা শরীরে চর্বিতে রূপান্তরিত হয়ে অল্প সয়ে ওজন বাড়ায়। মিষ্টি ঃ ক্যান্ডি বা মিষ্টিজাতীয় খাবার বেশি খেলে আপনি দুঃস্বপ্ন দেখবেন। হাসছেন? বিষয়টা কিন্তু সত্যি। যেকোনো সুগারি খাবার ব্রেনকে অতিরিক্ত সচল করে তোলে। আমাদের শরীর যেকোনো খাবার থেকেই তার প্রয়োজনীয় জ্বালানিটুকু সংগ্রহ করে নেয়।

আলাদা করে চিনি বা সুগারি কিছু খাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তাই রাতে প্রশান্ত সুন্দর, বিরতিহীন ঘুম চাইলে বিকেলের পর ক্যান্ডি, মিষ্টি খাওয়া কমিয়ে দিন। প্রোটিন আর আয়রনের খুব ভালো উৎস, তবে ২৫ বছর বয়সের পর এই খাবার খাওয়ার পরিমাণ কমাতে থাকুন। রেড মিট হজম হতে সময় নেয় বেশি। আর আমাদের শরীরের মেটাবলিক প্রক্রিয়া বিকেলের পর থেকেই ধীর হতে শুরু করে। ফলে সন্ধ্যার পর রেড মিট খেলে তা ভালোভাবে হজম হয় না, যা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। চকলেট ঃ ডার্ক চকলেট হার্টের জন্য উপকারী। এক টুকরা ডার্ক চককলেট দিনের যেকোনো সময়ে আপনি খেতেই পারেন। সন্ধের পর এই চকলেট বা এই চকলেট দিয়ে বানানো কোনো খাবার ব্রোকলি বা বাঁধাকপির সুপ বা দেশি মশলায় রান্না পাতলা ঝোলের তরকারি হিসেবে খেতে পারেন বাঁধাকপি। তবে এই সব্জীগুলো সালাদ হিসেবে বা প্রচুর পরিমাণে বেশি রাতে না খাওয়াই ভালো। বাঁধাকপি ও ব্রোকলিতে আঁশের পরিমাণ বেশিষ ফলে অনেক রাতে খেলে অসুবিধার সৃষ্টি করবে, ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাবে। পানীয় ঃ কোক, কফি, চা এসবে ট্যানিন এবং ক্যাফিন দুটোই উপস্থিত। যা মস্তিষ্কে অতিরিক্ত সচল আর উদ্দীপিত করে তোলে। সন্ধ্যার পর তাই চা, কফি, কোক না খাওয়াই ভালো। চিপস ঃ কুড়মুড়ে চিপস খেতে কিন্তু দুর্দান্ত। তবে চিপসে প্রচুর পরিমাণে তেল থাকে, ফলে এতে ক্যালরির পরিমাণও অনেক বেশি। ১০০ গ্রামের এক প্যাকেট চিপস থেকে প্রায় ৫২৫ কিলো-ক্যালরি পাওয়া যায়। যেখানে সারা দিনে একজন মানুষের প্রয়োজন ১৮'শ থেকে ২ হাজার কিলো-ক্যালরি। ভেবে দেখুন, সামান্য এক প্যাকেট চিপস সারাদিনের ক্যালরি চাহিদার ৪ ভাগের ১ ভাগ পূরণ করে দিতে যথেষ্ট। পাশাপাশি চিপসে লবণ বেশি থাকে, তাই এই খাবার ব্লাডপ্রেসার বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রেও একটি বড় ভূমিকা রাখে। তাই মুভি দেখার সময় কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় চিপসের প্যাকেটের বদলে বাদাম খান বা ছোলা মুড়ি। খাবার দুটি দেখতে অতটা স্মার্ট না হলে কী হবে, আপনাকে স্মার্ট আর ছিপছিপে রাখতে এদের জুড়ি মেলা ভার।

স্বাস্থ্যরক্ষায় মেডিটেশন কতটা কার্যকরকীভাবে কাজ করে

মহামারীর পর থেকে বিশ্বের প্রতিটি মানুষের মনে যেভাবে নানারকম চিন্তা-ভাবনা, উত্তেজনা, উদ্বেগের উদ্ভব হয়েছে তাতে সকলের পক্ষেই বেঁচে থাকাটা কার্যতঃ চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকেই আবার এই চিন্তার বোঝা না বইতে পেরে নানাভাবে মানসিক অবসাদের শিকার হয়েছেন। আবার ঘরের মধ্যে বন্দি থেকে এখন আমরা সবাই নানাভাবে ক্ষতির মুখ দেখেছি।

এই পরিস্থিতিতে নিজেকে ভালো রাখতেই হবে। তার জন্যে যে সবসময়ে আপনাকে জিম যেতে হবে বা ঘাম ঝরানোর মতো ব্যায়াম করতেই হবে সেটা নয়। আপনি বাড়িতে বসেও নিজের সুস্থতার জন্যে ১৫ মিনিট সময় ব্যয় করতেই পারেন। এর জন্যে আপনাকে করতে হবে মেডিটেশন।

আরো পোস্ট- ব্যায়ামের রুটিন ভাগ করে নিন, চাপ বাড়বে না

প্রাচীন ভারতীয় যোগচর্চার অন্যতম অংশ ছিল এই মেডিটেশন। হালের সময়ে এই শব্দটি বহুল ব্যবহৃত হলেও সভ্যতার অনেক আগে থেকেই এর উৎপত্তি হয়েছে। শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা পাওয়ার জন্য সমস্ত ভাবনার শক্তি ও মনের একাগ্রতাকে এক জায়গায় এনে মনের শান্তি ফেরানোর এই পদ্ধতিই আপনাকে দিতে পারে সুস্থতার সন্ধান।

ধারণা করা হয় যে যারা নিয়মিত মেডিটেশন নিয়ে চর্চা করেন তারা নিজেদেরকে আরো ভালো বুঝতে পারেন। তারা স্বভাবের দিক দিয়ে অনেক শান্ত ও ধীর-স্থিরও হন। মনের মধ্যে কোন বিষয় নিয়ে চিন্তার উদ্ভব হলে আমাদের মন অকারণেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আবার হৃদস্পন্দনের হারও যায় বেড়ে। এটা একেবারেই আমাদের সুস্থতার জন্যে ভালো নয়। তাই রাগের উপর বা নিজের আবেগের উপর নিয়ন্ত্রণ পেতে মেডিটেশন অভ্যেস করা উচিত ছোট থেকে বড়ো প্রত্যেককে।

মনের শান্তির জন্যে যে মেডিটেশন করা হয় তা কিছু পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে কাজ করে থাকে সেগুলি হলো একাগ্রতা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, আবেগ নিয়ন্ত্রণ এবং নিজের সম্পর্কে ধারণায় বদল ঘটে। যখন এই সমস্ত পদ্ধতি একসঙ্গে কাজ করে তখন আমাদের নিজেদের সম্পর্কে ধারণা বদলে যায়। চিন্তাশক্তি, আচার-আচরণ, একাগ্রতা সবকিছুর উপর নিয়ন্ত্রণ আসতে থাকে। একাগ্রতা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা আমাদের শেখায় নিজেদের আশেপাশে ঘটে যাওয়া ঘটনায় আমাদের মানসিক, ; পরিবেশগত ও আবেগগত প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণকে।

দাঁতের শিরশিরানির সমস্যা

দাঁতের হাইপারসেনসিটিভিটি বা শিরশিরানি কেন হয় সেটা বলার আগে দাঁতের গঠন সম্পর্কে কিছুটা বলে দেওয়া যাক। দাঁতের দুটো স্তর। দাঁতের বাইরের অংশে যে প্রলেপ থাকে সেটা হল এনামেল আর ভেতরের অংশটি হল ডেন্টিন। আর এনামেল ক্ষয়ে গেলে ডেন্টিন বাইরে বেরিয়ে যায়। আর তখনই কোনো ঠান্ডা কিছু খেলে দাঁত শিরশিরানি শুরু হয়ে যায়। এনামেল ক্ষয়ের কারণ— এনামেল ক্ষয়ের একটা বড় কারণ হল ডেন্টাল ক্যারিজ। যেটাকে আমরা ক্যাভিটি বলে থাকি। আসলে আমাদের মুখে এমনিতেই প্রচুর ব্যাকটেরিয়া থাকে। আর আমরা যখন খাবার খাই সে খাবারের কোনো অংশ যদি দাতের ফাঁকে কোনোভাবে ঢুকে যায় তখনই এই ব্যাকটেরিয়াগুলো সে খাবার পচিয়ে দাঁতে অ্যাসিড তৈরি করে। আর তা থেকেই দাঁতে দেখা দেয় ক্যাভিটির সমস্যা।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা ভালো যে, দাঁতের ডেন্টিনের সঙ্গেই নার্ভের শেষাংশ সংযুক্ত থাকে। ফলে ডেন্টিন বেরিয়ে গেলেই এই শিরশিরানির সমস্যা দেখা দেয়। দাঁতের একটা লেয়ার ক্ষয়ে গেল মানেই সেনসিটিভিটি শুরু হল। ক্যাভিটি হওয়ার কারণ— ক্যাভিটি হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হল বুল পদ্ধতিতে দাঁত ব্রাশ করা। বেশিরভাগ মানুষই পদ্ধতি মেনে ব্রাশ করে না. দাঁত মাজার আসল নিয়মই হল ওপর নীচ করে। কিন্তু প্রায় সকলেই সোজাসুজি দাঁত মাজতে অভ্যস্ত। এর ফলে মাড়ি আর দাঁতের সংযোগস্থল ঘষে যায়। এনামেলের অংশ ক্ষয় হয়ে যায়। আবার ঠিকমতো দাঁত না মাজলে দাঁতের ফাঁকে লেগে থাকা খাবারগুলো সঠিকভাবে পরিষ্কার হয় না। আর এর ফলেই দাঁতে ক্যাভিটি হতে থাকে।

মহারাজগঞ্জ বাজারে মৎস ব্যবসায়ীরা রবিবার গঙ্গা পূজার আয়োজন করেছেন। নিজস্ব ছবি।

দিল্লি থেকে ভোপাল ট্রেন সফর মন্ত্রী শিবরাজের

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন (হি. স.): বরাবর তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে থাকতে ভালোবাসেন। তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। রবিবার তিনি দিল্লি থেকে ভোপাল গেলেন ট্রেনে চেপে। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী। হাতের কাছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে পেয়ে সবাই আনন্দে আত্মহারা। সবার সঙ্গে তিনিও কুশল বিনিময় করলেন। দেদার সেলফি তুলতেও ছাড়লেন না।
সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি শেয়ার করে তিনি লেখেন, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব যে ভাবে ভারতের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা পাল্টে দিয়ে তার আমূল পরিবর্তন করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাওয়া জলভাতের সমান হয়েছে। আগামীদিনে এই উন্নতির ধারা আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

পার্কিং জোন দখল নিয়ে দুই গোষ্ঠীর বিবাদে ব্যাপক উত্তেজনা শালিমার স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়

কলকাতা. ১৬ জুন (হি. স.) : শালিমার স্টেশনের বাইরে পার্কিং জোন দখল নিয়ে দুই গোষ্ঠীর বিবাদে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা। রবিবার দুপুরের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে এলাকাবাসীদের মনে। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ ও র‍্যাফে কোনওক্রমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে প্রাথমিকভাবে স্থানীয় সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, শালিমার স্টেশনের বাইরে পার্কিং জোন কোন গোষ্ঠীর দখলে থাকবে, সেই নিয়েই ঝামেলা শুরু হয় দুই পক্ষের। স্থানীয় সূত্রে খবর, দুই গোষ্ঠীর লোকজনই তৃণমূলের কর্মী-সমর্থক। দু'পক্ষের সংঘর্ষে ব্যাপক ইটবৃষ্টি এবং তার জেরে একাধিক গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে বলে অভিযোগ।
একাধিক গাড়ির উইন্ড শিল্ড ভেঙে পড়ে রয়েছে। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে টোটো, বাইকও ভাঙচুর হয়েছে বলে অভিযোগ। শুধু গাড়ি ভাঙচুরই নয়, এলাকার একাধিক বাড়ির ভিতরেও তাণ্ডবের দৃশ্য ধরা পড়েছে। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় স্থানীয় থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে স্থানীয় মানুষজনের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় উর্দিধারীদের।
এলাকায় মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। নামানো হয়েছে র‍্যাফ। গোটা এলাকাজুড়ে চলছে পুলিশি টহল। শালিমার স্টেশন চত্বর ঘিরে রেখেছেন আরপিএফ কর্মীরা। শেষ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই সংঘর্ষের ঘটনায় ইতিমধ্যেই সাত জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্ত সিকিম, ধস নেমে বন্ধ ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে যান চলাচল

গ্যাংটক, ১৬ জুন (হি. স.) : প্রবল বর্ষণে ফের বিপর্যস্ত সিকিম। বৃষ্টির জেরে নতুন করে ধস নামায় বন্ধ করা হল ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। কালিঝোরা, রবিঝোরা, ২৭ মাইল সহ একাধিক জায়গায় নতুন করে ধস নেমেছে বলে খবর। সিকিমেও বৃষ্টি চলছে। ফলে লাচুংয়ে আটকে থাকা পর্যটকদের উদ্ধার নিয়েও সংশয় দেখা দিয়েছে। তবে এয়ারলিফটের জন্য সবরকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে সিকিম প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।
অন্যদিকে, বিরামহীনভাবে বৃষ্টি চলছে সমতলেও। যার জেরে প্রতিটি নদী ফুলেফেঁপে উঠেছে। আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে দুর্ভোগে পড়েছেন প্রচুর মানুষ। বর্ষণে জনজীবন বিপন্ন শিলিগুড়িতেও। একাধিক জায়গায় জল জমেছে। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'বৃষ্টি আরও কিছুদিন চলবে। উত্তরবঙ্গের ওপর নিম্নচাপ অক্ষরেখা তৈরি হওয়ায় এই বিপত্তি।'

শেখ হাসিনাকে ইদের শুভেচ্ছা নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন (হি. স.): বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ইদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পবিত্র ইদ উপলক্ষে মোদী শুভেচ্ছা জানিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন বলে রবিবার জানা গেছে।
জানা গেছে, চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী মোদী উল্লেখ করেছেন, এই উৎসবটি ত্যাগ, সহানুভূতি ও ভ্রাতৃত্বের মূল্যবোধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যা একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গঠনে অপরিহার্য।

জম্মু ও কাশ্মীরের নিরাপত্তা নিয়ে বৈঠক অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন (হি. স.): রবিবার দিল্লিতে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। জম্মু ও কাশ্মীরের নিরাপত্তা নিয়ে এই বৈঠক বলে জানা গিয়েছে।
সম্প্রতি জঙ্গি হামলায় বেশ কিছু মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে কাশ্মীরে। কিছুদিন পরেই অমরনাথ যাত্রা শুরু হবে। প্রচুর তীর্থযাত্রী আসবেন। সে কারণে প্রস্তুতিতে যাতে কোনো খামতি না থাকে তার আগাম প্রস্তুতি সেরে রাখলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। জানা গিয়েছে, শাহ সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান জোরদার করার জন্য বিস্তৃত নির্দেশিকা দিয়েছেন।
জানা গেছে, বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা, সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ পান্ডে, সেনাপ্রধান-মনোনীত লেফটেন্যান্ট জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব অজয় ভাল্লা, গোয়েন্দা ব্যুরোর পরিচালক তপন ডেকা, সিআরপিএফ-এর ডিজি অনীশ দয়াল সিং, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের আধিকারিক আরআর সোয়াইন এবং অন্যান্য শীর্ষ নিরাপত্তা আধিকারিকরা।

কখন ছাড়বে বিশেষ বিমান, প্রহর গুনছেন সিকিমের পর্যটকরা

গ্যাংটক, ১৬ জুন (হি. স.): বৃষ্টি-ধসে ভয়াবহ পরিস্থিতি সিকিমে। জলের স্রোতে ভেঙেছে বাঁধ, ধসে গিয়েছে রাস্তা। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে লাচুং, লাচেন-সহ বেশকিছু জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। আটকে পড়েছেন প্রায় ১২০০-র বেশি পর্যটক। জানা গেছে, রাস্তা বন্ধ থাকায় তাঁদের ঘরে ফেরাতে রাজ্য সরকারের তরফে বিশেষ বিমানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
তবে আবহাওয়া বেগতিক। সূত্রের খবর, আকাশ কিছুটা মেঘমুক্ত হলেই সিকিম থেকে ছাড়বে ওই বিমান। এও জানা যাচ্ছে, নিরাপদেই রয়েছেন পর্যটকরা। তবে তড়িঘড়ি ঘরে ফেরার আশায় বিশেষ বিমান ছাড়ার অপেক্ষায় উদগ্রীব পর্যটকরা।

লংকায় উদ্ধার অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ, চাঞ্চল্য

লংকা (অসম), ১৬ জুন (হি.স.) : হোজাই জেলার অন্তর্গত লংকায় উদ্ধার হয়েছে অজ্ঞাতপরিচয় জনৈক ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ। এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।
প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, আজ রবিবার সকালে লংকা থানাধীন শ্যামবাড়ি শ্মশান কালীবাড়ির কাছে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এলাকায় দুর্গন্ধের উৎসের সন্ধান করতে গিয়ে স্থানীয় কয়েকজন ওই মৃতদেহ দেখে খবর দেন লংকা থানায়।
থানা থেকে পুলিশের দল গিয়ে প্রাথমিক এনকুয়েস্ট করে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় মৃতদেহটি উদ্ধার করে হোজাই জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। মৃতদেহটির ময়না তদন্ত করে তাঁর পরিচয় শনাক্ত করতে ৭২ ঘণ্টা হাসপাতালের মর্গে রাখা হবে।
পুলিশের ধারণা, ব্যক্তির দিন-কয়েক আগে মৃত্যু হয়েছে। তবে কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে সে সম্পর্কে এখনই কিছু বলতে পারছে না পুলিশ।

৩.৫ তীব্রতার মৃদু ভূমিকম্প মণিপুরের কাংপোকপি জেলায়

গুয়াহাটি, ১৬ জুন (হি.স.) : মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপেছে মণিপুরের কাংপোকপি জেলা। আজ রবিবার বেলা ০১-টা ২১ মিনিট ৫০ সেকেন্ডে সংঘটিত ভূমিকম্পের তীব্রতা রিখটার স্কেলে ৩.৫ ধরা পড়েছে। এ ঘটনায় কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।
ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি (এনসিএস) তাদের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে এই খবর দিয়ে যে তথ্য প্রকাশ করেছে সে অনুযায়ী, আজ বেলা ১৩:২১:৩০টায় সংঘটিত ৩.৫ তীব্রতার ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল কাংপোকপি জেলার ভূপৃষ্ঠের ১১০ কিমি গভীরে ২৪.৯৯ঁ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৩.৯৬ঁ পূর্বে।
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ৯ জুন প্রতিবেশী অরুণাচল প্রদেশের পূর্ব কামেং জেলায় ৩.৮ মাত্রার মৃদু ভূমিকম্প আঘাত হেনেছিল।

গঙ্গারামপুরে বৃদ্ধের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

তপন, ১৬ জুন (হি. স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর থানার ফুলবাড়ি নাকইড় এলাকায় গাছ থেকে বৃদ্ধের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে। মৃতের নাম নীরেন মণ্ডল (৬৫)।
জানা গেছে, শনিবার রাতে প্রতিদিনের মতো খাবার খেয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তার মধ্যে কখন যে এই কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছেন ভাবতেও পারেনি পরিবারের লোকজন। রবিবার সকালে কাগজ কুড়োতে বের হওয়ার পর আর ফেরেননি। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা দেখেন গাছে ঝুলছে ওই বৃদ্ধের দেহ। দ্রুত খবর দেওয়া হয় পুলিশে। তারাই এসে দেহ নামায়।
মৃতের পরিবারের দাবি তাদের কোনও অশান্তি বা ঝামেলা হয়নি যার জন্য তিনি এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এদিন, ভোরবেলা প্লাস্টিক বা কাচের বোতল কুড়োতে বের হন তিনি। এরপর সকালে বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে একটি গাছে ঝুলন্ত দেহ দেখতে পাওয়া যায়।
বিষয়টি প্রথমে স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে আসলে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। যদিও পরিবারের প্রাথমিক অনুমান ওই বৃদ্ধ দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। ছেলের চিকিৎসার জন্য ঋণী হয়ে পড়েছিলেন তিনি। সেই কারণেই হয়ত ওই বৃদ্ধ আত্মহত্যা করেছেন। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে তপন থানার পুলিশ।

গঙ্গায় তলিয়ে গেল গাড়ি, নিমতলা ঘাটে অল্পের জন্য প্রাণরক্ষা কিশোরেব

নিমতলা, ১৬ জুন (হি. স.) : গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন ভূতনাথ মন্দিরে পুজো দিতে। এবার গাড়ি থেকে পরিবারের সদস্যরা বেরলেও ভিতরে ছিল এক কিশোর। আচমকাই স্করপিও গাড়িটি চলতে শুরু করে। আর তারপরই গঙ্গায় ডুবে যায় সেটি। তবে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে ওই কিশোর।
জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে ভূতনাথ মন্দিরে পুজো দিতে এসেছিল ওই পরিবার। নিমতলা ঘাটে তাঁরা গাড়ি নিয়ে যান। জানা গিয়েছে, গাড়িটি নিউট্রাল অবস্থায় ছিল। আর গাড়ির ভিতরে সেই সময় এক কিশোর ছিল। আচমকাই গাড়িটি গঙ্গার জলে চলে যায়। এদিকে, ঘাটে সেই সময় ছিলেন অনেকেই। গাড়িটিকে ডুবতে দেখেই শুরু হয় হইহট্টোগোল। বিষয়টি নজরে আসে সেখানে কর্তব্যরত কলকাতা পুলিশের আধিকারিকদের। দ্রুত তাঁরা কিশোরকে গাড়ি থেকে বের করতে সক্ষম হন। অল্পের জন্য রক্ষা পায় সে। তবে জলে ততক্ষণ ডুবে গিয়েছে গাড়িটি। সেটি উদ্ধারের কাজ চলছে। এলাকায় রয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরও।

রাজধানীতে জলসঙ্কট, ট্যাঙ্কারের দেখা মিলতেই হুড়োহুড়ি স্থানীয়দের

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন (হি. স.): দিল্লিতে তাপপ্রবাহের সঙ্গে দোসর হয়েছে তীব্র জলসঙ্কট। নাকাল অবস্থা রাজধানীর। জলের জন্যে হাহাকার পড়ে গিয়েছে দিল্লির আনাচেকানাচে। রবিবার পুরসভার তরফে জল সরবরাহের জন্যে ট্যাঙ্কারের দেখা মিলতেই ঝাঁপিয়ে পড়েন স্থানীয়রা।
রবিবার সাত সকালে দিল্লির গোবিন্দপুরি এলাকায় পুরসভার জলের ট্যাঙ্কার পৌঁছতেই বড় বড় ড্রাম, বালতি নিয়ে জল সংগ্রহ করে রাখতে ভিড় করেন এলাকাবাসী। জল ভরার তাগিদে জলসঙ্কটের সম্মুখীন হওয়া লোকেরা ট্যাঙ্কারের উপর চড়ে পাইপ নিয়ে টানাটানি শুরু করে দেন।

দিল্লিতে এলইডি কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকান্ড

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন (হি. স.): রবিবার দিল্লির একটি এলইডি কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। জানা যাচ্ছে, মুন্দকা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকায় অবস্থিত একটি কারখানায় এদিন আগুন লাগে। স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রথমে আগুন দেখতে পান, তারপর তাঁরাই দমকলে খবর দেন। ঘটনাস্থলে আসে দমকলের ইঞ্জিন। তবে কারখানায় দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সময় লাগে।
জানা গেছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসার পরেও কিছু জায়গা থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। যদিও আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। এই ঘটনায় এখনও কোনও হতাহতের খবর নেই।

জ্বলছে হিমাচলের জঙ্গল, গ্রামের দিকে এগোচ্ছে আগুন

সোলান, ১৬ জুন (হি. স.) : রবিবারও জ্বলছে সোলানের বনাঞ্চল। শনিবার ভোররাত থেকে জ্বলছে হিমাচল প্রদেশের সোলানের কারলের একটি বনাঞ্চল। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আগুন নেভার কোনও লক্ষণই নেই। উল্টে যত সময় পেরোচ্ছে নিকটবর্তী গ্রামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আগুন। আতঙ্ক ছড়িয়েছে আশপাশের গ্রামে।
জানা গেছে, জলের অভাব ও দুর্গম রাস্তার কারণে আগুন নেভানোর কাজে ব্যাঘাত ঘটছে। আগুনের ভয়াবহতা আঁচ করে আতঙ্কে বাড়ি ছাড়তে শুরু করেছেন অনেক গ্রামবাসী।

পাইপলাইনের নজরদারি করতে অতীশির চিঠি পুলিশ কমিশনারকে

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন (হি. স.) : প্রবল তাপপ্রবাহের মধ্যে দিল্লিতে দোসর হয়েছে পানীয় জলের হাহাকার। দিল্লির জলমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেত্রী অতীশি তাই এবার চিঠি দিলেন পুলিশ কমিশনার সঞ্জয় অরোরাকে।
সেখানে তিনি লেখেন, দিল্লির প্রধান জলের পাইপলাইনে আগামী ১৫ দিন বিশেষ নজরদারি করা হোক। জল নিয়ে যেন কেউ নিজের ফায়দা তুলতে না পারে। কোনওভাবেই জলের কালোবাজারি যেন না হয় তার জন্য পুলিশ যেন নজরদারি চালায়, সেই বিষয়ে জানানো হয়েছে পুলিশকে।

তীব্র জলকষ্ট, ভাঙচুর দিল্লি জল বোর্ডের দফতর

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন (হি. স.): দিল্লির জলসঙ্কট পরিস্থিতি ক্রমেই যেন হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে অরবিন্দ কেজরিওয়াল-সরকারের। রবিবার রাজধানীর ছতরপুর এলাকায় জল বোর্ডের দফতরে ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ। ''''কেজরিওয়াল মুর্দাবাদ'''' স্লোগান তুলে জল বোর্ডের অফিসে হামলা চালায় অজ্ঞাতপরিচয় কয়েকজন। উল্লেখ্য, রাজধানীতে জলের অভাবের দায় দিল্লির আম আদমি পার্টির সরকার হরিয়ানার

সুপার এইটের ৭ দল চূড়ান্ত, অপেক্ষা শুধু বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডসের

কলকাতা, ১৬ জুন (হি.স.): সুপার এইটের সাতটি দল চূড়ান্ত। আরেকটি দল আসবে বাংলাদেশ নেদারল্যান্ডস এর মধ্যে থেকে। এই নির্ধারণ ম্যাচে সোমবার বাংলাদেশ মুখোমুখি হবে নেপালের। এই ম্যাচ শুরু হবে সকাল ৬টায় আরনস ভেল গ্রাউন্ডে। এ ম্যাচে টাইগাররা জিতলে আর কোনো সমীকরনের মধ্যে যেতে হবে না। সরাসরি উঠে যাবে সুপার এইটে। আর হারলে চেয়ে থাকতে হবে শ্রীলঙ্কা-নেদারল্যান্ডস ম্যাচের দিকে।
আর লঙ্কানদের বিপক্ষে সোমবারই ভারতীয় সময় সকাল ৬.৩০ মিনিটে শেষ ম্যাচ খেলতে নামবে ডাচরা। এ ম্যাচে ডাচরা জিতলে তাদের সুপার এইটে যাওয়ার সুযোগ থাকবে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশকে হারতেই হবে, আবার ডাচদের নেট রানরেটেও এগিয়ে থাকতে হবে। আর যদি দুটি দলই হারে তাহলে বাংলাদেশ সুপার এইটে যাবে। যদি দুটি ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যায় তাহলেও একই ফল।

খড়িবাড়িতে জাতীয় সড়কে দুটি ট্রাকের সংঘর্ষ, জখম ৩

খড়িবাড়ি, ১৬ জুন (হি. স.) : ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি সংলগ্ন এলাকায় ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে দুটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে জখম হয়েছেন তিনজন।
জানা গিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে শিলিগুড়ি-বিহারগামী জাতীয় সড়কে দুটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। দুর্ঘটনার জেরে ট্রাক দুটির সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়। ট্রাক দুটির ভিতরেই আটকে পড়েন চালকরা। স্থানীয়রাই এসে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ এবং নকশালবাড়ি দমকল। ট্রাকচালকদের উদ্ধার করে প্রথমে নকশালবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। জখমদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। এদিকে, খবর পেয়েও নির্দিষ্ট সময়ে অ্যাম্বুল্যান্স না পাওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা।

লংকায় পুলিশের অভিযানে উদ্ধার দুটি সোনার বিস্কুট ও নগদ নয় লক্ষ টাকা, ধৃত মুম্বাইয়ের তিন বাসিন্দা

লংকা (অসম), ১৬ জুন (হি.স.) : অসমে ব্যাপকহারে বেড়ে সোনার কালাবাজার। এবারের স্থান হোজাই জেলার লংকা শহর। নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে শনিবার মধ্যরাতে লংকা থানার পুলিশ শহরে অবস্থিত ময়ূর নামের এক আবাসিক হোটেলে অভিযান চালায়। অভিযানে হোটেলের ১০৩ নম্বর কোঠা থেকে দুটি সোনার বিস্কু এবং নগদ নয় লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। এর সঙ্গে আটক করা হয়েছে মহারাষ্ট্রের তিন বাসিন্দা যথাক্রমে কিষাণ কোরা, রাজেন্দ্র এবং গজেন্দ্রকে।
এদিকে হোটেলের ম্যানেজারের কাছে জানা গেছে, দুদিন আগে জনৈক ব্যক্তি ১০৩ নম্বর কোঠাটি বুক করেছিলেন। তার পর আরও দুজন একত্রিত হয়ে হোটেলে আসেন। পুলিশের তদন্তকারী অফিসার জানিয়েছেন, ধৃত দুজনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পরীক্ষা করা হচ্ছে। কীভাবে এতগুলো টাকা এবং কোথা থেকে সোনার বিস্কুট তাদের হাতে এসেছে, অথবা সুদূর মহারাষ্ট্র থেকে এগুলো নিয়ে আসা হয়েছে কিনা সে সব তদন্ত-সাপেক্ষ।
পুলিশ অফিসার জানান, সোনার বিস্কুট দুটি আসল না নকল, সে ব্যাপারেও পরীক্ষা করা হবে।

পণ্য লোডিঙে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ১৬.৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি

গুয়াহাটি, ১৬ জুন (হি.স.) : গ্রাহকদের পরিষেবা দিতে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষজনের কাছে সময়মতো প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত করতে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। সেজন্যই পণ্য লোডিঙের ক্ষেত্রে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ক্রমাগতভাবে অগ্রগতি লাভ করছে। ২০২৪-এর মে মাসে বিভিন্ন পণ্যের ১.০৩৪ মিলিয়ন টন লোডিং পঞ্জিয়ন করা হয়েছে। যার ফলে বিগত বর্ষের একই সময়ের তুলনায় এই বৃদ্ধি ১৬.৮৩ শতাংশ।
আজ রবিবার উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে এ খবর দিয়ে জানান, ২০২৪-এর মে মাসে কিছু অন্যান্য সামগ্রীর লোডিঙের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বর্ষের একই সময়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নথিভুক্ত করা হয়েছে। ওই মাসে খাদ্যশস্যের লোডিং ৫৭.৭ শতাংশ, সিমেন্ট লোডিং ১২২.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছ। পূর্ববর্তী বর্ষের একই সময়ের তুলনায় কনটেইনার লোডিঙের ক্ষেত্রে ৩৩.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি পিওএল লোডিং ৬৯.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত অর্থবর্ষের একই সময়ের তুলনায় কাঠ ও ব্যালাস্টের মতো বিভিন্ন সামগ্রী লোডিঙের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৬৬.৭ এবং ৩৮.৮ শতাংশ বৃদ্ধি নথিভুক্ত করা হয়েছিল। তিনি জানান, চলতি অর্থবর্ষের গত দু-মাস অর্থাৎ এপ্রিল ও মে মাসে সিমেন্ট লোডিং ১৪ শতাংশ, খাদ্যশস্য লোডিং ৪১.৫ শতাংশ, সার লোডিং ২৯.২ শতাংশ, পিওএল লোডিং ৫৬.৩ শতাংশ এবং কনটেইনার লোডিং ৩৩.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
বছরের পর বছর পণ্য লোডিং বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয় অঞ্চলের বর্ধিত অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ইঙ্গিত বহন করে। পণ্য লোডিঙে অগ্রগতির ফলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণের পণ্য রাজস্ব সৃষ্টি হয়েছে বলে জানান উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে।

গঙ্গা দশেরায় নৌকাডুবি বিহারে, নিখোঁজ ৬

পাটনা, ১৬ জুন (হি. স.): রবিবার গঙ্গা দশেরা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন রাজ্যে গঙ্গার তীরে উপচে পড়ছে পুণ্যার্থীদের ভিড়। গঙ্গা দশেরাকে ''''গঙ্গাবতারন''''ও বলা হয়। মনে করা হয়, এই দিনেই পবিত্র গঙ্গা পৃথিবীর বুকে অবতরণ করেছিল। যা উদযাপন করতে পালন করা হয় গঙ্গা দশেরা। গঙ্গায় ডুব দিয়ে পুজো করা হয় তাঁর।
রবিবার গঙ্গা দশেরার পুজো সেরে ফেরার পথে বিহারে গঙ্গা নদীতেই উলটে গেল ভক্ত বোঝাই নৌকা। উমানাথ ঘাট থেকে যাত্রীদের নিয়ে দিয়ারা যাচ্ছিল ওই নৌকা। মাঝপথে উলটে যায় নৌকোটি।
গঙ্গা দশেরা উপলক্ষ্যে এদিন সমস্ত গঙ্গার ঘাটেই প্রশাসনের তরফে অতিরিক্ত পুলিশি পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। নদী তীর এবং ঘাটগুলিতে পুলিশের কড়া নজরদারি চলে। ফলে নৌকাডুবির খবর মিলতেই শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ১৭ জন ভক্ত নিয়ে এদিন রওনা দিয়েছিল ওই নৌকা। নৌকাডুবির পর ১১ জনকে উদ্ধার করা গিয়েছে। এখনও ৬ জন নিখোঁজ। তল্লাশি অভিযান চালাতে ডাকা হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।

রবিবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে সিআইটিইউ নেতৃবৃন্দ। নিজস্ব ছবি।

তিনটি ফৌজদারি আইনের পক্ষে মত প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় আইন ও ন্যায়বিচার মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী

কলকাতা, ১৬ জুন : কেন্দ্রীয় আইন ও ন্যায়বিচার মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) শ্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল আগামী মাস থেকে কার্যকর হতে যাওয়া 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-২০২৩', 'ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা-২০২৩' এবং 'ভারতীয় সাক্ষী আইন-২০২৩'-এর পক্ষে সওয়াল করলেনঊ তিনি ঔপনিবেশিক দমনমূলক ফৌজদারি আইন বাতিল করে সময়োপযোগী, দ্রুত ও ত্রুটিমুক্ত ন্যায়বিচারের সুযোগ করে দেওয়ার এই নতুন আইনের পক্ষে বলতে গিয়ে শনিবার কলকাতায় এক সম্মেলনে বলেন, "ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা তাদের প্রয়োজনীয়তা অনুসারেই আইন করেছিলঊ তারা এদেশের মানুষের কথা চিন্তা করেনিঊ উত্তরাধিকার আইন নিয়ে 'স্বত্ববিলোপ নীতি' যখন তারা নিয়ে এসেছিল, যে আইনে কোনো ভারতীয় শাসক পুরুষ উত্তরাধিকার ছাড়া মারা গেলে, সেই রাজ্য বিলুপ্ত হয়ে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, সেই আইন থেকেই তারা এই মানসিকতা নিয়েই একের পর এক আইন করেছেঊ ব্রিটিশরা তাদের বাধ্যবাধকতা অনুসারে আইনগুলো প্রণয়ন করেছেঊ কিন্তু এখন সময় বদলেছেঊ দেশ এখন ক্রমশ তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দিকে এগিয়ে চলেছেঊ এই সময়ে তাই এই ধরনের আইন আধুনিক চাহিদার সঙ্গে কোনো ভাবেই খাপ খায় নাঊ কেন্দ্রীয় সরকার আধুনিক সময়ের প্রয়োজনীতা অনুসারেই তিনটি ফৌজদারি আইন প্রণয়ন করেছেঊ"

নতুন তিনটি ফৌজদারি আইনের পক্ষে সচেতনতা তৈরির জন্য কলকাতায় রবিবার এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়ঊ কিছু মহল থেকে অভিযোগ উঠেছে যে, এই আইনগুলো তাড়াহুড়ো করে করা হয়েছে এবং জনগণের সঙ্গে এনিয়ে পরামর্শ হয়নিঊ এই অভিযোগ খণ্ডন করে শ্রী মেঘওয়াল বলেছেন, "আইন নিয়ে সব রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সহ সংশ্লিষ্ট সবার কাজ থেকে পরামর্শ চাওয়া হয়েছিলঊ আইন করার আগে ১৮টি রাজ্য, ছয়টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, দেশের প্রধান বিচারপতি, ১৬টি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, পাঁচটি আইন কলেজ, ২২টি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪২ জন সাংসদ, ২৭০ জন বিধায়কের পাশাপাশি সাধারণ জনগণের মতামত চাওয়া হয়েছিল এবং এনিয়ে আলোচনা হয়েছিলঊ"

আলোচনা অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে কেন্দ্রীয় আইন ও ন্যায়বিচার মন্ত্রকের সচিব ড় রাজীব মনি নতুন তিনটি ফৌজদারি আইনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেনঊ তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এই আলোচনা নতুন আইনগুলো প্রণয়নের যৌক্তিকতা বাড়িয়ে তুলবেঊ এই আইনগুলো আধুনিক প্রযুক্তির যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন কম্পিউটার, ইন্টারনেট ইত্যাদির গতির মত বিচারের প্রক্রিয়াকেও গতিময় করে তুলবে বলে তিনি উল্লেখ করেনঊ

আলোচনায় বক্তব্য রাখেন দেশের আইন কমিশনের সদস্য সচিব ড় রীতা বশিষ্ঠঊ প্রধান অতিথির ভাষণে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রী টি.এস. শিবগনানম বলেন, ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রয়োজনীয়তা থেকে তৈরি করা হয়েছিল আইনঊ কিন্তু এখন স্বাধীনতার প্রায় আট দশক পরে, যখন দেশ বিশেষ করে প্রযুক্তির দিক দিয়ে অসাধারণ ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন বিচার ব্যবস্থা কিছুতেই পিছিয়ে থাকতে পারে নাঊ

উল্লেখ্য, ভারতের রাষ্ট্রপতি নতুন তিনটি আইনে সম্মতি দেওয়ার পরে ডিপার্টমেন্ট অফ লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স এরকমই আরও দুটি আলোচনামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল নয়াদিল্লি ও গুয়াহাটিতেঊ যাতে আইনের সঙ্গে যুক্তদের, আইনের শিক্ষার্থীদের, আইন প্রণয়নকারী সংস্থা, শিক্ষাবিদ সহ সংশ্লিষ্ট সবার মধ্যে এই আইনগুলি নিয়ে সচেতনতা তৈরি করা যায়ঊ

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

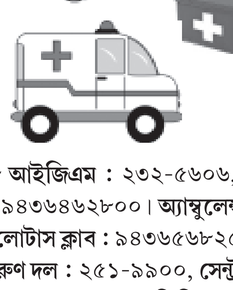

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম** : ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি** : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক** : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা** : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল** : ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স** : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা** : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব** : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব** : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব** : ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ** : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি** : ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি** : ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ** : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন**: ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন** : ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি** : ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম**: ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস** : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব** : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি** : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব** : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ** : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট** : ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন** : ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স** : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন** : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি** : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী)** : ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব** : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন** : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন** : ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট** : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন** : ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার** : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা** : ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা** : ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা** : ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা** : ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল** : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর** : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী** : ২৩২-০৭৩০, **জিবি** : ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী** : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম** : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া** : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর** : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো** : ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট** : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন** : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং** : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন** : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ধর্মনগর মন্ডলের উদ্যোগে বিজয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৬ জুন: তৃতীয়বারের মতো কেন্দ্রে বিজেপির নেতৃত্বে সরকার গঠিত হওয়ায় উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে ধর্মনগর মন্ডলের উদ্যোগে রবিবার বিজয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বিজয় করে দলীয় নেতা কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। রবিবার ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে ৫৬ ধর্মনগর মন্ডলের বিজয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশে মূলত উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগরের বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ দে সরকার, ধর্মনগর মন্ডলের সভাপতি শ্যামল কান্তি নাথ প্রমূখ।

১৮তম নির্বাচনে বিজেপি যে পুনরায় তৃতীয়বারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ধর্মনগরে এই বিজয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য ধর্মনগরে ২০ হাজার ৫৪৫ ভোটের ব্যবধানে বিজেপি দলের প্রার্থী মহারানী কীর্তি সিং দেববর্মা এগিয়ে ছিলেন। তাই যেসব কর্মীদের কঠোর প্রয়াসে এই জয় এসেছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে বিশ্ব বন্ধু সেন ভুলেননি। যেসব বুথে বিজেপি দলের প্রার্থী বেশি ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছেন তাদেরকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

তাছাড়া নির্বাচনের পর দীর্ঘদিন যারা ইভিএম মেশিন পাহারাতে ছিল তাদের কর্তব্যের জন্য সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তাছাড়া সার্বিকভাবে ধর্মনগরবাসীর উদ্দেশ্যে ব্যবধান ২০৫৪৫ ভোট করার জন্য তাদেরকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আগামী দিনে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি আরও বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন দলীয় নেতৃবৃন্দ।

বাইক, স্কুটি ও যাত্রীবাহী গাড়ির সংঘর্ষে আহত দুই, গাড়ির চালক পলাতক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৬ জুন: রবিবার বিকাল ৪ টে ৪০ মিনিটে ধর্মনগর সার্কিট হাউসের সামনে জেইল রোডে একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। একটি ম্যাজিক গাড়ি ধর্মনগর থেকে কৈলাসহরের দিকে এবং কৈলাসহর থেকে ধর্মনগর শহরের দিকে যাচ্ছিল আর একটি স্কুটি এবং একটি বাইক। এই তিন যানবাহনের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হয়েছেন দুইজন। ঘটনায় পলাতক ম্যাজিক গাড়ির চালক।

স্কুটির চালক ছিল মিঠু বাজপার(৩১), পিতা বাবুলাল বাজপার, বাড়ি শিববাড়ি। বাইকের চালক ছিল অর্ঘ পাল ভৌমিক(২৮), বাড়ি রাধাপুর, তার বাইকের নাম্বার ছিল টিআর ০২ এ ৮৬১৬। অপরদিকে ম্যাজিক গাড়িটির নাম্বার ছিল টিআর জিরো টু বি ২৪৮৯। তাদের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ম্যাজিক গাড়ির চালক পলাতক বলে জানায় এলাকাবাসীরা।

ঘটনার পরই এলাকাবাসীরা ধর্মনগর অগ্নি নির্বাপক বাহিনীকে খবর দিলে তারা গুরুতর আহত অবস্থায় অর্ঘ্য পাল ভৌমিককে উদ্ধার করে এবং মিঠু বাজপারকে ধর্মনগরের উত্তর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে অর্ঘ্য পাল ভৌমিকের অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে বহি:রাজ্যে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে পরামর্শ দেন।

দেশে পুনরায় এনডিএ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ৩৯ নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন: রবিবার পুর নিগমের ৩৯ নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে তৃতীয়বারের মতো দেশে এনডিএ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় আগে বিজয় মিছিলের আয়োজন করা হয়। এ দিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা মিনারানী সরকার, কর্পোরেটর অলক রায়, বিজেপি সদর শহর জেলা কমিটির সভাপতি অসীম ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা।

রাজধানীর এডিনগর থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পদ পরিক্রমা করে পুনরায় এডিনগর এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। রাজ্যের দুটি আসনে বিজেপির জয়ের জন্য এদিন রাজ্যবাসীকে ধন্যবাদ জানানো হয় এই বিজয় মিছিলের মধ্য দিয়ে ।

সিকিমে আটকে পর্যটকরা, উদ্ধারে বাধা ভারী বৃষ্টি

সিকিম, ১৬ জুন (হি. স.): ধসের কারণে সিকিম প্রায় বিচ্ছিন্ন। আটকে পড়া পর্যটকদের উদ্ধারে নামছে সরকার। রবিবার থেকে শুরু হচ্ছে উদ্ধার অভিযান। আর রবিবারই আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, সিকিমে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

গ্যাংটক-সহ একাধিক এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মঙ্গন জেলায় রাস্তা ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিঘ্নের কারণে আটকে পড়া ১২০০ জনের বেশি পর্যটককে রবিবার সরিয়ে নেওয়া হতে পারে। বিবৃতিতে বলা হয়, আবহাওয়া পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে লাচুং থেকে পর্যটকদের সরিয়ে নেওয়া শুরু হবে এয়ারলিফ এবং সড়কপথের মাধ্যমে। কিন্তু আকাশে ঘনঘন মেঘের গর্জন আর নীচে নদীর ভয়াল স্রোত আশঙ্কা বাড়াচ্ছে উদ্ধারকারী দল ও পর্যটক উভয়কেই।

দশহরায় গঙ্গা পুজোয় নবদ্বীপের ঘাটগুলিতে বাড়তি সতর্কতা

নবদ্বীপ, ১৬ জুন (হি. স.): প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে গঙ্গা দশেরা উদযাপিত হয়। রবিবার সেই বিশেষ তিথি। এদিন দেশজুড়ে গঙ্গা দশেরা উৎসব পালিত হচ্ছে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে এই দিনে দেবী গঙ্গা পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন।

এই উপলক্ষ্যে নবদ্বীপের বিভিন্ন ঘাটেও এদিন বহু মানুষ গঙ্গা স্নান করেন। গঙ্গা স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে যাওয়া-সহ কোনওরকম দুর্ঘটনা এড়াতে নবদ্বীপে প্রশাসনের তরফে নেওয়া হয় পদক্ষেপ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সেখানকার সব গঙ্গার ঘাটে স্নানের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় অস্থায়ীভাবে ব্যারিকেড করে জাল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। এছাড়াও মোতায়েন করা হয় বিপর্যয় মোকাবিলা টিমও।

তাপপ্রবাহের সতর্কতা দিল্লি-সহ উত্তর ভারতে; বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস পূর্ব ভারতে

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন (হি. স.): জুন মাসের মাঝামাঝি-ও নেই স্বস্তি। তাপমাত্রার পারদ ঊর্ধমুখীই। তীব্র তাপপ্রবাহ অব্যাহত উত্তর ভারতের একাধিক রাজ্যে। আগামী চার-পাঁচ দিন এসব জায়গায় আবহাওয়ার পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।

আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ১৯ জুন পর্যন্ত উত্তর ভারতে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় থাকবে। দিল্লি ও উত্তর প্রদেশে তাপমাত্রা ৪৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত থাকতে পারে। এর জন্য সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এছাড়াও মধ্যপ্রদেশ, বিহার, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, পঞ্জাবে তীব্র তাপপ্রবাহ এবং উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, ছত্তিশগড়ের একাংশে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি থাকবে।

অন্যদিকে দক্ষিণ ভারত ও উত্তর-পূর্বে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আর আগামীদিনে পূর্ব ভারতের কয়েকটি রাজ্যে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

ঘুরার উদ্দেশ্যেই বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছিল সপ্তম শ্রেণীর দুই ছাত্র, উদ্ধারের পর নিজেরাই জানালো পুলিশকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, পানিসাগর, ১৬ জুন: নিখোঁজ হওয়ার ৫ দিন পরে দুজন স্কুল ছাত্রকে খুঁজে পাওয়া গেল রবিবার। ঘটনা পানিসাগরের উপ্তাখালি মানিকছড়া এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে গত বুধবার পানিসাগর মহকুমার অন্তর্গত উপ্তাখালী এলাকা থেকে সপ্তম শ্রেণীতে পাঠরত দুজন স্কুল ছাত্র নিখোঁজ হয়েছে বলে পানিসাগর থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত ডায়রী নথিভুক্ত করা হয়। এরপর থেকেই পুলিশি তৎপরতায় শুরু হয় তল্লাশি। অবশেষে রবিবার ভোরে পেঁচারথল থানার তৎপরতায় নিখোঁজ হওয়ার দুইজন স্কুল ছাত্রকে খুঁজে পেয়ে তাদের অভিভাবকদের পেচারথল থানায় ডেকে নিয়ে তাদেরকে সনাক্ত করা হয়। এরপর অভিভাবকসহ নিখুঁজ হওয়া দুজন স্কুল ছাত্রকে পানিসাগর থানায় নিকট প্রেরণ করা হয়। অভিভাবক সহ নিখোঁজ হওয়া দুজন স্কুল ছাত্রের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, তারা নিজ ইচ্ছায় একসাথে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। যাওয়ার সময় অভিভাবকদের অলক্ষ্যে কিছু টাকা-পয়সাও তারা নিয়ে যায়। তারা জানিয়েছে ঘুরে বেড়ানোর উদ্দেশ্যেই অভিভাবকদের না বলেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পরে তারা। ছাত্র দুটির এরূপ আচরণে গোটা এলাকায় এক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়ে পড়েছিল। আজ তাদের ঘরে ফিরে আসার কারণে এলাকার স্বস্তির বাতাবরণ বইছে।

জেলে সাজা প্রাপ্ত যোগ-ব্যায়ামের প্রশিক্ষণ, যোগা দিবসকে সামনে রেখে বিশেষ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৬ জুন: এক সপ্তাহ ব্যাপী আন্তর্জাতিক যোগা দিবসকে সামনে রেখে আজ অর্থাৎ রবিবার ধর্মনগরের কালিকাপুরের সাবজেল এবং রিহাবেশন হোমে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস পালিত হলো। যারা জেলের কয়েদী তাদের মধ্যে যে যোগের এবং প্রাণায়ামের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তাদের জীবন সংস্কারের জন্য যোগ প্রাণায়ামের অত্যাধিক মাহাত্ম্য রয়েছে তা নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তাছাড়া জেলরোডের হোমে যোগের যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তার ওপর বিশেষ আলোচনা রাখেন প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মনগরের কর্ণধার বিএস মামনি। জেলের কয়েদিরা যেমন যোগ চর্চার মাধ্যমে নিজেদেরকে সঠিক পথে নিয়ে আসার প্রবণতা দেখাবে তেমনি হোমের মানুষরা তাদের মানসিকভাবে বিপর্যস্ত জীবনকে সঠিক জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য যোগের অত্যন্ত ভালো হয়েছে বলে বলেন বিএস মামনি।

মেঘালয় জাতীয়

● প্রথম পাতার পর

অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে রাস্তা। জলের ধাক্কায় রাস্তার পিচ সরে গিয়ে জল-কাদায় একাকার হয়ে পড়েছে জাতীয় সড়ক। ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। দূরপাল্লার যাত্রী এবং পণ্যবাহী লরিগুলোর চালকদের চরম যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এদিকে রাস্তার ভয়াবহতার সুযোগে অসাধু ব্যবসায়ীরা লাগামছাড়া নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে অধিক মুনাফা আদায়ে উন্মত্ত হয়ে পড়েছে। একটি ডিমের দাম কুড়ি টাকা, ৫ টাকার বিস্কুট বিক্রি হচ্ছে ১০ থেকে ১৫ টাকায়। ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে গুয়াহাটি তথা দেশের অন্যান্য স্থানের সঙ্গে বরাক উপত্যকা তথা পার্শবর্তী ত্রিপুরা, মিজোরাম ও মণিপুর রাজ্য সড়কপথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।প্রত্যেক বছর বর্ষার মরশুমে ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের মেঘালয়ের ধসপ্রবণ পাহাড়ি রাস্তায় ভয়ংকর ভূমিধস সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য ই-মেলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে বরাক উপত্যকার বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে একাধিক স্মারকপত্র পাঠানো হয়েছে।

রাজ্যে রক্তদান জন

● প্রথম পাতার পর

জানিয়ে বলেন, রক্তদানের মাধ্যমে সমাজে সৌভ্রাতৃত্বের চেতনার উন্মেষ ঘটে। একজন ব্যক্তি তার দান করা রক্তের মাধ্যমে চারজন মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচাতে পারেন। রাজ্যে যেভাবে এখন রক্তদান উৎসব আয়োজিত হচ্ছে এতে করে রাজ্যে রক্তের সমস্যার সমাধান হবে। তবে রক্তের চাহিদা এবং সরবরাহ বিষয়ে অবশ্যই খেয়াল রাখা প্রয়োজন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার রাজ্যের মানুষদের কাছে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে অগ্রাধিকার দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার ন্যায় মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা রাজ্যে চালু করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অসীম সাহা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে। উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান নবাদল বণিক, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. বিশাল কুমার। অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন এবং রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন। শিবিরে ৮০ জন রক্তদান করেছেন।

মাহেশ্বরী ভবনে

● প্রথম পাতার পর

কবিতা পাতিদার।

এদিকে বিজেপির এই কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল আশ্রিতদের সঙ্গে কথা বলেছেন। যাবতীয় বিষয় খতিয়ে দেখেছেন। সেখানে থাকা বিজেপি কর্মী সমর্থকরাও বিস্তারিত তুলে ধরেছেন প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বদের সামনে।

বিজেপি সূত্রে খবর, রবিবার রাতটুকু কলকাতায় কাটিয়ে তাঁরা সোমবার সকালেই রওনা হবেন কোচবিহারের উদ্দেশ্যে।

ইতিমধ্যে বোমাতঙ্কের ঘটনাটির পরিপ্রেক্ষিতে তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মিডিয়ার কো-ইনচার্জ কালিচরণ সাহা। তিনি বলেন, তিনজন সাংসদ একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে আসার ঠিক আগ মুহূর্তে এ ধরনের ঘটনা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। শহরের বুকে এধরনের ঘটনা কিভাবে ঘটে তা নিয়ে তিনি আশ্চর্য প্রকাশ করেন। কলকাতা পুলিশের ভূমিকায় খুব উগরে দেন কালীচরণ সাহা।

প্রসঙ্গত, রবিবার কলকাতায় আসার পরে সোমবার তাঁদের যাওয়ার কথা ছিল ডায়মন্ড হারবারে। কিন্তু সোমবার ঈদের উৎসব হওয়ায় তাঁরা সেখানে না গিয়ে উত্তরবঙ্গের কোচবিহারে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল বাংলা সফর সেরে রিপোর্ট জমা দেবেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাকে।

পালাবার পথে আটক

● প্রথম পাতার পর

ছেলে জরিফ উদ্দিন সেখের(২৪) এক বছরের ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। কেউ কারোর সঙ্গে দেখা না করেও মোবাইলের মাধ্যমে ভালবাসার রসদ জুগিয়েছিল। এমতাবস্থায় অসমের সেই প্রেমিক নিজের আট বছরের বড়ো প্রেমিকাকে নিতে ছাওমনু ছুটে যায়।

তখন ঘরে নিজের তিন সন্তান রেখে টুক্কবী চাকমাও নতুন প্রেমিকের সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। দুজনের দেখা হওয়ার পর তারা অসমের উদ্দেশে রওনা দেয়। ইতিমধ্যে টুক্কবীর স্বামী নিজ ঘরে এবং অন্যত্র কোথাও স্ত্রীকে খুঁজোখুজি করে না পেয়ে ছাওমনু থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন।পরে ছাওমনু থানার পুলিশ নিখোঁজের বিষয়টি চুরাইবাড়ি থানায় জানালে সেকেন্ড ওসি প্রিতীময় চাকমা ত্রিপুরা থেকে বহিঃরাজ্যে যাওয়ার প্রতিটি যাত্রীবাহী গাড়িতে তল্লাশি চালান ও রাতে সফলতা পান।

প্রেমিক যুগলকে আটক করে প্রেমিকার বাড়িতে খবর দেন ও রবিবার তার পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বলে জানান সেকেন্ড ওসি। এদিকে এভাবে গৃহবধূ থেকে শুরু করে যুবতী মেয়েরা অর্থের লোভে পড়ে ইচ্ছাকৃত ভাবে বহিঃরাজ্যে পাড়ি জমাচ্ছে। অপরদিকে তাদের পরিবারের লোকেরা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি জমা করছেন। এতে করে অনেক সন্তান মা হারা হচ্ছে। এতে আগামী প্রজন্মের সন্তানরাও ধ্বংসের মুখে ধাবিত হচ্ছে।

৯০ উর্ধ বৃদ্ধা মাকে বাড়ি

● প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন বলে জানা গেছে এলাকাবাসীর সূত্রে। বর্তমানে হাসপাতাল থেকে এসে একটি দোকানের বারান্দায় দিন গুজরাণ করছেন ওই বৃদ্ধ মা। কিন্তু দুই পাষণ্ড ছেলে মাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে নারাজ। এলাকাবাসীরা তাদের মাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বললেও তারা স্পষ্ট ভাবে অস্বীকার করে। ঘটনায় প্রশাসনের হস্তক্ষে দাবী করেছেন এলাকাবাসী।

আগরতলাবাসীকে ১০

● প্রথম পাতার পর

নেওয়া হবে। তাঁর হুঁশিয়ারি, ওই আইনে জরিমানার পাশাপাশি বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন করা হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, আগামীদিনে আরও কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবে বিদ্যুৎ দফতর।

আজ বিদ্যুৎমন্ত্রী প্রত্যয়ের সুরে বলেন, রাজ্যের ভোক্তাদের নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানে বিদ্যুৎ দপ্তর দায়বদ্ধভাবে কাজ করছে। পাশাপাশি বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কল সেন্টারের ১৯১২ নম্বর ছাড়াও ওয়াটসঅ্যাপ নম্বর (৯৮৬৩৫৯৬০৮১), বিদ্যুৎবন্ধু অ্যাপ, ওয়েবসাইট (ন্দ্রন্দ্রন্দ্র.ঠ্ন্তত্রত্বন্দ্বদ্র) ইত্যাদি ব্যবস্থাও দপ্তর চালু করেছে। এগুলি ব্যবহারের জন্য বিদ্যুৎ গ্রাহকদের আরও বেশী করে সচেতন করতে হবে।তাঁর কথায়, রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বিদ্যুৎ ব্যবহার হয়ে থাকে আগরতলা শহর এলাকায়। আগরতলা ১নং সার্কেলের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে নতুন একটি কল নম্বর আজ থেকে চালু করা হয়েছে। এই নম্বরটি হল ৬০৩৩১৩২০৮২। ১৯১২ নম্বরের পাশাপাশি এই নম্বরের মাধ্যমেও গ্রাহকরা ২৪ ঘন্টা পরিষেবা পাবেন। তাঁর দাবি, আগরতলার ১নং সার্কেলের অর্নগত বনমালীপুর, বড়দোয়ালী, আই জি এম, যোগেন্দ্রনগর, প্রতাপগড়, আমতলি, সেকেরকোট, জিবি, ক্যাপিটল কমপ্লেক্স এবং দুর্জয়নগর বিদ্যুৎ ডিভিশনের গ্রাহকরা এই সুবিধা পাবেন।

কাশ্মীরের জন্য 'জিরো

● প্রথম পাতার পর

পুলিস মহানির্দেশক এবং অন্যান্য উর্ধতন আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিরাপত্তা সংস্থাগুলিকে জম্মু বিভাগে এরিয়া ডমিনেশন প্ল্যান এবং জিরো টলারেন্স নীতির মাধ্যমে কাশ্মীর উপত্যকায় অর্জিত সাফল্যের প্রতিলিপি করার নির্দেশ দিয়েছেন। শ্রী শাহ জোর দিয়েছিলেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার উদ্ভাবনী উপায়ে সন্ত্রাসীদের দমন করে একটি উদাহরণ স্থাপন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অমিত শাহ সমস্ত নিরাপত্তা সংস্থাকে মিশন মোডে কাজ করার এবং সমন্বিত পদ্ধতিতে দ্রুত প্রতিক্রিয়ায় তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে, জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। তিনি যোগ করেছেন, সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি দেখায় যে সন্ত্রাসবাদকে অত্যন্ত সংগঠিত সন্ত্রাসী সহিংসতা থেকে একটি নিছক প্রক্সি যুদ্ধে সঙ্কুচিত হতে বাধ্য করা হয়েছে। তিনি জোর দিয়েছিলেন যে আমরা এটিকেও নির্মূল করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

অমিত শাহ নিরাপত্তা সংস্থাগুলির মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সমন্বয়ের উপর জোর দিয়েছেন, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলি চিহ্নিত করা এবং এই ধরনের এলাকার নিরাপত্তার উদ্বেগগুলিকে সমাধান করা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি পুনর্ব্যক্ত করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে সরকার জম্মু ও কাশ্মীর থেকে সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করতে কোনো কসরত ছাড়বে না।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে, ভারত সরকারের বিভিন্ন প্রচেষ্টা কাশ্মীর উপত্যকায় সন্ত্রাস সম্পর্কিত ঘটনাগুলি উল্লেখযোগ্য হ্রাসের সাথে বিশেষ ইতিবাচক ফল দিয়েছে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি কাশ্মীর উপত্যকায় পর্যটকদের রেকর্ড প্রবাহে প্রতিফলিত হয়। শ্রী শাহ লোকসভা নির্বাচন সফলভাবে পরিচালনার জন্য নিরাপত্তা সংস্থা এবং জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসনের প্রশংসা করেছেন, যা জম্মু ও কাশ্মীরে রেকর্ড ভোটারদের প্রত্যক্ষ করেছে।

চাহিদা অনুযায়ী যোগান

● আটের পাতার পর

কিনে নিতে পারবে। উত্তর ত্রিপুরা জেলার পাশাপাশি জেলা ও ধোলাই জেলার বর্ডার হাউসে মুরগির বাচ্চাগুলো দেওয়া হয়, বর্তমানে দ্রুস্ত্ব থেকে একটা প্রজেক্ট চলছে তিন থেকে চার মাসের মধ্যে প্রজেক্টটি হস্তান্তর করা হবে এবং এই প্রজেক্টটা হয়ে গেলে ডিম এবং মুরগির বাচ্চা উৎপন্ন আরো অনেক বৃদ্ধি পাবে।

গতবছর রেভিনিউর সাথে তুলনা করলে ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ছিল এবার সেটা বৃদ্ধি হয়ে আনুমানিক ১৭ লক্ষ টাকার হয়েছে। গত বছর ৪১ হাজার বাচ্চা উৎপাদন হয়েছিল এবার অর্থাৎ ২০২৪ অর্থবছরে ৫০০০০ হয়েছে। ডিম উৎপাদন হয়েছিল গত বছর ১ লক্ষ ২৭ হাজার এবছর হয়েছে এক লক্ষ সুতরাং রেভিনিউ এবং প্রোডাকশন অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানান অতিরিক্ত তত্ত্বাবধায়ক সঞ্জয় কুমার দাস।

ধানক্ষেত থেকে অগ্নিদগ্ধ

● আটের পাতার পর

এলাকাবাসীরা। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় দমকল কর্মীদের। দমকল কর্মীরা মহিলাকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসে। কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যায় পুলিশ। কিভাবে মহিলার মৃত্যু হয়েছে তা নিয়ে এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বিভিন্ন

● আটের পাতার পর

উচ্চ আদালতে নির্দেশকে গুরুত্ব না দিয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং সহায়িকা তাদের সঙ্গে বঞ্চনা করছে রাজ্য সরকার। তাদের মজুরি অনেক কম, এমনকি ষাট বছর বয়স হওয়ার পর থেকে তারা আর দায়িত্ব পালন করতে পারেন না। যার ফলে জীবনের বেশিরভাগ সময় সরকারি কাজে নিয়োজিত থেকেও আর্থিকভাবে তারা চিরকাল বঞ্চিতই থেকে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং সহায়িকাদের গ্রাচুয়িটি প্রদান করার জন্য নির্দেশ দান করেন সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু রাজ্য সরকারের কোনো হেলদোল নেই। রাজ্য যাতে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং সহায়িকাদের গ্রাচুয়িটি প্রদান করা হয়, তার দাবি জানান মুখ্যমন্ত্রী।

পানিসাগর টাউন ফলে বিশেষ

● আটের পাতার পর

পড়ছে দামছড়ার ঘরে ঘরে। তাই সচেতনতা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। সচেতনতাই হচ্ছে একমাত্র মাধ্যম যার মাধ্যমে বর্তমান সমাজকে সুশৃংখল এবং সুস্থভাবে বাঁচিয়ে তোলা যায়। এব্যাপারে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করার জন্য মহিলা কমিশনের তরফ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

রাজ্যপালের উপস্থিতিতে

● আটের পাতার পর

সেমিনার, কর্মশালার আয়োজন করার জন্য রাজ্যপাল সন্তোষ প্রকাশ করেন। রাজ্যপাল আশা প্রকাশ করেন এই সম্মেলন ফিজিওথেরাপির সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞ ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য সহায়ক ভূমিকা নেবে।

রাজাপাল সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত ফিজিওথেরাপির জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং সামগ্রী প্রদর্শনীও ঘুরে দেখেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশান অব ফিজিওথেরাপি এর সভাপতি প্রফেসর (ডা) সঞ্জিব কুমার ঝা ও ট্রেজারার রুচি বারসনে, উত্তরপূর্বাঞ্চল ফিজিওথেরাপি সম্মেলনের আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান ডা. বরবির দেবনাথ প্রমুখ।

াঙ্গন

রাজ্য ক্রিকেটে হেরে পিছিয়ে সোনামুরা জয় দিয়ে এলিট লীগ সূচনা কমলপুরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে লীগ অভিযান শুরু কমলপুরের। যদিও গ্রুপ লীগ। চারদলীয় গ্রুপে আপাতত শীর্ষে। গ্রুপের প্রথম ম্যাচ বৃষ্টি ও মন্দ পরিস্থিতির কারণে পরিত্যক্ত ঘোষণা হওয়ায় রবিবারে কমলপুরকে প্রথম ম্যাচে প্রথম জয় সেমিফাইনালের লক্ষ্যে এক ধাপ এগিয়ে রেখেছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র স্টেট মিট এলিট টুর্নামেন্টের বি গ্রুপের দ্বিতীয় খেলায় আজ, রবিবার কমলপুর ৭১ রানের বড় ব্যবধানে সোনানুরা-কে পরাজিত করেছে। আগরতলার এমবিবি স্টেডিয়ামে খেলা।

পরিস্থিতি প্রতিকূলতার কারণে খেলা শুরু হতে অনেকটা সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে বলে ওভার সংখ্যা কমিয়ে ২২ করা হয়। বেলা দেড়টা নাগাদ ম্যাচ শুরুতে টস জিতে সোনামুরা প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়।

ব্যাটিং এর আমন্ত্রণ পেয়ে কমলপুর সীমিত ২২ ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে ১১০ রান সংগ্রহ করে দলের পক্ষে জয়দীপ বণিকের সর্বাধিক ২৬ রান, রিমন দেববর্মার ২৩ রান এবং প্রদীপ দাসের ১৮ রান উল্লেখযোগ্য। সোনামুড়ার অমরেশ দাস ৩২ রানে তিনটি, রায়হান আহমেদ আরমান ২৩ রানে দুইটি এবং রমেশ দেববর্মা একটি উইকেট পেয়েছে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে সোনামুড়ার ব্যাটার্সরা চূড়ান্ত ব্যাটিং ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। উইকেট রক্ষক উত্তম দে সর্বাধিক ১৬ রান পায়। অন্য কারোর ব্যাট থেকেই তেমন রান আসেনি।

১৩.৩ ওভার খেলে সবকটি উইকেট হারিয়ে ৩৯ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। উইকেট রক্ষক উত্তম দে-র ১৬ রান একমাত্র উল্লেখ করার মতো। কমলপুরের বোলার আব্দুল কালাম ও প্রদীপ দাস ছয় করে রান দিয়ে দুজনেই তিনটি করে নেয়। এছাড়া, তপায়ন রায় ৪ রানে ও বাপ্পা শুক্ল বৈদ্য ২২ রানে দুটি করে উইকেট তুলে নেয়। ব্যাটে-বলে তথা দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে প্রদীপ দাস পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

শুভঙ্করের শতক, অঙ্কুরের বোলিংয়ে জয়ী তেলিয়ামুড়া : প্রণবিন্দুর ৬ উইকেট বিফলে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে দারুণ সূচনা তেলিয়ামুড়ার। হারিয়েছে অমরপুর কে ১৭৪ রানের ব্যবধানে। খেলা সিনিয়র স্টেট মিট প্লেট গ্রুপের। আয়োজক ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন। শান্তির বাজারের বাইখোড়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তেলিয়ামুড়া ১৭৪ রানের বিশাল ব্যবধানে অমরপুর কে পরাজিত করে প্লেট গ্রুপের এ বিভাগে আপাতত পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রয়েছে। সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে অমরপুর প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে তেলিয়ামুড়া নির্ধারিত ৫০ ওভারের চার বল বাকি থাকতে সব কটি উইকেট হারিয়ে ২৬০ রান সংগ্রহ করে। দুর্দান্ত শতক পায় শুভঙ্কর দেবনাথ। শুভঙ্কর ১১০ বল খেলে নটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১০২ রান সংগ্রহ করে। এছাড়া, পামীর দেবনাথের ৭৩ রানও উল্লেখযোগ্য। পামীর ১১৭ গোল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও ছটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৭৩ রান পায়। অর্জুন দাস ২৮ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৪০ রান সংগ্রহ করে বেশ সঙ্গ দিয়েছে। মূলতঃ শুভঙ্কর, পামির ও অর্জুন ছাড়া অন্যরা আয়ারাম-গয়ারাম করে উইকেট ছেড়ে প্যাভেলিয়নে ফিরেছেন। অমরপুরের প্রণবিন্দু সাহা, ৬৭ রানে ছয়টি উইকেট পেয়েছেন। এছাড়া, রিতেশ দাস ও দেবোত্তম ঘোষ দুটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে অমরপুর ব্যাট করতে নেমে শুরুতে একটু ধরে খেলার চেষ্টা করলেও কার্যত তেলিয়ামুড়ার অংকুর, অর্জুন ও দুর্লভের বোলিং দাপটে হাল ছেড়ে প্যাভেলিয়নে ফিরতে বাধ্য হয়। ২৭.৪ ওভার খেলে ৮৬ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। রিতম দাস ৩৩ রানে অপরাজিত থাকলেও অন্যদের ব্যর্থতায় এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। অঙ্কুর দেবনাথ ছয় রানে পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছানোর পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া অর্জুন দাস ও দুর্লভ রায় দুটি করে উইকেট পেয়েছে।

বিশালগড়কে হারিয়ে রাজ্য সিনিয়র এলিট ক্রিকেটে দারুন শুরু শান্তির বাজারের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিশালগড়কে হারিয়ে দুর্দান্ত জয় দিয়ে লীগ অভিযান শুরু শান্তির বাজারের। চারদলীয় গ্রুপ লীগে এই জয়ের সুবাদে আপাতত শীর্ষে। গ্রুপের প্রথম ম্যাচ বৃষ্টি ও মন্দ পরিস্থিতির কারণে পরিত্যক্ত ঘোষণা হওয়ায় রবিবারে বিশালগড়ের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে প্রথম জয় শান্তিরবাজার কে সেমিফাইনালের লক্ষ্যে এক ধাপ এগিয়ে রেখেছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র স্টেট মিট এলিট টুর্নামেন্টের এ গ্রুপের দ্বিতীয় খেলায় আজ, রবিবার শান্তির বাজার ৪১ রানের ব্যবধানে বিশালগড়-কে পরাজিত করেছে। ধর্মনগর কলেজ স্টেডিয়ামে খেলা। পরিস্থিতি প্রতিকূলতার কারণে খেলা শুরু হতে অনেকটা সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে বলে ওভার সংখ্যা কমিয়ে ৩৪ করা হয়। বেলা ১১:৩০ নাগাদ ম্যাচ শুরুতে টস জিতে বিশালগড় প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিং এর আমন্ত্রণ পেয়ে শান্তির বাজার সীমিত ৩৪ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৮৭ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে জনক রিয়াংয়ের ৪৬ রান এবং রাজদীপ দত্তের ৪১ রান উল্লেখযোগ্য। বিশালগড়ের জয়দেব দেব ৩৭ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে বিশালগড়ের ব্যাটার্সরা ভালো সূচনা করলেও মিডল ও টেল এন্ডার্সরা ব্যাটে তেমন রান পায়নি বলে শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি। ৩০ ওভারে ১৪৬ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে সাহিল সুলতানের ৪১ রান এবং জয় কিষান সাহার ২৪ রান ও কৃষ্ণধন নমঃর একুশ রান উল্লেখ করার মতো। শান্তির বাজারের অপূর্ব বিশ্বাস ২৯ রানে এবং রাজদীপ দত্ত ২২ রানে তিনটি করে উইকেট তুলে নেয় এছাড়া বিপ্লব দাস পেয়েছে দুটি উইকেট। ব্যাটে বলে দারুন অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে বিজয়ী দলের রাজদীপ দত্ত পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

রাজ্য সিনিয়র প্লেট গ্রুপ ক্রিকেটে উত্তমের পারফরম্যান্সে আমবাসা জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে লীগ সূচনা করেছে আমবাসা দলও। ছয় উইকেটে দুর্দান্ত জয়। হারিয়েছে লংতরাই ভ্যালি দলকে। খেলা সিনিয়র স্টেট মীট প্লেট গ্রুপের লিগ ম্যাচ। প্রথম দিনের খেলায় আমবাসা ৬ উইকেটের ব্যবধানে এল টিভি কে পরাজিত করে গুরুত্বপূর্ণ জয় পেয়েছে। বিলোনিয়ার বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়ামে সকালে ম্যাচ শুরুতে প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য কিছুটা অপেক্ষা করতে হয়েছে বলে ওভার সংখ্যা কমিয়ে চল্লিশ করা হয়েছিল। টস জিতে লংতরাই ভ্যালি প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৪০ ওভারে লন্তরায় ভ্যালি ৮ উইকেট হারিয়ে ১৬২ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে রিন্টু চাকমা সর্বাধিক ২৮ রান পায়। আমবাসার উত্তম কলই করণ ত্রিপুরা ও রূপান্ত দাস প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে আমবাসা দল বিশেষ করে রাহুল পাল ও উত্তম কলই-র অনবদ্য ব্যাটিংয়ে জয় হাসিল করে নেয়। আঠাশ দশমিক দুই ওভার খেলে চার উইকেট হারিয়েই আমবাসা জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। রাহুল পাল ৪৫ রান সংগ্রহ করে তবে বলে ব্যাটে দারুণ পারফরম্যান্সের সৌজন্যে, উত্তম কলই পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

সাগরের দুরন্ত বোলিংয়ে গন্ডাছড়াকে হারিয়ে সহজ জয় বিলোনিয়ার

গন্ডাছড়া-১৬১ বিলোনিয়া-১৬৭/৫

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রত্যাশিতভাবে জয় দিয়ে আসর শুরু করলো বিলোনিয়া মহকুমা। ব্রজেন্দ্রনগর স্কুল মাঠে রবিবার বিলোনিয়া মহকুমা ৫ উইকেটে পরাজিত করে অপেক্ষাকৃত দুর্বল গন্ডাছড়া মহকুমাকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র ক্রিকেটের প্লেট গ্রুপে। ম্যাচে গন্ডাছড়ার গড়া ১৬১ রানের জবাবে বিলোনিয়া মহকতুমা ৫ উইকেট হারিয়ে জযের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দলের সাগর ভৌমিক ৪ উইকেট দখল করেন।সকালে বিলোনিয়ার অধিনায়ক টসে জয়লাভ করে গন্ডাছড়া মহকুমাকে প্রথমে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান। সাগর ভৌমিকের বিধ্বংসী বোলিংয়ে শুরু থেকেই খাদের কিনারায় চলে যায় গন্ডাছড়া মহকুমা। দলের হয়ে ৭ নম্বরে ব্যাট করতে নামা প্রলয় দাস যদি কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে না তুলতেন তাহলে হয়তোবা গন্ড ছড়ার ওর ১০০ রানের গন্ডি পার হতো না।শেষ পর্যন্ত ৩৪.৪ ওভারের উইকেট হারিয়ে গন্ডছড়া ১৬১ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে প্রলয় দাস ৫৪ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৮ রান করেন। এছাড়া হেমন্ত চক্রবর্তী ৩২ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮ রান এবং দেবল চৌধুরী ২৭ বল খেলে একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করেন। এছাড়া দলের আর কোন ব্যাটসম্যান ২২ বাজে টিকে থাকার মানসিকতা দেখাতে পারেননি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩৫ রান। বিলোনিয়া মহকুমার পক্ষে সাগর ভৌমিক ২৮ রানে চারটি এবং তাপস চৌধুরী ৩৫ রানে দুটি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে শুরু থেকেই মার মুখে মেজাজে ছিলেন বিলোনিয়া মহাকুমার ব্যাটসম্যানরা। দল ২৩.১ ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান রান তুলে নেয়। শুরু থেকেই বিলোনিয়া ব্যাটসম্যানরা দ্রুত রান তোলার দিকে নজর দেয়। দলের পক্ষে অরুপ দত্ত ৩৭ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০, প্রাঞ্জল দেব ২৭ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারের সাহায্যে ২৯, আকাশ দাস ১৭ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার ওভার সাহায্যে ২৭ (অপ), তন্ময় দাস ১৮ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ এবং নবজিৎ দে ২৮ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে প্রায় ২২ রান। গন্ডাছড়ার পক্ষে মানুষ রিয়াং ২৩ রানে দুটি উইকেট দখল করেন।

ব্যাটিং ব্যর্থতায় পরাজিত সাব্রুম প্লেট গ্রুপে জয় ছিনিয়ে এগিয়ে খোয়াই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচ দিয়েই শুরু হয়েছে এবারকার সিনিয়র স্টেট মিট। প্লেট গ্রুপের খেলা। আয়োজক ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন। মেলাঘরের শহিদ কাজল স্মৃতি ময়দানে প্লেট গ্রুপের এ বিভাগের খেলায় খোয়াই ১৫৬ রানের ব্যবধানে সাব্রুম কে পরাজিত করেছে। যদিও এটি ভি জে ডি ও অন্যান্য মেথডে হিসেব-নিকেশের মাধ্যমে হয়েছে। সকাল ন'টায় ম্যাচ শুরু হলেও বৃষ্টির কারণে তা কমিয়ে ৪৬ ওভার করা হয়েছিল। টস দিতে সাব্রুম প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। খোয়াই প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ৪৬ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ২১৭ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়। দলের পক্ষে অভিরাজ বিশ্বাসের ৫৪ রান অর্কদ্যুতি দেব -এর অপরাজিত ৩৪ রান এবং পার্থ শবরের ৩৩ রান উল্লেখযোগ্য। সাব্রুমের প্রণব দেবনাথ ৪৬ রানে ৪টি উইকেট পেয়েছিল। জবাবে সাব্রুমের ব্যাটার্সরা তেমন ব্যাটিং নৈপুণ্য দেখাতে পারেনি। ২৪.৩ ওভার খেলে ৬১ রান সংগ্রহ করেই ইনিংস গুটিয়ে নেয়। খোয়াইয়ের সুজিত চন্দ্র দেব একাই ১২ রানের বিনিময়ে ছয়টি উইকেট তুলে নিয়ে সাব্রুমের গতি রোধ করে অল্পেতে থামিয়ে দেয়। এবং প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও জিতে নেয়। এছাড়া, রাহুল বিশ্বাস পেয়েছে তিনটি উইকেট ১৪ রানের বিনিময়ে। সাব্রুমের প্রণব দেবনাথ সর্বাধিক ২৩ রান পায়। ৬ জন ব্যাটসম্যান শূন্য রানে প্যাভিলিয়নে ফেরেন। ১৫৬ রানে জয় ছিনিয়ে খোয়াই গুরুত্বপূর্ণ ৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে মাঠ ছাড়ে।

এগিয়ে চল সংঘের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সততা, একতা ও নিষ্ঠার প্রতীক এগিয়ে চল সংঘ।

এই তিনটি শব্দকে সামনে রেখেই সাধারণ সম্পাদক সুমন্ত গুপ্ত ওনার বার্ষিক প্রতিবেদন সূচনা করেছেন। সম্পূর্ণ বিধিসম্মত উপায়ে এবং ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চল সংঘের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ।

রবিবার সকালে সংঘের প্রাঙ্গনে সভাপতি চঞ্চল নন্দীর পৌরহিত্যে প্রায় ৮৫ শতাংশ সদস্যদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় সাধারণ সম্পাদক ওনার বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন।

যার মধ্যে বর্ষব্যাপী আয়োজিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও গঠনমূলক অনুষ্ঠান সমূহ উল্লেখ করার পাশাপাশি, যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছেন তাঁদের প্রত্যেককে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন। পাশাপাশি কোষাধ্যক্ষ সুব্রত সাহা গত এক বছরে ১ কোটি ৪৩ লক্ষ ৭ হাজার ২২৪ টাকা আয়-ব্যয়ের হিসাব নিকাশও পেশ করেন।

পরবর্তী সময়ে উপস্থিত সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসেব-নিকেশ অনুমোদিত হয়। সবশেষে সভাপতি ও সম্পাদক সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জাগরণ 17 June 2024, Monday আগরতলা ১৭ জুন, ২০২৪ ইং, ■ ২ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার
■Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

রক্তের সামঞ্জস্য বজায় রাখতে রক্তদান অব্যাহত রাখতে হবে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন ।। রক্তের সামঞ্জস্য বজায় রাখতে রক্তদান অব্যাহত রাখার আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার ভারতীয় জনতা পার্টির ৮ নং টাউন বড়দোয়ালী মণ্ডলের ৩৩ নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে আপনজন ক্লাব প্রাঙ্গণে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত থেকে এই কথা বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রক্ত সংরক্ষণ করা যায়। তা না হলে সেটি নষ্ট হয়ে যায়। যার ফলে রক্তদানের সামঞ্জস্য বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। তাই প্রত্যেককে রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য এদিন আহবান করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন নির্বাচনের জন্য রাজ্যে রক্তের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এই ঘাটতি পূরণ করতে হলে প্রত্যেককে রক্তদানে এগিয়ে আসতে হবে। বিভিন্ন সামাজিক সংস্থাগুলি যেন রক্তদানের আহ্বান করেন তার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী।।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যে বর্তমানে ছয়টি রক্তের সেপারেশন সেন্টার রয়েছে। যার মধ্যে দুটি বেসরকারি এবং চারটি সরকারি। এছাড়াও মোট ১৪ টি ব্লাড ব্যাংক রয়েছে রাজ্যে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে রাজ্য সরকার। এটিকে আরো উন্নত করছে সরকার। তাই রক্তের অভাবে রাজ্য যেন কোন মুমূর্ষ রোগীর মৃত্যু না হয় সেই লক্ষ্যে প্রত্যেককে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিনের অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা।

পিএম কিষান সম্মাননিধি যোজনায় ১৭তম কিস্তিতে

রাজ্যের কৃষকরা পাবেন ৪৮ কোটি ৯৬ লাখ টাকা ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন ।।পিএম-কিষাণ সম্মাননিধি যোজনায় ১৭তম কিস্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার ২০ হাজার কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। তাতে, ত্রিপুরার কৃষকরা পাবেন ৪৮ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা।

আগামী ১৮ জুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডিবিটি-র মাধ্যমে সারা দেশের কৃষকদের কাছে ওই টাকা পৌছে দেবেন।

আজ সচিবালয়ে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ এ-কথা জানিয়েছেন।

এদিন তিনি জানান, আগামী ১৮ জুন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পিএম-কিষাণ সম্মাননিধি যোজনায় ১৭তম কিস্তিতে দেশের কৃষকদের অ্যাকাউন্টে ২০ হাজার কোটি টাকা প্রদান করবেন। এরফলে রাজ্যের ২ লক্ষ ৫২ হাজার ৯০৭ জন কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৪৮ কোটি ৯৫ হাজার টাকা সরাসরি পৌঁছে যাবে। কৃষিমন্ত্রী জানান, ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে পিএম-কিষাণ সম্মাননিধি যোজনা চালু হওয়ার পর ১৬তম কিস্তি পর্যন্ত দেশের ১১ কোটি কৃষক উপকৃত হয়েছেন। এরমধ্যে মহিলা কৃষক রয়েছেন প্রায় ৩ কোটি।

১৬তম কিস্তি পর্যন্ত রাজ্যের ২ লক্ষ ৫২ হাজার ৯০৭ জন কৃষক পেয়েছেন মোট ৬৮৭ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা।

তিনি বলেন, পিএম-কিষাণ সম্মাননিধি যোজনায় ১৭তম কিস্তিতে রাজ্যে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় সবচেয়ে বেশি কৃষক উপকৃত হবেন। ওই জেলায় ৪৮ হাজার ৪৪৬ জন কৃষক ৯ কোটি ৬৮ হাজার ৯২ হাজার টাকা পাবেন। এছাড়া, ধলাই জেলায় ৩৬ হাজার ৭৭৬ জন কৃষক ৭ কোটি ৩৫ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা, গোমতী জেলায় ৩১ হাজার ৫৯২ জন কৃষক ৬ কোটি ৩১ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা, খোয়াই জেলায় ২৮ হাজার ৮৩৮ জন কৃষক ৫ কোটি ৭৬ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা, সিপাহিজলা জেলায় ৩০ হাজার ৮ জন কৃষক ৬ কোটি ১৬ হাজার টাকা, দক্ষিণ জেলায় ৩৩ হাজার ৩৫০ জন কৃষক ৬ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা, ঊনকোটি জেলায় ১৭ হাজার ৮৪ জন কৃষক ৩ কোটি ৪১ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ১৮ হাজার ৭০১ জন কৃষক ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ ২ হাজার টাকা পাবেন।

বাইক ও গাড়ির সংঘর্ষে আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ১৬ জুন।। যান দুর্ঘটনা রাজ্যে নিত্যদিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিন এই রাজ্যের কোন না কোন স্থানে যান দুর্ঘটনায় প্রাণহানি ও আহত হওয়ার ঘটনা ঘটে চলেছে।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার পাবিয়া ছড়ায় যান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন এক চালক। কুমারঘাট থানাধীন উত্তর পাবিয়াছড়ায় যান দুর্ঘটনায় গুরুতর হন বাইক চালক শুভঙ্কর চাকমা। বাইক এবং মাল গাড়ির ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে কুমারঘাট মহকুমার উত্তর পাবিয়াছড়া নতুন ব্রিজের সম্মুখে। মাল বোঝাই টিআর ০২ সি ১৬৪৩ নম্বরের গাড়ির সাথে দ্রুতগতিতে থাকায় টিআর ০২ জে ৪৮৫৫ নাম্বারের একটি বাইক সংঘর্ষ বাধে। ঘটনায় ২৫ বছরের বাইক চালক শুভঙ্কর চাকমা গুরুতরভাবে আহত হন। ঘটনার খবর দেওয়া হয় কুমারঘাট থানাকে। ঘটনাস্থল থেকে আহত ব্যক্তিকে নিয়ে যাওয়া হয় কুমারঘাট মহকুমা হাসপাতালে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর কর্মরত চিকিৎসক আহত বাইক চালকের অবস্থা গুরুতর থাকায় উন্নতমানের চিকিৎসার জন্য ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে রেফার করেন। বর্তমানে সে চিকিৎসাধীন।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে সরব সিআইটিইউ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং সহায়িকাদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে সরব হল সিআইটিইউ। রবিবার সিআইটিইউ এর রাজ্য কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক সংকর প্রসাদ দত্ত।

তিনি বলেন ফিলস আদালত এবং ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধলেশ্বরস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের সভাগৃহ নির্মাণের অবশিষ্ট কাজের সমাপ্তির লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ২০ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দেন মিশনের সেক্রেটারী স্বামী অমর্ত্যানন্দ মহারাজ।

গ্রামীণ ব্যাংকের পরিষেবায় ক্ষোভ গ্রাহকদের মধ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ১৬ জুন।। গ্রামীণ ব্যাংক ত্রিপুরা অন্যতম ব্যাংক হিসেবে রাজ্যবাসীর কাছে পরিচিত। রাজ্যের প্রতিটি কোনায় কোনায় গ্রামীণ ব্যাংকের শাখা রয়েছে। অথচ পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নানা অভিযোগ করতে শুরু করেছে। এসব বিষয়ে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবী উঠেছে। গ্রামীন ব্যাঙ্কের দশদা শাখায় প্রতিদিন গ্রাহকরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। দুর্গম এলাকা থেকে এসে গ্রাহকদের ব্যাঙ্ক পরিষেবার বদলে নানা অজুহাতে হয়রানি করার অভিযোগ ওঠেছে ব্যাঙ্ক কর্মীদের বিরুদ্ধে।

দশদা গ্রামীন ব্যাঙ্কের কর্মীদের নানা তালবাহানায় কাঞ্চনপুর মহকুমার দশদা এলাকায় গ্রাহকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। উল্লেখ্য কাঞ্চনপুর মহকুমার দশদা এলাকার নাগরিকদের ব্যাঙ্ক পরিষেবার ক্ষেত্রে এক মাত্র গ্রামীন ব্যাঙ্কের শাখার উপর নির্ভর করতে হয়। যার ফলে দশদা ব্লকের যাবতীয় ব্যাঙ্ক পরিষেবার ও সরকারি বেসরকারি ব্যাঙ্ক পরিষেবার ক্ষেত্রে এই গ্রামীন ব্যাঙ্কের শাখার দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ব্যাঙ্কের মধ্যে বর্তমানে যেসকল কর্মচারী রয়েছেন তারা এলাকার সাধারণ নাগরিকদের পরিষেবা প্রদানে নানা ভাবে হয়রানির করছেন।

গ্রাহকদের অভিযোগ ব্যাঙ্কের কোন জরুরি প্রয়োজনে অর্থ আদান প্রদান করতে গেলে কিছু দিন পর পর তাদের কাছে কেওয়াইসি জমা দেওয়ার নির্দেশ জারি করা হয়। আবার কেওয়াইসি জমা দিতে গেলে কখনো নেটওয়ার্ক নেই , কখনো ব্র্যাঞ্চ সঞ্চালক নেই আবার কখনো কর্মী অভাবে দেখিয়ে দিনের পর দিন গ্রাহকদের হয়রানি করা হয়।

গ্রাহকদের অভিযোগ ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের মধ্যে এক দল অসাধুতা চক্র গজিয়ে উঠেছে। এই অসাধু চক্রটি গ্রাহকদের কেওয়াইসি জমা করার বদলে পাঁচশত টাকা দাবি করছে।

আর যারা দাবি মতো টাকা দিচ্ছে তাদের কেওয়াইসি জমা করে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের একাউন্ট সচল করা হয়। আর দাবি মতো টাকা না দিলে দিনের পর দিন হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে।গ্রাহকদের আরো অভিযোগ বর্তমান ব্র্যাঞ্চ সঞ্চালক আসার পর থেকে এধরনের অরাজকতার তৈরি হয়েছে।

এছাড়া একাউন্ট আপডেট করা কিংবা সরকারি স্কিমের লোন ও বেসরকারি ভাবে লোন নিতে গেলেও ব্যাঙ্ক কর্মীদের দুর্ব্যবহারের শিকার হচ্ছেন গ্রাহকরা। দীর্ঘদিন যাবত এভাবে চলতে থাকায় গ্রাহকদের মনে ক্ষোভের পারদ চড়তে শুরু হয়েছে। কেননা দশদা এলাকায় গ্রামীন ব্যাঙ্কের পরিষেবা ছাড়া বিকল্প ব্যাঙ্ক নেই। এইচডিএফসির একটি শাখা যাত্রা শুরু করলেও অজ্ঞাত কারণে পরিষেবা চালু করা হচ্ছে না।

ফলে দশদা এলাকায় সাতনাল থেকে শুরু করে গোচিরাম পাড়া , শাখানশেরমু, তৈচামাসহ দশদা ব্লকের সিংহভাগ অঞ্চল কেবল একটি মাত্র ব্যাঙ্কের উপর নির্ভরশীল।

কিন্তু পাঁচ দশকের পুরানো গ্রামীন ব্যাঙ্কের এই শাখাটি বর্তমান সময়ে গ্রাহকের চাহিদা পূরণ ব্যার্থ হয়ে পড়ছে। তাই এলাকাবাসী পক্ষ থেকে নতুন ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপনের দাবি ওঠেছে।

পানিসাগর টাউন ফলে বিশেষ মহিলা কমিশনের উদ্যোগে বিশেষ সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৬জুন।। ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন আগরতলা শহরের গণ্ডি পেরিয়ে বিভিন্ন জেলায় সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগরে এক সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচিকে ঘিরে এলাকার মহিলা ও স্কুলছাত্রীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়। উত্তর জেলার পানিসাগরের টাউন হলে এক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন ঝর্ণা দেববর্মা।

এই সচেতনতামূলক শিবিরে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী, ভাইস চেয়ারপারসন অ্যাডভোকেট মধুমিতা চৌধুরী, সদস্যা রত্না দেবনাথ, পানিসাগরের বিশিষ্ট সমাজ সেবিকা কল্পনা দেবনাথ সহ এলাকার মহিলারা ও ছাত্রছাত্রীরা।

মহিলা সুরক্ষা ও স্বশক্তিকরন তথা স্বাভিমান সুনিশ্চিত করতে ত্রিপুরার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহার নেতৃত্বে ত্রিপুরা সরকার প্রশাসন ও মহিলা কমিশনের নিরন্তর উদ্যোগ সত্যিকার অর্থে সামাজিকতা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করবে।

এই অনুষ্ঠানে ড্রাগস নিয়ে বিভিন্ন অতিথিদের বক্তব্যে এর অপযোগিতা এবং আগামী প্রজন্মে এর প্রভাব সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়। ড্রাগস যে বর্তমান সমাজকে এবং বর্তমান যুবসমাজকে ধ্বংস করে রাজ্যকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে তা তুলে ধরা হয়। ড্রাগস থেকে মহিলা ও মেয়েদেরকে রক্ষা করার কাহিনী তুলে ধরেন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা।

কারণ পানিসাগর মহকুমায় রাজ্যের সবচেয়ে বেশি ড্রাগস কবলিত এলাকা দামছড়া অবস্থিত। বেশিরভাগ ইনজেকশনের কারণে ড্রাগসের মাধ্যমে এইচআইভি ছড়িয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেহাল কাঞ্চনপুর মহকুমার প্রধান সড়কটি, সংস্কারের দাবি স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ১৬ জুন।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমায় সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বেহাল। তাতে দুভর্গে পোহাতে হচ্ছে যানবাহনের চালকসহ যাত্রী সাধারণকে। সড়ক নির্মাণ সংস্থার পাপের খেশারদ দিচ্ছে আমজনতা। বন্ধ হয়ে পড়ছে কাঞ্চনপুর মহকুমার লাইফ লাইন সড়ক। বেহাল সড়কের কারণে কাঞ্চনপুর মহকুমায় ভারি যানবাহনের প্রবেশ প্রায় বন্ধ। পরিস্থিতির উন্নতি না হলে মহকুমার গনবন্টন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

উল্লেখ্য কাঞ্চনপুর থেকে লালছড়া পযর্ন ১৮ কিমি ডাবল রাস্তা এনএইচআইডিসিএলের প্যাকেজ টু কাজ হচ্ছে।

এই ডাবল লেনের রাস্তার কাজটির দায়িত্বে রয়েছে এন এইচ আই ডি সি এলের ঠিকাদার হলো জেকেএম ইমফ্রা ওয়ার্ক এলএলপি নামে গৌহাটির একটি বেসরকারি কোম্পানি। দেখা যাচ্ছে বিগত অর্থবছরের শুখা মরশুমে সড়ক নির্মাণ সংস্থাটি কাজ শুরু করে। সংস্থা কাজের শুরুতেই দীর্ঘ আঠারো কিমি সড়কই এক সঙ্গে মাটি কাটার কাজ শুরু করে। কিন্তু মাটি কাটার কাজ করেই নির্মাণ হঠাৎ কাজ আটকে যায়। দেখা যাচ্ছে সড়কের কোন কোন অংশ পাকা পিছ ডালাই করা হয়েছে। অথচ অধিকাংশ সড়কের, অংশ মাটি কাটা অবস্থায় পড়ে আছে। ফলে বর্ষা আসতেই সম্পূর্ন সড়কটি জল কাঁদায় ভরে গেছে। আবার সড়কের কোথায় কোথায় বড় বড় গর্ত তৈরি হয়ে মূল সড়কটিই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

কিন্তু সবথেকে বড় সমস্যা তৈরি হয়েছে এই সড়কটি কাঞ্চনপুর মহকুমার লাইফ লাইন হিসেবে পরিচিত কাঞ্চনপুর পেঁচারথল সড়কের মনুমনপুই থেকে কাঞ্চনপুর জম্পুই সড়কের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।দেখা যাচ্ছে নির্মাণ সংস্থা শুখামরশুমের শেষের দিকেই কাঞ্চনপুর প্রবেশের অংশ মনুমনপুই থেকে দেও নদী পর্যন্ত অংশটির মাটি কাটার কাজ শুরু করে। ফলে সড়কের এই অংশটি মাটি কাটা অবস্থায় বর্ষা এসে যাওয়ায় সম্পুর্নভাবে বেহাল অবস্থা ধারণ করেছে। টানা বর্ষণে ফলে সড়কের এই অংশটুকু জল কাঁদায় ভরে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে।

অথচ এই সড়ক দিয়ে কাঞ্চনপুর মহকুমার সঙ্গে রাজ্যের রাজধানী আগরতলা ও উনকোটি, ধলাই জেলাসহ অন্যান্য মহকুমার যোগাযোগ। এই সড়কটিকে কাঞ্চনপুরের জীবন রেখা বলা হয়। তাই বাধ্য হয়ে সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে সরকারি কর্মচারীদের প্রতিদিন এই সড়ক দিয়ে চলাচল করতে হয়। কিন্তু সড়কটি বর্তমানে এতো ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে তাতে যে কোন সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। অবিলম্বে রাস্তাটির সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ করার দাবি তুলেছেন স্থানীয় নাগরিক।

রাজ্যপালের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হল উত্তরপূর্বাঞ্চল ফিজিওথেরাপি সম্মেলন-২০২৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নাল্লু আজ উত্তরপূর্বাঞ্চল ফিজিওথেরাপি সম্মেলন-২০২৪"র সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা নাল্লু। আজ সকালে শহরের এক বেসরকারি হোটেলে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে রাজ্যপাল বলেন, রোগীর শরীরের নড়াচড়া বজায় রাখতে, শরীরের সক্ষমতা পুনরুদ্ধার ও সুস্থ দেহের জন্য ফিজিওথেরাপি সহায়তা করে। এই থেরাপি দেহের হৃৎপিন্ড জনিত সমস্যা এবং ডায়াবেটিস রোধেও সহায়তা করে।

ফিজিওথেরাপি পেশার সঙ্গে জড়িতদের পেশাদারিত্ব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই সংগঠন বিভিন্ন সময় সম্মেলন, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা নিয়ে শুভেচ্ছা জানালেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। রবিবার বিকেলে রাণীরবাজারের গীতাঞ্জলি হলঘরে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে ১০-মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ২০২৪ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৮০০ জন কৃতী ছাত্র-ছাত্রীকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংবর্ধিত করলেন মজলিশপুর কেন্দ্রের বিধায়ক তথা ত্রিপুরা সরকারের পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

এদিনের অনুষ্ঠানে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে শুভেচ্ছা সরূপ মানপত্র, ফুলের তোড়া , ডাইরি ,কলম মোমেন্টো তোলে দিলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সহ অন্যান্য অতিথিরা।

এখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, এই সকল ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁদের বাবা-মা, স্কুল সহ গোটা এলাকার নাম সারা রাজ্যে উজ্জ্বল করেছে। অনেক প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতাকে জয় করে তাঁরা তাঁদের জীবনের বড় পরীক্ষাতে সফল হয়েছে। তাঁদের লড়াই কে কুর্নিশ জানাতে এবং তাঁদের আনন্দের ভাগীদার হতে ও আগামীর শুভকামনা জানাতেই আজকে আমার এই ক্ষুদ্র আয়োজন।

তিনি বলেন, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, আজকের অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত ছাত্র-ছাত্রীরা নতুন আশা নিয়ে উচ্চশিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়ে আলোকিত মানুষ হিসাবে দেশের এবং রাজ্যের সেবায় নিয়োজিত হওয়ার দৃপ্ত প্রতিজ্ঞা করবে। লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলায়ও পারদর্শী হয়ে নিজেকে আলোকিত মানুষ হিসেবে তাঁরা গড়ে তুলবে।

তাঁদের শিক্ষা গ্রহণে এবং ভালো ফলাফলের জন্য যেসব মানুষ ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা অবদান রেখেছেন, তাঁদের কথা সব সময় তাঁরা মনে রাখবে। আজকের এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা 'স্কুল অব সাইন্স' এর কর্ণধার অভিজিৎ ভট্টাচার্য, জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান রতন কুমার দাস, রাণীরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারম্যান অপর্ণা শুক্ল দাস, ভাইস-চেয়ারম্যান প্রবীর কুমার দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক।

ধানক্ষেত থেকে অগ্নিদগ্ধ মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। ধানক্ষেত থেকে উদ্ধার হয় এক মহিলা অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাজধানীর দুর্জয়নগর এলাকায়। মৃত মহিলার নাম গীতা রানী দেবনাথ(৬৫)।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শনিবার দুপুরে ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন ওই মহিলা। তারপর তিনি আর বাড়ি ফিরে আসেননি। রবিবার দুপুর নাগাদ ধান জমি থেকে ওই মহিলাকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করেছেন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাহিদা অনুযায়ী যোগান দিয়ে চলেছে পানিসাগরের মুরগী খামার

মুখ্যমন্ত্রী প্রাণিসম্পদ বিকাশ যোজনার মাধ্যমে সুবিধা পাচ্ছেন সাধারনেরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, পানিসাগর, ১৬ জুন।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর মহকুমায় অবস্থিত জেলা মুরগি খামার প্রতিনিয়ত চাহিদা অনুযায়ী। এখান থেকে উৎপাদিত হয় ডিম, মুরগির বাচ্চা এবং মাংস।

এখানে তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে রয়েছেন অতিরিক্ত তত্ত্বাবধায়ক ডক্টর সঞ্জয় কুমার দাস, ২০২১ সাল থেকে তিনি এই দপ্তরে চাকরি করছেন, তাছাড়া রয়েছে আরো আটজন কর্মী। জেলা মুরগি খামারটি ছয় একর জায়গা নিয়ে অবস্থিত।

এখানে চারটি মুরগির খামার রয়েছে, দুই হাজার মোরগ এবং মুরগি রয়েছে এই খামারে, প্রত্যেকদিন ৫০০ থেকে ৬০০ মুরগির ডিম এখান থেকে সংগ্রহ করা হয়। বহিঃরাজ্য থেকে উন্নতমানের পিওর বিট আনা হয় এবং তা থেকে ২১ দিন পর মুরগির বাচ্চা হয়।

২০২২ এবং ২৩ অর্থবছরে মুরগির বাচ্চা প্রোডাকশন হয়েছিল ৪১ হাজার এবং ২০২৩ এবং ২৪ অর্থবছরে মুরগির বাচ্চা প্রোডাকশন হয়েছিল ৫১ হাজার। সরকারি বিভিন্ন স্তরের (স্কিমের) চাহিদা মেটানোর পর জনসাধারণের আগ্রহ বা চাহিদা থাকলে এখান থেকে মুরগির বাচ্চা সরকারি ধার্য করা ৩০ টাকা মূল্যে বিক্রি করা হয়।

২০২২- ২৩ অর্থবছরে এক লক্ষ ২৭ হাজার ডিম উৎপাদন হয়েছে এবং ২০২৩ -২৪ অর্থবছরে মুরগির খামার থেকে এক লক্ষ ডিম উৎপাদন হয়েছে। ডিম, মুরগির বাচ্চা এবং মাংস থেকে সরকারি অর্থ ভান্ডারে জমা (রেভিনিউ) পড়েছে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে সরকারি অর্থ ভান্ডারে ১৭ লক্ষ টাকা জমা পড়েছে।

এখানকার উৎপাদিত মুরগির বাচ্চা ও ডিম উত্তর জেলা, ঊনকোটি জেলা, ধলাই জেলায় গিয়ে থাকে ঊ উৎপাদন বেশি হলে চাহিদা মেটাতে খোয়াই জেলা ও অন্যান্য জেলায় পাঠানো হয়। ২০২৪ অর্থবছরে আরো উৎপাদন বৃদ্ধি করা হবে বলে জানিয়েছেন সুপার ডঃ সঞ্জয় কুমার দাস। ২০২২- ২৩ এবং ২৪ অর্থবছরে মুখ্যমন্ত্রী পরিবার যোজনা প্রকল্পে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে দেওয়া হয় ডিম ও মুরগির বাচ্চা। এখন এই প্রকল্পটির নাম অল্প পরিবর্তন হয়ে হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী প্রাণিসম্পদ বিকাশ যোজনা।

ডক্টর সঞ্জয় কুমার দাস জানান মুরগি খামারের মূল উদ্দেশ্য মুরগির বাচ্চা উৎপাদন করা পাশাপাশি ডিম উৎপাদন করা ও মাংস উৎপাদন করা ঊ বর্তমানে মজুদের পরিমাণ দুই হাজারের মতো মুরগি রয়েছে পুরুষ ও মহিলা, প্রত্যেকদিন ৫০০ থেকে ৬০০ ডিম খামার থেকে সংগ্রহ করা হয়, আগামী সোমবার বাচ্চা তৈরীর কাজ শুরু করা হবে।

জুলাই মাস থেকে ২০০০ থেকে ২৫০০ মুরগির বাচ্চা প্রথম সেট বের হবে, এখান থেকে যে বাচ্চাগুলি উৎপাদন হবে তা যে সকল সরকারি স্কিম রয়েছে সেখানে বিতরণ করা হবে। ঊ গতবছর মুখ্যমন্ত্রী পরিবার যোজনার প্রকল্পের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়, পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্পের চাহিদা মিটিয়ে যে সকল আগ্রহী কৃষক রয়েছেন তাদেরকে সরকারি ধার্য করা ৩০ টাকা মূল্যে বিক্রি করা হয় ঊ এবছর মুখ্যমন্ত্রী প্রাণিসম্পদ বিকাশ যোজনা প্রকল্পে মুরগির বাচ্চা বিতরণ করা হবে তাছাড়া আগ্রহী কৃষক বা এস এইচ জি গ্রুপ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।